উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 329

indriya.com

ADITYA BIRLA
JEWELLERY

আজ, অক্ষয় তৃতীয়ায়
শুভ লগ্নে শুরু হোক
আপনার সোনালি
শুভসূচনা ✨

স্টোর
সেবক রোড, দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে,
শিলিগুড়িতে

INDRIYA
ADITYA BIRLA | JEWELLERY

অক্ষয় তৃতীয়া অফার্স

35% পর্যন্ত ছাড়
সোনার গয়নার মেকিং চার্জে
এবং হিরের মূল্যে*

ডাবল গোল্ড রেট প্রোটেকশন
দিন 25% অ্যাডভান্স আর পান
কম মূল্যে সোনা বুকিং ও বিলিং তারিখের মধ্যে*

O&M 1168

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য।

আগ্রা ✦ আমেদাবাদ ✦ বালাসোর ✦ বেরেলি ✦ ব্যাঙ্গালুরু ✦ ভুবনেশ্বর ✦ ব্রহ্মপুর ✦ চণ্ডীগড় ✦ ছত্রপতি শম্ভাজি নগর ✦ কটক ✦ দ্বারভাঙা ✦ দেরাদুন ✦ দিল্লি এনসিআর ✦ গয়া জি
গুন্টুর ✦ গোয়ালিয়র ✦ হলদোয়ানি ✦ হিসার ✦ হুবলী ✦ হায়দ্রাবাদ ✦ ইন্দোর ✦ জয়পুর ✦ জম্মু ✦ যোধপুর ✦ কানপুর ✦ কোলাপুর ✦ কলকাতা ✦ লক্ষ্ণৌ ✦ লুধিয়ানা ✦ ম্যাঙ্গালুরু
মুম্বই ✦ নাগপুর ✦ পাটনা ✦ প্রয়াগরাজ ✦ পুণে ✦ রাজামুন্দ্রি ✦ রাঁচি ✦ শিলিগুড়ি ✦ সুরাট ✦ উদয়পুর ✦ বিজয়ওয়াড়া ✦ বিশাখাপত্তনম

indriya.com

ADITYA BIRLA
JEWELLERY

INDRIYA
ADITYA BIRLA | JEWELLERY

আজ, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে, ইন্দ্রিয়া স্টোরে এসে শুভ লগ্নে শুরু হোক আপনার সোনালি শুভসূচনা।

সোনার ঝলমলে ও চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতায় ভরপুর হাজার হাজার ডিজাইন দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত করে তুলুন আরও শুভ।

আর আপনার অন্তর যেন বলে উঠবে, *মন এখনও ভরেনি যে*

অক্ষয় তৃতীয়া অফার্স

35% পর্যন্ত ছাড়
সোনার গয়নার মেকিং চার্জে
এবং হিরের মূল্যে*

ডাবল গোল্ড রেট প্রোটেকশন
দিন 25% অ্যাডভান্স আর পান
কম মূল্যে সোনা বুকিং ও বিলিং তারিখের মধ্যে*

O&M 1168

* নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য।

স্টোর সেবক রোড, দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে, শিলিগুড়িতে

আগ্রা ✦ আমেদাবাদ ✦ বালাসোর ✦ বেরেলি ✦ ব্যাঙ্গালুরু ✦ ভুবনেশ্বর ✦ ব্রহ্মপুর ✦ চণ্ডীগড় ✦ ছত্রপতি শম্ভাজি নগর ✦ কটক ✦ দ্বারভাঙা ✦ দেরাদুন ✦ দিল্লি এনসিআর ✦ গয়া জি গুন্টূর ✦ গোয়ালিয়র ✦ হলদোয়ানি ✦ হিসার ✦ হুবলী ✦ হায়দ্রাবাদ ✦ ইন্দোর ✦ জয়পুর ✦ জম্মু ✦ যোধপুর ✦ কানপুর ✦ কোলাপুর ✦ কলকাতা ✦ লক্ষ্ণৌ ✦ লুধিয়ানা ✦ ম্যাঙ্গালুরু মুম্বই ✦ নাগপুর ✦ পাটনা ✦ প্রয়াগরাজ ✦ পুণে ✦ রাজামুন্দ্রি ✦ রাঁচি ✦ শিলিগুড়ি ✦ সুরাট ✦ উদয়পুর ✦ বিজয়ওয়াড়া ✦ বিশাখাপত্তনম

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 329

জাতির কাছে বিরোধীদের নিন্দা

৩

কোন পথে উত্তর

গৃহযুদ্ধে পুড়ছে

ঘাসফুল বাগান

সমতলে বদলের হাওয়া, নাকি পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক অঙ্ক? উত্তরের জেলাগুলির ভোটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পথেপ্রান্তরে ঘুরে লিখলেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপ সাহা

দক্ষিণ দিনাজপুর

বৈশাখের আকাশ যেমন আগুনের হল্কা ছড়ায় রোদের তেজ ততটাও প্রখর নয়। তবে ভ্যাপসা গরমে টেকা দায়। কোথাও গাছের পাতাটিও নড়ছে না। ঊষাহরণের চামারকালী মাঠের এক কোণে বাঁশ বাগানের ছায়ায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আড্ডায় বসেছিলেন শাশুড়ি ও বৌমা। মাটিতে লেপটে বসে ছিলেন তিনজনই। গোল করে বাঁশপাতার স্তূপ সরিয়ে মাঝে বসে খেলছিল দুই কিশোরী। সেদিকে এগিয়ে যেতেই কানে এল, 'হামার তো জমি নাই, হামারগুলাক দিবার পাইলেক হয়। তাও নাই দেয়...' কি দেয়নি কাকিমা? 'কিছুই না দেয়। যার সউগ আছে, খালি তাকে দেয়। মেম্বার কছিল অঞ্চল গেইলে নাকি হেটা-সেটা পাওয়া যাইবে। মনার বাবা যায়া দেখে সউগ জমিআলারাই লাইন দিয়া আছে।'

কুশমণ্ডিজুড়ে ঘাসফুলের সাজানো বাগানে যে কতটা ক্ষোভের প্রলেপ পড়েছে তা আন্দাজ করতে পারছেন না স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও। ঊষাহরণের বাতাসে আজও ভাসে পুরাণের এক অমর প্রেমগাথা। লোকশ্রুতি বলে, ভালোবেসে বাণরাজার কন্যা ঊষাকে নিয়ে যেতে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ এক রাতেই নির্মাণ করেছিলেন এক দীর্ঘ পথ, যা আজও 'ঊষাহরণ রোড' নামে পরিচিত। সেই প্রেমের রাস্তায় এগিয়ে এবার জয় পাওয়া যে সহজ নয় তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী রেখা রায়। এলাকার উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। এর ওপর তাঁর গলার কাঁটা হয়েছে এসআইআর। সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ হাজার নাম বাদ পড়েছে কুশমণ্ডিতে। তৃণমূলের দাবি, তার বেশিরভাগটাই তাদের ভোটার। ফলে হিসেবের খাতায় নতুন করে অঙ্ক কষতে হচ্ছে জোড়াফুল শিবিরকে।

দলের গোষ্ঠীকোন্দলেও বেশ বেকায়দায় পড়েছেন রেখা। সুযোগ বুঝে তৃণমূল এবং রেখা-বিরোধী ভোটকে একঝুলিতে আনার চেষ্টায় ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় কিছুটা সফল হয়েছেন। ফলে বাম এবং কংগ্রেসের নিশ্চিত ভোট নিজেদের বাক্সে পড়লে কুশমণ্ডিতে ঘাসফুল ঝরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

শুধু কুশমণ্ডি নয়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে তৃণমূলের গৃহযুদ্ধ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। গোটা দল আড়াআড়িভাবে দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে জোট বেঁধেছেন বিপ্লব মিত্র। অন্যদিকে অর্পিতা ঘোষ, তোরাফ হোসেন মণ্ডল, গৌতম দাস, অম্বরীশ সরকার, মৃণাল সরকার, শংকর চক্রবর্তীরা বিপ্লবকে শায়েস্তা করতে কোমর বেঁধেছেন। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ভাগাভাগির সমীকরণ ভালোভাবেই জানেন। সেইমতো জেলায় প্রার্থীও যে ভাগাভাগি হয়েছে তা তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর এবং কুমারগঞ্জ জেলার তিন বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হয়েছে বিপ্লব-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের। বিপ্লব নিজে হরিরামপুরে প্রার্থী হয়েছেন আর তপন ও কুশমণ্ডিতে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁর অনুগামী দুই নেত্রীকে। দুই লবির মাঝে পড়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়েছে তৃণমূলের মাঝারি নেতাদের। বিরক্তি চেপে না রেখে বালুরঘাটের এক তৃণমূল নেতা বলেই ফেললেন, 'দুই গোষ্ঠীই একে অপরকে হারাতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

> দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে তৃণমূলের গৃহযুদ্ধ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। গোটা দল আড়াআড়িভাবে দুইভাগে বিভক্ত। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই সমীকরণ ভালোভাবেই জানে। সেইমতো জেলায় প্রার্থীও যে ভাগাভাগি হয়েছে তা তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে।

হরিরামপুরে গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং ভোট কাটাকাটির অঙ্কে বিপ্লবের আসন টলমল করছে। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন শুভাশিস পাল (সোনা)। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল এবং বিজেপি ঘুরে এবার সোনা ফের 'হাত' ধরেছেন। তৃণমূলের একটা অংশ ইতিমধ্যেই সোনার হয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের খাসতালুক হরিরামপুরে মিলেমিশে একাকার সব দলের পতাকা (বাঁদিকে)। তপন বিধানসভার সৈয়দপুর গ্রামে দেওয়ালে ঠাঁই পেয়েছে সব পক্ষ। -সংবাদচিত্র ও মাজিদুর সরদার

ডিএ বৃদ্ধি কেন্দ্রের, ফারাক বাড়ল রাজ্যের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বিরাট খবর। তাঁদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) আরও ২ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাবে শনিবার সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ মূল বেতনের ৫৮ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৬০ শতাংশ। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হবে।

সাধারণত প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে ডিএ'র হার সংশোধিত হয়। এবার ঘোষণাটি এতদিন না হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছিল। নর্থ ব্লক সূত্রে খবর, কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সকে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মূল বেতনের নিরিখে কর্মীদের মাসিক আয় ৩৫০ থেকে ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এরপর দশের পাতায়

বিজেপি প্রার্থী নরেশচন্দ্র রায়ের সমর্থনে যোগী আদিত্যনাথের সভা। ধূপগুড়ির ফণীর মাঠে।

প্রকাশ্যে নমাজ পাঠ বন্ধের হুমকি যোগীর

ভোট উৎসব

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ এপ্রিল : শনিবার ধূপগুড়ির ফণীর মাঠে বিজেপি প্রার্থী নরেশচন্দ্র রায়ের সমর্থনে সভা করতে এসে যোগী আদিত্যনাথ হিন্দুত্বের চড়া সুরে শান দিলেন। হুংকার দিলেন, 'ক্ষমতায় এলে প্রকাশ্যে রাস্তায় নমাজ পাঠ বন্ধ করা হবে।' সেইসঙ্গে এ রাজ্যেও উত্তরপ্রদেশের মতো বুলডোজার রাজনীতির হুঁশিয়ারিও দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথম দফার ভোটের প্রচারের শেষ পর্যায় চলছে। নিত্যদিনই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করছেন বিজেপির তারকা প্রচারকরা। এদিন যোগী প্রথমে মাথাভাঙ্গায়, পরে ধূপগুড়িতে সভা করেন। মাথাভাঙ্গার সভায় আবার কোচবিহারকে উত্তর বিহার বলে নতুন বিতর্ক উসকে দিয়েছেন তিনি। আর মাথাভাঙ্গায় ততটা না হলেও ধূপগুড়িতে তাঁর বক্তব্যে হিন্দুত্বের সুর ছিল উচ্চকিত। ধূপগুড়িতে যোগী এদিন বলেন, 'বাংলার বর্তমানে যা পরিস্থিতি ২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশেও একই পরিস্থিতি ছিল। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, কার্ফিউ চলত। দুর্গাপুজো হত না। জয় শ্রীরামও বলা যেত না। আর ২০১৭ সালে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হওয়ার পর কী হয়েছে, তা উত্তরপ্রদেশে গিয়ে দেখে আসুন। সেখানে রাস্তায় নমাজ পড়ে না কেউ। আর মসজিদের নমাজ পড়ার আওয়াজ বাইরে বের হয় না।' হিন্দুত্বের জিগির দিয়ে মঞ্চ থেকেই স্লোগান তোলেন, 'বিজেপি মানে গো মাতা কাটনে নেহি দেঙ্গে, হিন্দুকো বাটনে নেহি দেঙ্গে।'

> তৃণমূলের গুন্ডারা, যারা আপনাদের হুমকি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে তাদের এখনই বলে দিন, ৪ মে তাদের অন্তিম দিন। তাদের জল দেওয়ার কেউ থাকবে না।
> -যোগী আদিত্যনাথ

কেবল হিন্দুত্ব নয়, উন্নয়নের কথা বলতে গিয়েও এদিন যোগী বারবার উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। দাবি করেছেন, উত্তরপ্রদেশে কৃষকরা ধান ও আলুর ভালো দাম পাচ্ছেন। আর পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষ তরুণ কর্মহীন। বিজেপি জিতলে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচেই পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলার ঘোষণা করেন। ডাবল ইঞ্জিন সরকার কী কী কাজ করছে তা উত্তরপ্রদেশে গিয়ে দেখে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।

বক্তব্যের শুরুতে জল্পেশের শিবকে প্রণাম জানান যোগী। বীর চিলারায়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মতো মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাবার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ পরমহংস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও মঞ্চ থেকে বলতে শোনা যায় যোগীকে। সেইসঙ্গে বুলডোজার রাজনীতির উল্লেখ করে বলেন, 'বুলডোজার শুধু রাস্তা বানায় না, মাফিয়াদের চাপাও দেয়। হিন্দু যেখানেই থাকবে, তাদের সুরক্ষা দেওয়া হবে।'

এদিকে, মাথাভাঙ্গা ও শীতলকুচির প্রার্থী যথাক্রমে নিশীথ প্রামাণিক ও সাবিত্রী বর্মনের সমর্থনে নির্বাচনি সভায় যোগ দিতে বেলা সাড়ে ১২টায় মাথাভাঙ্গার মাটি ছোঁয় যোগীর কপ্টার।

এরপর দশের পাতায়

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা সব বুথে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : বুথ দখলে লাগাম টানতে কড়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। সেজন্য বুথের চারপাশে তৈরি হচ্ছে ১০০ মিটারের লক্ষ্মণরেখা। ভোটার, ভোটকর্মী ও নিরাপত্তাবাহিনী ছাড়া ওই গণ্ডির ভিতর আর কারও প্রবেশ নিষেধ। বুথ বা আশপাশের এলাকায় গণ্ডগোল হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার আইসি বা ওসিরা দায়ী থাকবেন বলে কমিশন কড়া বার্তা দিয়েছে।

জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যাদের নামে আছে, তাদের শনিবারের মধ্যে গ্রেপ্তারের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ভোট চলাকালীন বুথে অবাঞ্ছিত কারও ঢোকা আটকাতে থাকবে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পোলিং বুথের চারপাশে সাদা চক দিয়ে ১০০ মিটার বৃত্ত এঁকে লক্ষ্মণরেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। ভোটার স্লিপ যাচাই এবং শনাক্তকরণে নিযুক্ত বিএলও ও সরকারি আধিকারিকদেরও ওই বৃত্তের বাইরেই থাকতে হবে।

> আঁকা হবে লক্ষ্মণরেখা

বিএলও-রা শনাক্ত করার পর ভোটাররা ওই গণ্ডির মধ্যে যেতে পারবেন। গণ্ডির মধ্যে একধাপ নিরাপত্তা বলয়ে ভোটারদের তল্লাশি করা হবে। তাতে ছাড়পত্র পেলে বুথে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে ভোটারদের। বুথের থাকবে শুধু দুটো টেবিল। একটির পাশে বসবেন প্রিসাইডিং অফিসার এবং তাঁর সহযোগী তিন পোলিং অফিসার। অন্য টেবিলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বসবেন।

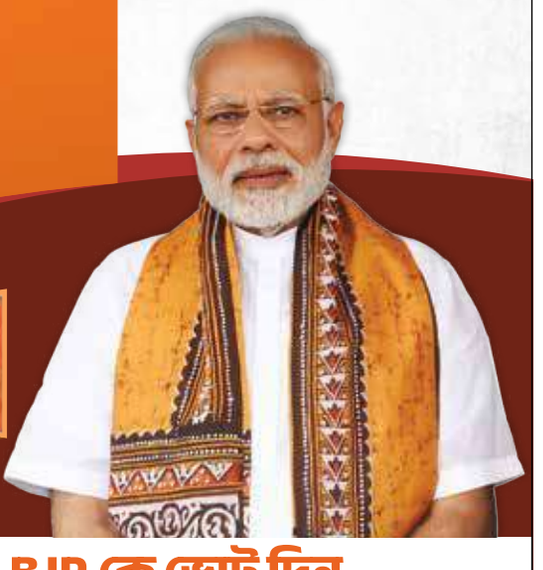

ভোটার স্লিপ বিলির দায়িত্ব এবার বিএলও-দের। ভোটের দু'দিন আগে বাড়ি বাড়ি তাঁদের স্লিপ বিলি

এরপর দশের পাতায়

চাকদহ – 83730 99949 | বেথুয়াডহরী – 83730 99925 | সাঁইথিয়া – 83730 99936 | মল্লারপুর – 83730 99926 | বেলডাঙা – 83730 99944 | রঘুনাথগঞ্জ – 83730 99927 | ধুলিয়ান – 83730 99992 | কালিয়াচক – 83730 99912
সুজাপুর – 83730 99916 | গাজোল – 83730 99915 | বালুরঘাট – 83730 99953 | কালিয়াগঞ্জ – 83730 99903 | রায়গঞ্জ – 83730 99964 | রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) – 83730 99906 | ইসলামপুর – 83730 99965 | শিলিগুড়ি – 83730 99952
মালবাজার – 83730 99904 | জলপাইগুড়ি – 83730 99922 | ধূপগুড়ি – 83730 99960 | ফালাকাটা – 83730 99985 | আলিপুরদুয়ার – 83730 99943 | মাথাভাঙ্গা – 83730 99959

জহুরাতলায় মুছে গেল সীমান্ত

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ এপ্রিল : মালদা শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে আমবাগানে ঘেরা জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জহুরাকালী মন্দির। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যায় বাংলাদেশের হুসেনপুর। আর কিছুটা দূরে ভোলাহাট। সেই ভোলাহাট থেকে পুজো দিতে এসেছিলেন তন্ময় ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য। তিনি এখনও কর্মসূত্রে বাংলাদেশেই থাকেন। কিন্তু প্রতি বছর সব কাজ ফেলে জহুরাতলায় বৈশাখের প্রথম পুজো দিতে আসেন তিনি। তন্ময় বলেন, 'মালদা শহরের গৌড় রোডে মেয়ে থাকে। সেখানে এসে উঠেছি। পুজো দিয়ে দুই-একদিনের মধ্যে ফিরে যাব।'

মালদার জহুরাকালী মন্দিরে ভক্তরা। শনিবার।

শনিবার থেকে শুরু হয়ে গেল মালদার ঐতিহ্যবাহী জহুরাচণ্ডীপুজো ও মেলা। পুজোর রীতি মেনে এদিন মালদা শহরের নেতাজি মোড় সংলগ্ন এলাকার মৃৎশিল্পীর হাতে পুজিত হয়ে পুরোহিতের মাথায় চেপে মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন জহুরাচণ্ডীর মুখা। ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে জনসংযোগের সেই সুযোগ ছাড়তে রাজি হননি ইংরেজবাজারের তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুণ্ড। সকালে প্রচার মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে তিনি সোজা চলে যান মৃৎশিল্পী জ্যোতিন্ময় পালের বাড়ি। মৃৎশিল্পীর পরিবার সহ বহু ভক্তের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পুজো দেন, আরতি করেন। তবে এদিন আর কোনও দলের প্রার্থীর দেখা মেলেনি।

মন্দিরের বারান্দায় বসেছিলেন জহুরাচণ্ডীর সেবায়েত কল্যাণ তিওয়ারি। বললেন, 'ওরা তো বলতে গেলে আমাদের প্রতিবেশীই। বাংলাদেশ থেকে বহু মুসলিমও প্রতিবছর আসেন দেবীকে পুজো দিতে। তবে তাঁরা দেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন শোলা কিংবা কাগজের ফুল দিয়ে।' জানা গেল, জহুরাচণ্ডীর পুজো দিতে প্রতি বছর যে হাজার হাজার মুসলিম ভক্ত আসেন, তাঁরা দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত সামগ্রী বাড়ি নিয়ে যান না। সমস্তকিছুই মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করে দিয়ে যান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশের ভক্তরা এসে প্রার্থনা করে গিয়েছেন সুখে-শান্তিতে থাকার।

মন্দির প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছেন বহু ভক্ত। কথা হচ্ছিল মালদা শহরের এক প্রবীণ অসীম ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বললেন, 'কার্তিক মাসের অমাবস্যার নিশুতি রাতে দেশজুড়ে যখন দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। সেই সময় সাদামাঠা আয়োজনে পুজিত হন জহুরাচণ্ডী। আর বৈশাখ মাসজুড়ে চলে দেবীর আরাধনা। এই পুজোকে ঘিরে এক মাস ধরে বিশাল মেলাও বসে।' দেবী জহুরার জন্য লক্ষ্মীলাভ হয় মেলায় আসা দোকানদার গোপাল মণ্ডল, সনৎ চৌধুরীদের। ওদের কেউ বিক্রি করেন দেবীচণ্ডীর ভোগ, কেউ ফুল-বেলপাতা, কেউ বা লুচি-সবজি।

অভিযুক্ত তুলসীপাড়া চা বাগান

নাগরাকাটা, ১৮ এপ্রিল : শ্রমিকদের মজুরি থেকে পিএফের টাকা কাটা হলেও, সেই টাকা পিএফে জমা না দেওয়ায় তুলসীপাড়া চা বাগানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করল জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর আগে গ্যারগান্ডা চা বাগানের বিরুদ্ধেও একই কারণে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পিএফ কর্তারা জানান, বকেয়া আদায়ের প্রক্রিয়া চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিনের পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর আগে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বকেয়া রাখা ৫৪ কোটি পিএফের টাকা আদায় করে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ দপ্তর। যা গোটা রাজ্যের সমস্ত পিএফ কার্যালয়ের আদায়কৃত বকেয়ার প্রায় অর্ধেক।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Bhoot Bangla (H)
Cast - Akshay Kumar, Tabu, Asrani etc.
Show Time : 12:30, 3:30, 6:30 P.M.
Dolby Digital with AC.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
BHOOTH BANGLA — SHOW TIME 10.30 AM, 01.15 PM, 04.15 PM, HINDI (U/A)
DHURANDHAR PART-2 — SHOW TIME 07.00 PM, HINDI (A)

TUITION

■ Tuition for (CBSE Board, IX & X Sst XI & XII Eng- Pol. Sc. Slg. M : 8509021844. (C/121385)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে/ডাকযোগে ৩ মাসের কোর্স। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/121196)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

গ্রহরত্ন

■ ব্যবহার করে ফেলে রাখা পুরাতন গ্রহরত্ন ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। M : 9832661858. (C/113761)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121195)

ভাড়া

GODOWN FOR RENT

■ 30,000 sq.ft. goodown avail. Vill+ P.O.- Chaparerpar, Nr. Dooars Rice Mill, Cheko, Dist. Alipurduar.736121. (M) 9434045112/ 9564209130. (C/121194)

■ 3 BHK flat for rent Nazrul Sarani, near Maya Sanyal Nursing Home, Siliguri, Ph. 8967958717. (C/121193)

■ Shop for Rent- Ashrampara, Siliguri-120 sq.ft. M : 9832532836. (C/121194)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

ব্যক্তিগত

■ প্রমাণ সহ সকল সমস্যার গোপনে অনুসন্ধান ও আইনি সাহায্য, সর্বভারতীয় প্রাচীন পেশাদার (EX-CID) গোয়েন্দা সংস্থা, INSIGHT-9830134972. (K)

বিক্রয়

■ NBMC/Alphonsa স্কুলের পাশে জমি প্লট করে বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতারাই যোগাযোগ করুন। M : 8927402770. (K/D/R)

■ শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়া রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল নঃ 9902547711. (C/121614)

বিক্রয়

■ 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়, (শিলিগুড়ি) হাউজিং মাঠের দুর্গা মন্দিরের পাশে। (দালাল নহে)। M : 9832256562. (C/121360)

■ 3 storey building, sale Siliguri. Ward-21. No broker 9475781447. (C/121391)

■ শ্রীমা সরণি নিউ পাল পাড়ায় 2nd ফ্লোরে 950 ও 860 এবং 3rd ফ্লোরে 860 sq.ft ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 9239032149. (C/113762)

■ First floor 870 sqft 2 BHK flat for sale in North Bharat Nagar near Tarun Tirtha Club. Ph : 9434377864. (C/121270)

■ জলপাইগুড়ি বাবুপাড়ায় থানা থেকে ১ মি ঃ, পূর্ব-দক্ষিণ খোলা G+3 বিল্ডিং-এর চারতলায় ৭৬৫ sq.ft., 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। লিফট ও বাইক রাখার সুবিধা আছে। M : 9635838878. (C/120883)

■ জলপাইগুড়ির মহোন্তপাড়ায় বাড়ির 1st. floor-এ 3 রুমের Flat বিক্রয় করব। M : 9002735112. (C/121610)

■ রাঙাপানি রেলগেট থেকে 1 Km-মধ্যে 2.5 বিঘা রেজিস্টার জমি একসাথে/প্লটে বিক্রি হবে। M : 9800700453. (K/D/R)

■ ডাবগ্রাম পলিটেকনিক কলেজের কাছে চওড়া রাস্তার ধারে ২ কাঠা ৮ ছটাক জমি বিক্রি হবে। (দালাল নিষ্প্রয়োজন) M : 8918976870. (C/121194)

■ শিলিগুড়ি, Subhas Pally-তে এক কাঠা জমি বিক্রয়। M : 9434011008. (C/121194)

■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট (2nd ফ্লোর) গ্যারাজ সহ/ছাড়া বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- 9635122815. (C/120889)

■ জলপাইগুড়ি হলিচাইল্ড স্কুলের পিছনে ৬ কাঠা জমির উপর তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ক্রেতা M.No. 7477391516. যোগাযোগ করিবেন। (C/121195)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল অফিস কাজের জন্য কম্পিউটার জানা মহিলা আবশ্যক। (M) 98009 85059. (C/121198)

■ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ফিল্ডওয়ার্ক ছেলে প্রয়োজন (কাজ : বিল সংগ্রহ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যাক অফিসের কাজ ইত্যাদি)। বেতন : 16K+বোনাস+খাবার। (নিজস্ব বাইক আবশ্যক), বয়স : ৩০+। (M) 99320-20008. (C/121196)

■ সত্বর সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। ১২০০০/- (থাকা ও খাওয়া) M : 9832590404/ 9474332189. (C/121392)

■ Require : (A) Salesman for H/w Shop. (B) Civil Engineer. (C) Office Assistant with knowledge in MS Word, MS-Excel. 9434498470. (C/121194)

■ Wanted M/F office executives for official jobs at Siliguri. WhatsApp your Bio-Data to 9775273451. (C/120669)

কর্মখালি

VACANCY FOR RECEPTIONIST & WAITER

■ Interview Everyday, time 11 A.M. - 1 P.M. Address - Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 90835 36619. (C/121195)

WALK IN INTERVIEW
ON 20 & 21/ 04/ 26
Modern Commercial Corporation Siliguri
M: 9775155331/9775922228
e-mail : kcs.mccslg@gmail.com
For Post of :
1) Counter Sales – Qualification – HS or above with Good handwriting
2) Skilled Computer operator Male/Female-Graduate-commerce/science/arts
3) Sales Executives: Should have own bike – HS or above

Recruitment
Bengal Agro Industries- Experienced Sales Person জেলাভিত্তিক নিয়োগ হবে, অতি সত্বর Biodata সহ যোগাযোগ করুনঃ- Email :- bengalagroservices@gmail.com Mobile No :- 9153700700 (Basic Salary+T.A+D.A+Extra Commission) (20000/- to 45000/-)

কর্মখালি

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের : পরিশ্রমী লোক চাই। (S) : 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/121196)

NOW RECRUITING
WE ARE HIRING!
Join Our Reputed Hospital in Siliguri
•TRUSTED •CARING •GROWING
POSITIONS OPEN FOR
STORE KEEPER – Inventory & Supply management
FLOOR INCHARGE – Ward Supervision & Cordination
SENIOR RECEPTIONIST – Front Desk & Patient Registration
PHARMACY SALES EXECUTIVE – Dispensing & Pharma Sales Support
RADIOLOGY TYPIST & ASSISTANT – Radiology Reporting & Diagnostic Support
SENIOR OT TECHNICIAN – Operation Theater & Surgical Support
SECURITY GUARD – Facility Safety & Access Control
NICU TECHNICIAN – Neonatal Intensive Care Unit Support
OPD DOCTOR ASSISTANT – Outpatient Dept, Clinical Support
APPLY NOW
career@nrkss.com
+91 86955 02197

UTTAR BANGA SAMBAD
The largest circulated newspaper in North Bengal
is looking for a
SENIOR ACCOUNTANT
at Siliguri
Must be conversant with preparation of Final Accounts, Balance Sheet, Tally, Online Banking, GST, ESI, PF and other statutory online and offline filings.
Must be resident of Siliguri
Salary as per qualification and experience.
Interested candidates may send their detailed CV to
jobs.uttarbanga@ gmail.com
within 26 April, 2026

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জিতলে ভাঙড়কে সব দেবেন মমতা
অধীর-মোদি ডিলের অভিযোগ ৫

রংদার
বৈশাখী হাওয়ায় ভোট-উৎসব বঙ্গে। গমগমে মাইক, উত্তাল মিছিল, জনসমাবেশ, দেওয়াল লিখন, রোড শো, নেতাদের প্রতিশ্রুতি— মহানগর থেকে গ্রাম কিংবা চা বাগান ছবিটা সর্বত্র একই।
ভোটের হাওয়ায় লাগল নাচন
১১ থেকে ১৩-র পাতায়

হরমুজে ভারতীয় জাহাজে গুলি ১৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২২°	৩৩°	২২°	৩৩°	২৩°	৩৩°	২১°

মহিলা বিল নিয়ে চড়া সুর বিরোধীদের ১৪

শিলিগুড়ি ৫ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 19 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 329

জাতির কাছে বিরোধীদের নিন্দা

পাপের শাস্তি পাবে কংগ্রেস, মন্তব্য মহিলা বিল পাশে ব্যর্থ মোদির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : জাতির উদ্দেশে বেনজির ভাষণ। শুধুমাত্র বিরোধীদের সমালোচনা করার জন্য ওই ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভায় অনুমোদিত না হওয়ার জন্য বিরোধীদের দাঁড় করালেন মহিলাদের কাঠগড়ায়। বিলটি পাশ না হওয়ার জন্য দেশের মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। বেনজিরভাবে কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ করলেন অনেকবার।

অভিশাপ দেওয়ার ঢংয়ে মহিলা বিল পাশ না করতে দেওয়াকে পাপের সঙ্গে তুলনা করে মোদি বলেন, 'পাপের শাস্তি পাবে কংগ্রেস।' মহিলা সংরক্ষণ বিলের ওপর ভোটাভুটিতে হারের অনিবার্যতা কেন্দ্রের অজানা ছিল না। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল যেভাবে বিরোধীদের নিশানা করেছে তাতে স্পষ্ট, মহিলা সংরক্ষণ বিলটিকে মোক্ষম রাজনৈতিক হাতিয়ার করাই ছিল উদ্দেশ্য।

শনিবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি অভিযোগ করেন, দশকের পর দশক যারা নারীদের অধিকার আটকে রেখেছিল, তারা আবার নারীশক্তির উত্থানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি সমালোচনা করেন তৃণমূলেরও। তাঁর ভাষায়, 'তৃণমূলের কাছে বাংলার মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তারা সেই সুযোগ হারিয়েছে।' 'ইন্ডিয়া' জোটের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ 'কংগ্রেস ও তার শরিকরা দেশের ভ্রূণহত্যা করেছে। তারা সংবিধানের অপরাধী। নারীশক্তির অপরাধী।'

দেশের মা-বোনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের স্বপ্নকে নির্মমভাবে পিষে ফেলা হয়েছে।' বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'দলের স্বার্থ দেশহিতের থেকে বড় হলে নারীশক্তিকে তার ফল ভুগতে হয়। এবার তাই হল। কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল আর সমাজবাদী পার্টির মতো দলগুলির সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য দেশের নারীশক্তিকে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।'

বাধা এলেও সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর বলেও ঘোষণা করেন মোদি। তিনি বলেন, আমি দেখে খুব কষ্ট পেলাম যে, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় পরিবারতান্ত্রিক দলগুলি খুশিতে তালি দিল। মহিলাদের অধিকার কেড়ে মজা পাচ্ছিল। মহিলারা সব ভুলে যান। কিন্তু অপমান ভোলেন না।'

কংগ্রেসের আচরণ দেশবাসীর মনে থাকবে বলে তাঁর মুখে ছিল সতর্কবার্তা। তাঁর কথায়, 'মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করে যে পাপ এরা করেছে, তার সাজা অবশ্যই পাবে। সংবিধান নির্মাতাদের ভাবনারও অপমান করা হয়েছে। এর সাজা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।'

কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি অবশ্য মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে যাওয়াকে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এটা কেন্দ্রের জন্য কালো দিন। মহিলাদের নাম নিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।' লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি তামিলনাড়ুতে বলেন, 'রাজ্যগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না।'

অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকারের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে।' জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি সবথেকে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা সংস্কার বিরোধী দল। একবিংশ শতাব্দীতে দেশ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কংগ্রেস তার সবগুলির বিরোধিতা করেছে।'

জন-ধন, ডিজিটাল পেমেন্ট, তিন তালাক, ৩৭০, ইউসিসি, এক দেশ এক ভোট, এসআইআর, সিএএ, ওয়াকফ বোর্ডের সংস্কার সহ সমস্তকিছুর বিরোধী বলে কংগ্রেসের সমালোচনা করেন মোদি। তাঁর যুক্তি, কংগ্রেসের এই রাজনীতির কারণে বিকাশের সেই উচ্চতায় এগোতে পারেনি দেশ। ভারতের স্বাধীনতার সময় আরও বহু দেশ স্বাধীন হয়েছিল। তারা এগিয়েছে, আমরা পারিনি।'

এরপর দশের পাতায়

শহরে দলে দলে অপরিচিতরা

'শিলিগুড়ি মে হি ছোড় দিজিয়ে...'

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বেরোচ্ছেন যাত্রীরা। শনিবার।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : উশকোখুশকো চুল, পিঠে ব্যাগ, পরনে টি-শার্ট, জিনস। চোখমুখ নির্লিপ্ত। শনিবার সকাল সওয়া ৬টা নাগাদ এমনই বেশ কয়েকজন তরুণকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) জংশন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। বাইরে বেরিয়ে এক টোটোচালককে তাদেরই একজনের প্রশ্ন, 'শিলিগুড়ি জানা হ্যায়। জায়েঙ্গে? (শিলিগুড়ি যাব। যাবেন?)' টোটোচালকের পালটা প্রশ্ন, 'হাঁ। লেকিন কাহা? (যাব। কিন্তু কোথায়?)' উত্তর নেই।

একে অপরের দিকে ওই তরুণদের কয়েক মুহূর্তের চাহনি বিনিময়। তাদেরই একজন বলল, 'লে চ্যালিয়ে না! শিলিগুড়ি মে হি ছোড় দিজিয়ে। (নিয়ে চলুন না! শিলিগুড়িতেই ছেড়ে দেবেন।)' খানিক বিরক্ত টোটোচালক কথা না বাড়িয়ে ওই তরুণদের কয়েকজনকে নিজের টোটোয় তুলে নিলেন। ওই টোটোর পিছনে আরও একটি টোটো তরুণদের আরেক অংশকে নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের দিকে রওনা হল।

এই তরুণরা কারা? স্পষ্টভাবে কারও জানা নেই। গল্পে গল্পে এক টোটোচালক জানালেন, এমন তরুণরা রোজই শিলিগুড়িতে আসছে। সবাই হিন্দিভাষী। এদিন তারা যেভাবে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হল, রোজই এমন ঘটনা ঘটছে। বিহার থেকে রোজই এভাবে অনেকে শহরে ঢুকছে। তাদের উদ্দেশ্য কী, তারা কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানা যাচ্ছে না। শুধু এনজেপি জংশনই নয়, শিলিগুড়ি জংশনেও একই ঘটনা ঘটছে। শিয়রে ভোট। তাহলে কি সেদিকে লক্ষ রেখেই নাশকতার উদ্দেশ্যে শহরে লোক ঢোকানো হচ্ছে? এমন একটা আশঙ্কা বেশ বড় করে মাথাচাড়া দিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিকের অবশ্য বক্তব্য, 'শহরের সমস্ত হোটেল, লজ সহ সর্বত্র নজরদারি রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় নাকা চেকিংও হচ্ছে। এখানকার ভোটার বা স্থায়ী বাসিন্দা নন, এমন লোকজনের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে।'

ভোটের প্রচারের জন্য মঙ্গলবারই শেষ দিন। তার আগে পরিকল্পনা করে শহরে বহিরাগতদের ঢোকানো হচ্ছে বলে আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। এদিন এনজেপি জংশনে যে তরুণদের দেখা গিয়েছে, তারা যে শিলিগুড়িতে প্রথমবার এসেছে তা তাদের হাবভাবেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে ব্যাগ, পোশাকও প্রায় একই। বাইরে বেরিয়ে আসতেই টোটোচালক রাজা এগিয়ে গিয়ে 'শিলিগুড়ি... শিলিগুড়ি...' বলে হাঁক দিলেন। ওই তরুণরা সংখ্যায় সাতজন ছিল। কথা এগোতেই রাজা বললেন, 'এ তো হিন্দিও নয়, মৈথিলি ভাষায় কথা বলছে।' কোথা থেকে আসছেন বলে ওই তরুণদের প্রশ্ন করা হলে উত্তর এল, 'দ্বারভাঙ্গা।' ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তাদের একজন বলল, 'আমরা কাজের সন্ধানে এসেছি।' তারপর ওই তরুণরা আর কথা বাড়াতে চায়নি। টোটোয় উঠে তারা তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়ে।

এরপর দশের পাতায়

ট্রাইবিউনালে চরম হয়রানি

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল পৌনে ছ'টা। কালনার বাসিন্দা ২৭ বছরের শবনম মণ্ডল তখন জোকায় হাইকোর্ট গঠিত ট্রাইবিউনালের গেটে পৌঁছেছেন। তাঁর চোখেমুখে ছয় ঘণ্টার ক্লান্তিকর যাত্রার ছাপ। বাড়িতে পাঁচ বছরের সন্তানকে তার দাদু-ঠাকুমার জিম্মায় রেখে এসেছেন। হারিয়ে যাওয়া ভোটাধিকার ফিরে পেতে এরকম লড়াই আরও অনেকের।

ভোটার তালিকা থেকে বাতিলদের পুনর্বিবেচনার আবেদনের নিষ্পত্তি করতে জোকায় কাজ শুরু করেছে ১৯টি ট্রাইবিউনাল। সেখানে পৌঁছে শবনম দেখলেন, গেটে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ছয়লাপ। কড়া প্রহরা। ভিতরে কাকপক্ষীর ঢোকার অনুমতি নেই আবেদনকারী দূরের কথা, তাঁদের আইনজীবীদেরও ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের ডাকা হয়েছে, তাঁরা অপেক্ষা করতে

ট্রাইবিউনালের শুনানিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি। শনিবার জোকায়।

করতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন। কখন ডাক আসবে, কেউ জানেন না।

ফলে ফের অনিশ্চয়তার মেঘ গ্রাস করছে শবনমের মতো লক্ষ লক্ষ আবেদনকারীকে। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ট্রাইবিউনালের ছাড়পত্র পেলে ভোট দিতে পারবেন বাতিল ভোটাররা। ২৩ এপ্রিল প্রথম ও ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট। দুই দফায় ভোট দেওয়ার জন্য ট্রাইবিউনালের ছাড়পত্র পাওয়ার শেষ সময় যথাক্রমে ২১ ও ২৭ এপ্রিল।

হাতে সময় মাত্র কয়েকদিন। অথচ জোকায় আইআইএম থেকে খানিকটা দূরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনে (এসপিএম-নিওয়াস) ১৯টি ট্রাইবিউনালে হয়রানির চূড়ান্ত হচ্ছেন অনেকে। শবনমের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় তাঁর দাদুর নাম ২০০২ সাল থেকে রয়েছে। কিন্তু দাদুকে 'লিংকেজ' হিসেবে ব্যবহার করে সাতজনের বেশি আত্মীয় আবেদন করায় তাঁর নাম ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

শবনমের আক্ষেপ, 'ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড সব আছে। কাজ করার জন্য ইন্দোরে থাকি বলে কি নিজের শিকড় হারিয়ে ফেলব? বাংলায় জন্মালে কি মানুষ অন্য কোথাও যেতে পারবেন না?' হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী অরিন্দম দাসের প্রশ্ন,

এরপর দশের পাতায়

দু'পক্ষের কথা কাটাকাটি গৌতমের বাড়িতে

রণজিৎ ঘোষ ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তঃকলহ মেটাতে গৌতম দেবকে হস্তক্ষেপ করতে হল। শনিবার দুপুরে তিনি দু'পক্ষকে বাড়িতে আলোচনায় ডাকেন। সেখানেও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় বলে সূত্রের খবর। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভয়া বসু চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমি ভোটের কাজ করব না। বিমানের টিকিট কেটে কলকাতায় চলে যাব।' গৌতমের পাশাপাশি কুন্তল রায়, অসীম অধিকারীও তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

পরে কুন্তল বলেছেন, 'একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ওই ঘটনা ঘটেছিল। এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। এদিন দুপুরে বসে মিটমাট করে নেওয়া হয়েছে। সবাই দলের হয়ে কাজ করবে। ভোটের পরে আবার এই ইস্যু নিয়ে বৈঠক হবে।'

ওই ঘটনায় প্রহৃত রতন শিকারির বক্তব্য, 'শনিবার দুপুরে আমাকে গৌতম দেবের বাড়িতে ডেকে অনেকক্ষণ বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমার পক্ষে দলের হয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ, এলাকাবাসী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছেন। এলাকার মানুষকে এখন বোঝাতে গেলে আমাকেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।'

২০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাদাস কলোনিতে পুরোনো তৃণমূল কর্মী সোমরাজ চক্রবর্তীর মোবাইল, সিম কার্ড বিক্রির দোকানের বাইরের অংশে তৃণমূল পোস্টার সেঁটেছিল। অভিযোগ, দোকানের বাইরে গ্রাহকদের ছবি তোলার জন্য কিছুটা জায়গায় সাদা রং করা হয়েছিল। সেখানেই তৃণমূল পোস্টার সাঁটে বলে অভিযোগ। সোমরাজ দলেরই একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই পোস্টার সাঁটা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। এরপরেই শুক্রবার রাতে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু সহ অন্য নেতা-নেত্রী সোমরাজের দোকানের সামনে পৌঁছান। সেখানেই ভোট প্রচারের নামে সোমরাজকে

- শুক্রবার রাতে তৃণমূল নেতাকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ
- দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা মেটাতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতমের বাড়িতে আলোচনা হয় শনিবার
- উত্তেজিত অভয়াকে শান্ত করার চেষ্টা করেন নেতারা, বোঝাপড়ায় নারাজ রতন

উদ্দেশ্য করে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ভোটের ফলাফল বের হওয়ার পরে সোমরাজকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। এরপরেই অভয়ার সঙ্গে সোমরাজ বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ঝামেলা দেখে ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল প্রার্থী রঘুনাথ শিকারির ছেলে রতন শিকারি সেখানে আসেন। রতন সোমরাজের পক্ষ নেওয়ায় কাউন্সিলারের উপস্থিতিতেই তাঁকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয় বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

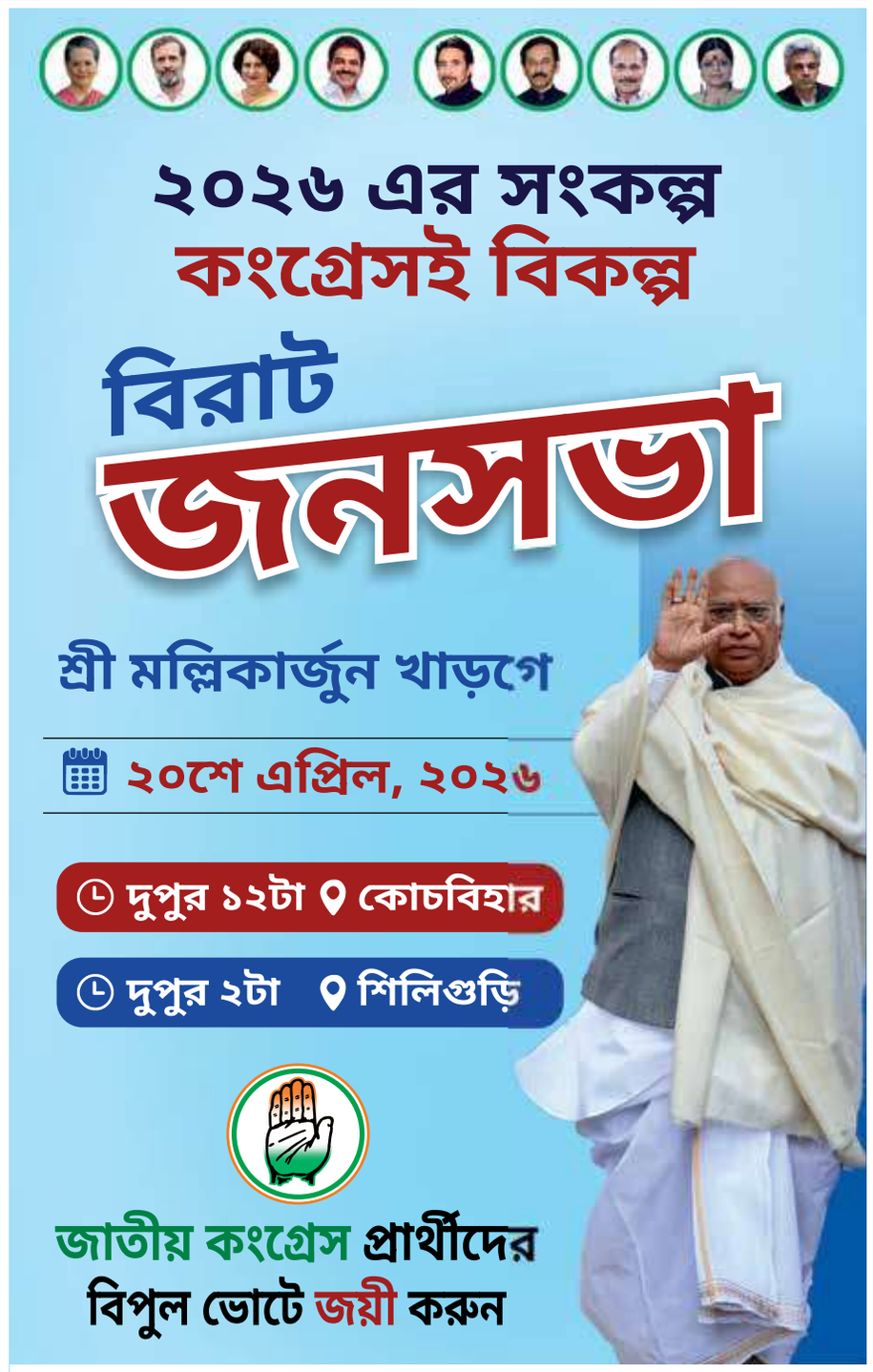

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যে কোনও কাজ নিয়ে চিন্তায় পড়তে হতে পারে। অতি আকাঙ্ক্ষা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি। বাড়ি সংস্কার করতে উদ্যোগী হওয়ার আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া ভালো। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে।

বৃষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। হঠাৎ কোনও লোভনীয় সুযোগ আপনার সামনে এলেও তা গ্রহণ করবার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি।

মিথুন : ভাইবোনদের সঙ্গে সপ্তাহের প্রথম ভাগ খুব ভালো যাবে। বহুদিনের কোনও পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। এ সপ্তাহে বাড়িতে অতিথি সমাগম। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় আসে তবে তা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানান। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসায় সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন পর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কে বিতর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও বুঝতে ভুল করে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। এ সপ্তাহে প্রিয়জনরা আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন। প্রেমের বিষয়ে সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ। চিকিৎসকগণ বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে পূরণ করতে পারবেন।

কন্যা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। সমস্ত ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে যাবেন না। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির সামনে নিয়ে যাবেন না।

তুলা : সামান্যতে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হলে চিন্তাভাবনা জরুরি। এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। অবিবাহিত কন্যার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা।

বৃশ্চিক : ব্যবসার কারণে সপ্তাহের শেষ ভাগে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন।

ধনু : সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। হৃদরোগীরা সামান্যতম সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে কোনও অপরিচিত লোকের উসকানিতে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণের অনুমোদন পেতে পারেন। কারও সঙ্গে কোনও পরিকল্পনা করে ঠকতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবরে মানসিক অশান্তি। মায়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অপত্যস্নেহে ব্যয় বাড়বে।

মীন : হঠাৎ কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এ সপ্তাহে অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। বাড়ির পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে অবশ্যই শামিল করুন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ২৯ চৈত্র, ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ৫ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৫।৫৫। রবিবার, দ্বিতীয়া দিবা ১।১৪। ভরণীনক্ষত্র দিবা ৯।২৫। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১০।৫৫। কৌলবকরণ দিবা ১।১৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৮।২৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।২ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।২৫ গতে চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১।১৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১।১৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।২ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২ গতে ২।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৯।২৫ গতে মুখ্যান্নপ্রাশন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৭।৩৩ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৩ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।০ মধ্যে।

কত্থক রপ্ত করে স্কলারশিপ অপ্সরার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল : ছোটবেলা থেকেই নৃত্যে খুব আগ্রহ ছিল আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া কালকূট বনবস্তির বাসিন্দা অপ্সরা এক্কার। শুরুটা হয়েছিল আদিবাসী ঘরানার নৃত্য দিয়ে। এরপর অপ্সরা কত্থক নৃত্য শেখে। আর তাতে পারদর্শী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে গেল সে। গত বছরের নভেম্বরে কলকাতায় এই স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল অপ্সরা। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের সিটিএসএসএস জুনিয়ার ন্যাশনাল স্কলারশিপের ফলাফল বের হয়। তাতে অপ্সরার নাম থাকায় স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি তার অভিভাবক, নৃত্যগুরু, স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সহ সকলে।

১৪ বছর বয়সি অপ্সরা নির্মলা গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি সে প্রায় পাঁচ বছর ধরে কত্থক শিখছে আলিপুরদুয়ারের রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। তবে কত্থক শেখার আগে অপ্সরা আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান করত। অপ্সরার বাবা বুধুয়া এক্কা আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি নাচের দলের লিডার। একদিন ওই বনবস্তিতে কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখে অপ্সরার এতটাই ভালো লেগে যায় যে, তা রপ্ত করেই ছাড়ে। অপ্সরা জানাল, নাচের ক্লাস বাদে রোজ ১ ঘণ্টা নিজেই অনুশীলন করে থাকে। কত্থক নিয়ে ভবিষ্যতে এগোনোর ইচ্ছে রয়েছে। তার সংযোজন, 'এরকম একটা সুযোগ পাব ভাবতে পারিনি। আরও ভালোভাবে নাচ শিখব ও পরিবেশন করব।'

অপ্সরা এক্কা।

অপ্সরার বাবা বলেন, 'ওর সাফল্যে আমরা খুবই খুশি। কত্থক নৃত্য খুব ভালোভাবে শিখছে ও। এই স্কলারশিপ ওকে আরও এগিয়ে দেবে। আমাদের দলের অনুষ্ঠানেও মাঝেমধ্যে যোগ দেয়।' নৃত্যগুরু দেবজয়া সরকারের মন্তব্য, 'আমরা কালকূট বনবস্তিতে গ্রাম-শহরের মেলবন্ধন বলে একটা অনুষ্ঠান করতাম। সেখানে অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করত। এরপর কত্থক নৃত্য দেখে খুব ভালো লেগে যায় ওর এবং শেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে। নাচের ক্ষেত্রে খুবই পরিশ্রমী ও মনোযোগী। আমরা খুবই খুশি। জীবনে আরও উন্নতি করুক।'

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, ২৫, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, গানে বিশারদ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9382435745. (C/121615)

■ সুশিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের সুন্দরী কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা হচ্ছে, কন্যার বয়স 31+, Ph.D., 5'-4", নম্র, ভদ্র, ফর্সা, সুন্দরী, মাঙ্গলিক, দেবারিগণ, মা (মৃত), বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্র অবশ্যই শিলিগুড়ির বাসিন্দা হতে হবে, নিজস্ব বাড়ি থাকা আবশ্যক, বেকার বা স্বল্প আয় হলেও চলবে, ছোট পরিবার পিতা বা মাতা একজন বা দুইজন অথবা না থাকলেও গ্রহণযোগ্য, পাত্রের উচ্চতা ৫'-৮"-৬' এর মধ্যে ভদ্র ও সৎ, সুন্দর, দায়িত্বশীল হওয়া আবশ্যক। শিলিগুড়ি গ্রহণযোগ্য। 9475444699. (C/121194)

■ বারুজীবী 28, 5', দেবারি, তুলা, M.A. পাশ। পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। দাবিহীন। অন্য কাস্ট চলিবে। মাঙ্গলিক কাটানো। Ph - 7427986228. (C/121630)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী সম্মানিত কায়স্থ পরিবারের সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সুসংস্কারী কন্যা, MD মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বয়স 32, উচ্চতা 5'-4", সমমানের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8967117963. (C/121194)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবারিগণ, ২৬+/৫'-৩½", ফর্সা, গানে বিশারদ, GNM Staff Nurse, বাবা Central Gov. Teacher, ভাই MBBS Final year, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে সরকারি পাত্র চাই। যোগাযোগ-9832461464. (C/113763)

■ ব্রাহ্মণ, 31, Ph.D. রত (শিক্ষিকা) পাত্রীর জন্য অধ্যাপক/অফিসার/ব্যাংক/উপযুক্ত সরকারি কর্মী পাত্র চাই। ম্যাট্রিঃ নয়। (P) 9002875953. (C/121612)

■ বারুজীবী, B.A., 26/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর উপযুক্ত অনূর্ধ্ব 33, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9883587345. (S/C)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/121615)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 33/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/120165)

■ বয়স 40, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, হাইস্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9830241426. (K)

■ কুলীন ঘোষ, M.Com., 28/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য শিলিগুড়ি মধ্যে। 9641004651. (C/121193)

■ কায়স্থ, 36, M.A., B.Ed., 5'-4", পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635540357. (C/121619)

■ 27/5'-3", শিলিগুড়ি, S.D.Hos.-এ স্থায়ী চাকরি, P.G., প্রকৃত সুন্দরী, শিলিগুড়ির বাসিন্দা সঃ চাকুরে পাত্র চাই। 9614900795. (C/113754)

■ ঘোষ, 37 বৎসর, 5'-4", MBA, M.A., B.Ed., হায়দ্রাবাদে ব্যাংকে কর্মরতা, 15 L/A, শিলিগুড়ি বাড়ি। পাত্রীর জন্য হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 9932981552. (C/121177)

■ পাত্রী ঘোষ, B.Tech., 31/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিরত অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 7908768902 (11 A.M.-8 P.M.). (C/121378)

■ পূর্ববঙ্গীয় Brahmin, 27+/5'-5", MBA, দেবারিগণ, Bangalore-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক ফোনে যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474027606. (C/121272)

পাত্র চাই

■ 34/5'-2", দেবারি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, M.A., D.El.Ed., Pvt. স্কুলে শিক্ষিকা, উঃ বঃ নিবাসী মাঙ্গলিক (প্রতিকার করা) পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ job, ব্যবসায়ী, উঃ বঃ নিবাসী পাত্র কাম্য। 9242570631. (C/121319)

■ কায়স্থ, ৩১ বৎঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত Bank Officer পদে কর্মরতা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রীর জন্য সুচাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8172025967. (C/121386)

■ কুণ্ডু, 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8116306079. (C/121393)

■ কুণ্ডু, 28/5'-1", ফর্সা, M.A., পাত্রীর প্রঃ ব্যবসায়ী/সঃ চাকরি/ইঞ্জিনিয়ার/প্রফেসর উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 6296007814. (C/121398)

■ অবসরপ্রাপ্ত (সঃ) পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, পাত্রী 5'-2", B.A. Comp. (Dip.), 30 বৎসর, পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। Mob : 9434352445. (C/121379)

■ SC, 26+/4'-6", B.A., B.Ed. পাশ পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 9832231917. (C/121384)

■ শিলিগুড়ির উচ্চশিক্ষিত (জন্ম 24/10/93), 5'-1", আত্মনির্ভরশীল, সুন্দরী ও রুচিশীল পাত্রীর জন্য সুযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ : 8900096823, ম্যাট্রিমনি এজেন্সি যোগাযোগ করবেন না। (C/121394)

■ M.Sc., শিলিগুড়ি নিবাসী, 23, সুন্দরী, কায়স্থ, 5'-3", সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। 9832466374. (C/121397)

■ 30/5'-4", স্লিম, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট, গানে বিশারদ। শিক্ষিত ও পরিশীলিত পাত্র কাম্য। Ph : 6295512314. (C/121601)

■ পূর্ববঙ্গ, ক্ষত্রিয়, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা, 31+/5'-2", পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী অনূর্ধ্ব 37 পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (K)

■ পাত্রী রাজবংশী, ৩২/৫'-৩", সুমুখশ্রী, NIFT ডিজাইনার, দিল্লীতে কর্মরতা। একমাত্র সন্তান, উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 6297964368. (C/120886)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, ৩৬ বৎসর, ৫'-১", M.A. পাশ, ঘরোয়া, উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, ভদ্র, ৪০-৪২ বৎসরের মধ্যে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি অগ্রগণ্য। বিবাহ সংস্থা নহে। সত্বর বিবাহ। Ph : 9434954503. (C/120879)

■ মালবাজার নিবাসী, 27+/5'-2", কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। (M) 8250448826. (B/B)

■ কায়স্থ, 5'-2", বাবা-মা শিক্ষক, M.A. (Eng.), B.Ed., উচ্চশিক্ষিত, স্বঃ/অসঃ 33-37 মধ্যে উপযুক্ত চাকুরে পাত্র কাম্য। 9832656164. (C/121621)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুদর্শনা, 30/5'-4", রেলে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ চাকুরে। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/121624)

■ কায়স্থ ঘোষ, 5'-4"/27+, M.A. (Eng.), গান জানা পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7076195015. (C/120167)

■ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, 36/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই, জলপাইগুড়ির মধ্যে। (M) 7076195015, 9434179701. (C/120166)

■ পাত্রী কর্মকার, 23/5 ft., MBA পাঠরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9800106052. (C/121194)

■ 23/5'-2", B.Sc., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt./ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/121196)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বৈশ্য, কাশ্যপ, দেব, কর্কট, 28/5'-2", M.Sc., B.Ed., চাকরিরত/সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই, স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। (M) 9475089321. (C/121194)

■ বারুজীবী, মাঙ্গলিক, একমাত্র কন্যা, ৩০/৫'-8", B.Sc., MSW, Pvt.-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিকটস্থ সুপাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-8759549871. (C/121194)

■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, জেনারেল, দেবগণ, কুণ্ডু, 27/5'-2", নম্র, ভদ্র, মার্জিত, সুশ্রী, পরিষ্কার, M.A. (Eng.), B.Ed., একমাত্র কন্যা। মধ্যবিত্ত পরিবার, পিতা ব্যবসা, মাতা হাইস্কুল শিক্ষিকা। উদারমনস্ক, ভদ্র, শিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9002665112. (C/120888)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-1", কায়স্থ, সুশ্রী, M.A., D.El.Ed., একমাত্র সন্তান, সরকারি অফিসে অস্থায়ীপদে কর্মরত পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8768970328. (B/B)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121196)

পাত্র চাই

■ শিক্ষিত পরিবার, পাত্রী সরকারি ডাক্তার, 38/5'-4", সুশ্রী, Slim, সাংসারিক। 45 অনূর্ধ্ব উচ্চশিক্ষিত, সুউপায়ী, নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734423527, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/121196)

■ 26/5'-3", M.Sc., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এরূপ পাত্রীর জন্য Govt./ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/121196)

■ 30 বছর বয়সি, গভঃ স্কুল শিক্ষিকা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য ভালো ব্যবসায়ী, গভঃ, প্রাইভেট, ভালো ইনকাম করা নেশাহীন পাত্র চাই। 9734488572. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৩+, M.Com. পাশ ও গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৬+, পাত্রী ব্যবসায়ী (নিজস্ব বিউটিপার্লার), পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121196)

■ 50/5fit. B.A. Pass, Divorce পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8653224276. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্রী ৩৮+, ICDS পদে চাকরিরতা। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121196)

■ ময়নাগুড়ি, মধ্যবিত্ত, 22/5'-3", ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য ভালো, নেশাহীন উপযুক্ত পাত্র দরকার। 9733066658. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৭, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121196)

■ 27/5'-3", B.A. Pass, সুন্দরী, রেলে কর্মরত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/121196)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৮, উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, প্রাইভেট স্কুল, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। (M) 9242295120. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার পদে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/121196)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 41/5 ফিট 6", জলপাইগুড়িতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক 2011, যোগ্য পাত্রী চাই। 9733631106. (C/121626)

■ অধ্যাপক, ডঃ, ৫'-৮"/৩৪, কায়স্থ, তুলা, ভিনরাজ্যে কর্মস্থল। শিলিগুড়িবাসীর একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রীর বাবা-মায়েরা যোগাযোগ করুন। (M) 9733300200.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৩, M.Tech., PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, ইস্যু গ্রহণযোগ্য। 8637896519. (C/121615)

■ কায়স্থ, সচ্ছল পরিবার। পারিবারিক ব্যবসা। শিলিগুড়ি/সংলগ্ন, অনূর্ধ্ব ২৫, ভদ্র, সংসারী পাত্রী চাই। 9474026547. (C/121611)

■ পাত্র দাবিহীন, 38/5'-6", B.A., বেঃ সঃ কাজ ও অন্যান্য সহ মাঃ আয় 35K, শিলিগুড়ির আশপাশে গরিব, সাধারণ, 32-35, সুশ্রী, B.A. পাত্রী চাই। 9064587607. (C/121380)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এ উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/121615)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, B.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 9242547789. (C/121615)

■ বৈদ্য, 33+/6', Engineer & MBA, MNC-তে কর্মরত, অনূর্ধ্ব 27, উচ্চশিক্ষিত, বৈদ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 7908445055, 5 P.M. - 10 P.M. (C/121390)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, নিজস্ব (Auction) ব্যবসা, 5'-7", মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/121617)

■ পাত্র EB, কায়স্থ, কলকাতা, 34/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 28, EB পাত্রী চাই। চাকরিরতা চলবে না। 9903870011. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, বেঙ্গালুরু MNC-তে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, 32 বছর, 5 ফুট 10 ইঞ্চি, ফর্সা, সুন্দরী, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। মোঃ 8337836673. (C/121618)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MCA পাশ ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121196)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২, H.S., সুদর্শন, বাবা ও পুত্র প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, H.S./B.A. পাশ, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, নরগণ, B.Com., 38/5'-8", প্রাঃ জব, এক ছেলে, নিজস্ব বাড়ি, ব্যবসা, ভদ্রস্থ পরিবারের পাত্রী চাই। (M) 7029466672. (C/113751)

■ বারুজীবী, 35/5'-7", B.A., প্রাইভেট অ্যানিমেশন শিক্ষক, ফালাকাটায় নিজস্ব জমি-বাড়ি-দোকান, একমাত্র পুত্র, সচ্ছল পরিবারের দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9064210023. (C/120162)

■ বৈশ্য, 32+/5'-4", সরকারি H.S. স্কুল শিক্ষক পাত্রের সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9932454236. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, B.Com. (Hons.), 37/5'-5", প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৪ পাত্রী চাই। (M) 9474383862. (C/121377)

■ শিলিগুড়িবাসী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর পুত্র (৩০), বিটেক, তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, শিক্ষিত, চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ২৭, কায়স্থ পাত্রী চাই। কোনও মাধ্যম নয়, সরাসরি যোগাযোগ-৯৪৭৫৫৩৩৯২৭. (C/121387)

■ সাহা, 44/5'-5", M.A. Pass, শিলিগুড়ি Pvt. Job, ভাড়াবাড়ি (বর্তমান), এরূপ পাত্রের জন্য 33 থেকে 38-এর মধ্যে মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-8001871079 (7.30 P.M.-10.30 P.M.), (ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন)। (C/121400)

■ ময়নাগুড়ি, জেনারেল, 5'-9", MCA, জন্ম 31.3.1992, SBI-তে কর্মরত পাত্রের সুশ্রী, শিক্ষিতা, মানানসই জেনারেল পাত্রী কাম্য। কেবল অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। (M) 9641250953. (S/C)

■ পাত্র 30+ বছর, প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত, ঘরোয়া পাত্রী (বয়স 25 থেকে 28-এর মধ্যে) চাই, H.S. পাশ হলেও চলবে, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। 9641722782. (C/121382)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", BE, সরকারি ব্যাংককর্মী, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। 9476358685. (C/121395)

পাত্রী চাই

■ Wanted Bride for Bengali, Hindu Groom, Mahishya, 26 years, 158 Cm height, B.Tech., working in MNC, 15 LPA. Service holder bride preferred. Caste and mother tongue no bar. Contact : (M) 9871469125. (C/121396)

■ 45/5'-6", RBI Bank-এ কর্মরত, মুসলিম পাত্রী চাই। ডিভোর্সি ও কুমারী চলবে। (M) 7865965615. (C/121608)

■ ব্রাহ্মণ, MBBS, CAL WBHS MD (PGT), কোচবিহার নিবাসী, ৩৪+/৫'-৬", পাত্রের জন্য আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক মনস্কা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা ২৯ পাত্রী চাই। (Non professional). (M) 9474061782. (C/120667)

■ কায়স্থ, 44/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 46+এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258. (C/A)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, 35+/5'-7", M.A., দেবগণ। শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে। একমাত্র সন্তান। উল্লিখিত পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। (M) 9775474834, 8927550360. (C/120885)

■ চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী চাকরি, ৪০, কায়স্থ, দেবগণ, নেশাহীন, ডিভোর্সি, একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। মোঃ ৯৮৩২৪২২০২২. (C/121609)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36+/5'-1", উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, একমাত্র পুত্র। লজের ম্যানেজার। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811. (S/N)

■ পূঃ বঃ দেবনাথ, উঃ দিনাজপুর, বয়স ৩০, উচ্চতা ৫'-৬", MBA, B.A.(Hon.) English, নিজ ব্যবসা। দাবিহীন, 20-25, দেবনাথ, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9851892091. (S/N)

■ কায়স্থ, ৩৭/৫'-৭", এমএ ডাবল, ডিএলএড, একমাত্র ছেলে, কন্ট্রাকচুয়াল হাইস্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিক পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, জেনারেল কাস্ট পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9800902443, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা। (N/M)

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 45, অবিবাহিত, উচ্চতা 5'-8", অনূর্ধ্ব 38 পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9242542940. (C/121620)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালে ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪ শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/121622)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 32/5'-5", B.Tech., IT সেক্টর 15LPA, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি বা আশপাশে চাকরিরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9431788190. (C/121194)

■ কায়স্থ ঘোষ, 33+/5'-6", B.Com., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। নেশাহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য স্নাতকস্তরের ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9126136770. (C/121194)

■ ৩২, কায়স্থ, ৫'-৫", এরিয়া ম্যানেজার ফার্মা কোঃ, বাবা পেনশনার, মা হাইস্কুলের ক্লার্ক, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7384386399. (C/120887)

■ বারুজীবী পাল, 31/5'-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, হাটে নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুপাত্রী চাই। (M) 8337813342. (C/121195)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে গভঃ ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121196)

পাত্রী চাই

■ বয়স 50, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, সরকারি হাসপাতালে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-6296019989. (K)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, 88+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121196)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", M.Tech., Central Govt.-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ভালো পাত্রী চাই। 9734485015. (C/121196)

■ কায়স্থ, 32/5'-10", M.Sc., MBA, অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9330848518. (C/121196)

■ পাত্র সূত্রধর, 34/5'-4", BCA, কল্যাণীতে নিজস্ব ব্যবসা ও দোকান আছে মোবাইল ও অ্যাকসেসারি। পিতা Rtd. গ্যাজেটেড অফিসার (কেন্দ্রীয় সরকার)। দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, 5'-2"-3" পাত্রী চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। (M) 8617728233. (C/12194)

■ 31/5'-8", M.Sc., Ph.D., ময়নাগুড়ি নিবাসী, Posting শিলিগুড়ি Govt. কলেজ প্রফেসর পদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য যোগ্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 8016232769. (C/121196)

■ 31/5'-8", উচ্চশিক্ষিত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/121196)

■ 36/5'-9", B.Tech., MNC উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/Widow পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 8116521874. (C/121196)

■ 45/5'-6", MBA, Divorce, Govt. Bank Scale-III Officer, শিলিগুড়ি নিবাসী, এরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত অবিবাহিত/Divorce পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/121196)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২, ফুড সাপ্লাই অফিসার, পিতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/121196)

■ কায়স্থ, 28+/5'-6", Software Engineer, (B.Tech.) MNC Kol.-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। ফোন নং-8250532355, 9476281114. (C/121196)

■ EB, কায়স্থ, 36/5'-11", সুদর্শন, 50,000 PM, 18-32, সুন্দরী পাত্রী চাই, নিম্নবিত্ত চলবে। 9475375158. (C/121623)

■ 34 বছর, 5'-6", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কাজ করে পাত্রের জন্য সুন্দরী, 23-27 পাত্রী কাম্য। 8250589468. (C/121625)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮+, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে ইঞ্জিনিয়ার। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৭+, MBA পাশ করার পরে প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121196)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩১+, M.Com., MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121196)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121196)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121196)

পড়ুয়ার ঝাঁপ

খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাসে ফের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটল। ক্যাম্পাসের ৮তলা থেকে ঝাঁপ দেন আহমেদাবাদের ওই বাসিন্দা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসুস্থ অসিত

গরমে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন চুঁচুড়ার বিদায়ি বিধায়ক অসিত মজুমদার। নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানিয়েছেন, দেবাংশু ভট্টাচার্যের হয়ে প্রচারে বেরিয়ে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

হোটেলে নজর

ভোটের আগে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে ও গেস্টহাউসগুলির দিকে নজর রাখছে লালবাজার। কতগুলি হোটেল বিনা অনুমতিতে চলছে বা লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরিয়েছে তার তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছে থানাগুলিকে।

লুটে ধৃত ২

রাতের কলকাতায় মহিলাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুটপাট। লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের ডাকাতি দমন শাখা ও শেক্সপিয়র সরণি থানার যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন ২ জন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উত্তরে তৃণমূলে ধস : শমীক

‘একক শক্তিতে বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে এবার খাতাই খুলতে পারবে না তৃণমূল। সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি, শমীকের দাবি এবার একক শক্তিতেই রাজ্যে সরকার গড়বে বিজেপি। এবারের নির্বাচনকে তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াই হিসাবে না দেখে মা - মাটি মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হিসাবেই দেখা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এবার আর ‘চুপচাপ’ নয়, বরং ‘ব’লে কয়ে’ পদ্মফুলে ছাপ দিয়ে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে সিংহভাগ দখল করবে তারা।

রাজনৈতিক মহলের মতে, একুশের বিধানসভায় ৭৭টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা পেলেও সরকার গড়ার স্বপ্ন অধরা ছিল মোদি-শা’দের। তবে এবার লড়াইয়ের অভিমুখ বদলে দিতে চাইছে বিজেপি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯-এর লোকসভায় উত্তরবঙ্গের ৮টি আসনের মধ্যে ৭টি এবং ২০২১-এর বিধানসভায় ৩০টি আসন জিতেছিল গেরুয়া শিবির। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকেও উন্নয়নের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ রয়েছে, তা বুঝেই এবার সংকল্প পত্রে রাজ্য ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে

কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে শমীককে স্মারক। শনিবার।

বিশেষ প্যাকেজের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে গেরুয়া শিবিরকে। একইসঙ্গে বিজেপির চার্জশিটে উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ফের সরব হতে হয়েছে বিজেপিকে। নবান্নে ক্ষমতা দখলে এবারেও অন্তত ১৭০ আসন জেতার দাবি করেছেন অমিত শা। কিন্তু কোন অঙ্কে বিজেপি ৭৭ থেকে ১৭৭-এ পৌঁছাবে, এদিন সে বিষয়ে খোলসা না করলেও শমীকের দাবি, ‘এবার বিজেপি কি করেছে সেটা মানুষের কাছে বিবেচ্য নয়। এই ভোট রাজ্যের মা মাটি মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই। বিজেপি উপলক্ষ মাত্র। ‘১৯ এর সঙ্গে যেমন ‘২১ এর কোনো মিল নেই। তেমনি ২৪ এর লোকসভা ভোটের সঙ্গেও ২৬ এর তুলনা করা যায় না। কারন, ‘২১ শে ছিল ‘চুপচাপ পদ্মে ছাপ’, আর এবার বলে কয়ে পদ্মে ছাপ’। মানুষ এবার তৃণমূলকে তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েই বিজেপি সরকার গড়বে।’

বিজেপির অন্দরের খবর, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৪০টিতে জেতার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন শা। এর সাথে জঙ্গলমহলের ২৫টি আসন যোগ হলে ম্যাজিক ফিগারের পথ প্রশস্ত হবে। তবে, তৃণমূলের ভোট কুশলি সংস্থা আই প্যাকের মতে, উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে ৪০ এর নিচে আটকে রাখতে পারলে ১০০ আসন পার করা কঠিন হবে।

তবে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এসআইআর আতঙ্ক। ২৬ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ লুকাননি শমীকও। নির্বাচন কমিশনের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমরা কমিশনের কাজে সন্তুষ্ট নই। কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে না বসে রাজ্যে আসুন। ২৬ লক্ষ মানুষের সমস্যার নিষ্পত্তি করেই ভোট হোক।’

দুর্নীতি আর অপশাসনের জনরোষকে হাতিয়ার করলেও শেষ পর্যন্ত মেরুকরণের রাজনীতিতে বিজেপি তৃণমূলকে সুবিধা করে দিচ্ছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু সঙ্ঘ পরিবার এবং অমিত শার কাছে বাংলা জয় এখন ‘অগ্নিপরীক্ষা’। বাংলা জিততে না পারলে তার প্রভাব পড়বে বিজেপির জাতীয় রাজনীতিতে। তাই নিজেদের দাপট বজায় রাখতে এবার বাংলা জয়ই পাখির চোখ শার।

জীবন সংগ্রাম... কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।

শওকতকে জেতাতে মরিয়া মমতা

অধীর-মোদি ডিলের অভিযোগ অভিষেকের

ভাঙড় ও মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিল : পাঁচ বছর আগে রাজনীতিতে নবাগত বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী নৌশাদ সিদ্দিকীর কাছে ভাঙড় হারিয়েছিল তৃণমূল। সেই ক্ষত নিরাময়ে এবার নৌশাদের বিরুদ্ধে শওকত মোল্লাকে প্রার্থী করেছে জোড়াফুল। কিন্তু তারপরও ভাঙড় পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ভাঙড়ের ভোজেরহাট ফুটবল মাঠের এক জনসভা থেকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিলেন, শওকত মোল্লাকে জেতালে ভাঙড়বাসী যা চাইবেন তাই দেব।

মঞ্চে শওকতের হাত ধরে তিনি বলেন, ‘আমার খুব প্রিয় প্রার্থী শওকত মোল্লা। আমার কলকাতার সামনে ওকে দাঁড় করিয়েছি কারণ, আমি ভাঙড়ের জন্য অনেক কিছু করতে চাই। শওকতকে ভোট দিন, ভাঙড়বাসী যা চাইবেন তাই করে দেব।’ নিজের নিরাপত্তা শওকতের জন্য উজাড় করে দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বলেন, ‘শওকত মোল্লাকে খুন করতে চায় ওরা। বিজেপিকে বলে ওর সিকিউরিটি তুলে নিতে চায়। আমি সব খবর রাখি। তেমন হলে আমার সিকিউরিটি শওকতকে দিয়ে দেব। আমার সিকিউরিটির দরকার নেই।’ ক্যানিং পূর্ব থেকে সরিয়ে শওকতকে এবার ভাঙড়ে এনেছে তৃণমূল। আসন বদলের বিষয়টি মন থেকে মেনে না নিলেও ভোটের প্রচারে কোনও খামতি রাখছেন না তিনি। তাঁর সেই ক্ষোভ প্রশমনে মমতা এদিন একাধিকবার শওকতের নাম নেন। তিনি বলেন, ‘আমি ডান হাত হলে শওকত আমার বাম হাত। আমি ইচ্ছা করেই ক্যানিং থেকে শওকতকে নিয়ে এসেছি। আমাকে যেভাবে শওকত বলবে, বাহারুলকে নিয়ে সেইভাবেই কাজ করব। ওকে আমি খুব ভালোবাসি।’

অন্যদিকে এদিন মুর্শিদাবাদের লালবাগে একটি জনসভা থেকে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোপন আঁতাতের অভিযোগ তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘অধীর চৌধুরীকে যে পুলিশ পাহারা দেয় অমিত শা-কে সেই একই পুলিশ পাহারা দেয়। সাংসদরা হেরে গেলে দিল্লিতে তাঁদের বাড়ি খালি করে দিতে হয়। এখনও পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর বাড়ি খালি করতে বলেনি। কেন? ডিলটা কী?’ অভিষেকের তোপ, ‘ইডি, সিবিআই আমি, আমার মা, বাবা, স্ত্রী, ১০ বছরের মেয়ে, ৫ বছরের ছেলে, আইনজীবী কাউকে ছাড়েনি। আমাদের গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে। আমরা মেরুদণ্ড বিক্রি করে আত্মসমর্পণ করি না।’

বামেদের ভোট চাইতে গিয়ে অধীরের বিরুদ্ধে সিপিএমের ওপর অত্যাচারের প্রসঙ্গও টেনেছেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ‘বামপন্থী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, ২৩ তারিখ ভোটটা কাকে দেবেন? অধীর চৌধুরীকে? যাঁর দুর্নীতির, অত্যাচারের সিন্ডিকেট যখন মধ্যগগনে ছিল, তখন সিপিএমের একের পর এক কর্মীরা অত্যাচারিত হয়েছেন এই জেলাতে। ২০১১ সালের পরে এখানে কোনও সিপিএম নেতা-কর্মীদের ওপরে অত্যাচার হয়নি।’ বাম জমানায় এই কেন্দ্রে সিপিএম কর্মীদের ওপরে কংগ্রেসের অত্যাচারের বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। এদিন ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে একটি রোড শোও করেন অভিষেক।

তিনি বলেন, ‘দুই বিধানসভার দায়িত্ব আমি নিলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের ফরাক্কা ব্যারেজের অব্যবহৃত জমি ফেরত নিয়ে গঙ্গা ভাঙনে ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জের ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেব।’

ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেলডাঙ্গা কাণ্ডে চার্জশিট দিতে ব্যর্থ এনআইএ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ৯০ দিন কেটে যাওয়ার পরেও চার্জশিট পেশ করতে পারেনি এনআইএ। তাই বেলডাঙ্গা কাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে ১৫ জন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করল এনআইএ’র বিশেষ আদালত। শনিবার ধৃত ৩৫ জনের মধ্যে ১৫ জনকে ১০ হাজার টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন দিয়েছেন বিচারক সুকুমার রায়। যদিও এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

চলতি বছরে জানুয়ারি মাসে

১৫ জন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর

ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অশান্তির সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়। দফায় দফায় ভাঙচুর, রেল অবরোধ, বিক্ষোভ চলে। আক্রান্ত হন সাংবাদিকও। ধরপাকড়ের পর পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। তবে চাপা উত্তেজনা ছিল।

শেষমেশ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার পায় এনআইএ। ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেপাজতে নেওয়া হয়। নিয়মানুযায়ী, ৯০ দিনের মাথায় চার্জশিট বা তদন্তের সাপেক্ষে প্রামাণ্য রিপোর্ট পেশ করতে হয়। কিন্তু এদিন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা করতে পারেনি এনআইএ। তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তদন্তকারীরা।

বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, ১৫ জন আপাতত নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে তাঁদের যোগাযোগের নম্বর জমা রাখতে হবে। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। প্রতিটি শুনানিতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। তবে অভিযুক্তদের বেলডাঙ্গা থেকে কলকাতায় আনা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেই জটিলতা এড়াতে তাঁদের কলকাতাতেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ২০ জন জেল হেপাজতে রয়েছেন।

আদালত সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই নিম্ন আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে এনআইএ। সোমবার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। চার্জশিট পেশ করার জন্য সময় চাইবে এনআইএ।

বিজেপিই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, দাবি শুভঙ্করের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : কখনও সঙ্গী তৃণমূল, আবার কখনও সমঝোতা বামেদের সঙ্গে। এই রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে কেন ধোঁয়াশা? দীর্ঘ ২০ বছর পর ২৯৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাই চলতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে মূল লড়াই কোথায়। শনিবার ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই রাজ্যের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি। আগামী ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের অনেক সমীকরণ বদলে যাবে। একবার ভোটবাক্স খুললে দেখবেন অনেক হিসেব বদলে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের। তৃণমূল অনেক পিছনে থাকবে।’ এমনকি রাজ্যের প্রেক্ষিতে ভাতা’র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও স্বীকার করেছেন প্রদেশ সভাপতি।

তৃণমূল ও বিজেপিকে এক গোত্রে ফেলে শুভঙ্কর দাবি করেছেন, ‘আরএসএসের রেগুলার ছাত্র বিজেপি, ডিসট্যান্স এডুকেশনের ক্লাস করে তৃণমূল।’ রাজ্যের নির্বাচনি প্রেক্ষাপটে মহিলা ভোটব্যাংক অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় বলেই স্বীকার করেন রাজনৈতিক দলগুলি। তাই

ভাতার প্রয়োজনীয়তা মানছে কংগ্রেস

তাঁদের ইস্তেহারে মহিলাদের উন্নয়নে ঢালাও প্রতিশ্রুতি বরাদ্দ থাকে। যদিও সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে থাকে ‘ভাতা’। একদিকে তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিজেপির ‘মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডে’ মাসিক ৩০০০ টাকা, এদিকে দুর্গা সম্মান হিসেবে কংগ্রেসও ২০০০ টাকা করে ‘সম্মান ভাতা’ ঘোষণা করেছে। তাহলে মহিলা ভোট ব্যাংক কাছে টানতে ভাতা’র গুরুত্ব কি অপরিসীম? শুভঙ্কর বলেন, ‘ভাতা’র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাকিদের সঙ্গে আমাদের ভাতা’র পার্থক্য রয়েছে। তবে আমরা টাকা বাড়ানোর কথা বলিনি। যথার্থভাবে তা ব্যবহারযোগ্য করার কথা বলা হয়েছে।’

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আশাপ্রদ বলেই কি দক্ষিণবঙ্গ সফর থেকে বিরত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি? শুভঙ্কর জানিয়েছেন, শ্রীরামপুরে তাঁর কেন্দ্রে প্রচারে আসবেন রাহুল। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ১৪ এপ্রিল তিন জায়গায় জনসভা করেছেন রাহুল। তারপরেও আরও তিন-চারদিন রাহুল ও প্রিয়াংকা গান্ধির যৌথভাবে ৩-৪টি সভা করার কথা ছিল।

অন্যদিকে আরজি কর কাণ্ড রাহুল ও প্রিয়াংকার টুইটের মাধ্যমে প্রথমে সামনে এসেছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের সঙ্গে এবং রাজ্য স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সমীকরণ আলাদা বলেই ফের মনে করিয়েছেন তিনি।

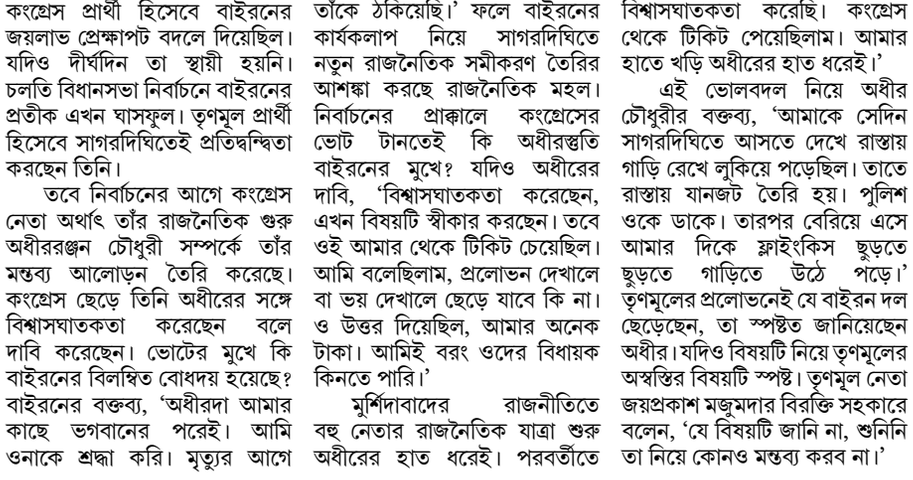

নির্বাচন ও জলগণ.... শনিবার কলকাতায়। দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

বাইরনের অধীর স্তুতিতে নানা জল্পনা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে বাম এবং কংগ্রেসের একমাত্র আশার আলো হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরন বিশ্বাস। ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বাইরনের জয়লাভ প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছিল। যদিও দীর্ঘদিন তা স্থায়ী হয়নি। চলতি বিধানসভা নির্বাচনে বাইরনের প্রতীক এখন ঘাসফুল। তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে সাগরদিঘিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি।

তবে নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা অর্থাৎ তাঁর রাজনৈতিক গুরু অধীররঞ্জন চৌধুরী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আলোড়ন তৈরি করেছে। কংগ্রেস ছেড়ে তিনি অধীরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে দাবি করেছেন। ভোটের মুখে কি বাইরনের বিলম্বিত বোধদয় হয়েছে? বাইরনের বক্তব্য, ‘অধীরদা আমার কাছে ভগবানের পরেই। আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মনে রাখব।’

কখনও অধীরকে দেখে মুখ লুকোচ্ছেন, আবার কখনও ফ্লাইং কিস ছুড়ছেন। অকাতরে বলছেন, ‘আমি বিশ্বাসঘাতক, অধীর চৌধুরী আমার গুরু, আমি তাঁকে ঠকিয়েছি।’ ফলে বাইরনের কার্যকলাপ নিয়ে সাগরদিঘিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল। নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসের ভোট টানতেই কি অধীরস্তুতি বাইরনের মুখে? যদিও অধীরের দাবি, ‘বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এখন বিষয়টি স্বীকার করছেন। তবে ওই আমার থেকে টিকিট চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, প্রলোভন দেখালে বা ভয় দেখালে ছেড়ে যাবে কি না। ও উত্তর দিয়েছিল, আমার অনেক টাকা। আমিই বরং ওদের বিধায়ক কিনতে পারি।’

মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে বহু নেতার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু অধীরের হাত ধরেই। পরবর্তীতে অবশ্য মনোজ চক্রবর্তী ছাড়া বাকিরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। চলতি ভোটে বাইরনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতীকে মনোজ প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু প্রচারে বেরিয়ে বাইরন হঠাৎ বলছেন, ‘আমি স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কংগ্রেস থেকে টিকিট পেয়েছিলাম। আমার হাতে খড়ি অধীরের হাত ধরেই।’

এই ভোলবদল নিয়ে অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, ‘আমাকে সেদিন সাগরদিঘিতে আসতে দেখে রাস্তায় গাড়ি রেখে লুকিয়ে পড়েছিল। তাতে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। পুলিশ ওকে ডাকে। তারপর বেরিয়ে এসে আমার দিকে ফ্লাইংকিস ছুড়তে ছুড়তে গাড়িতে উঠে পড়ে।’ তৃণমূলের প্রলোভনেই যে বাইরন দল ছেড়েছেন, তা স্পষ্টত জানিয়েছেন অধীর। যদিও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের অস্বস্তির বিষয়টি স্পষ্ট। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বিরক্তি সহকারে বলেন, ‘যে বিষয়টি জানি না, শুনিনি তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’

মোথাবাড়ি মামলায় জামিনের আবেদন

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : মালদার মোথাবাড়িতে জুডিশিয়াল অফিসারদের আটকে রাখার ঘটনায় শনিবার ১৩ জন অভিযুক্তকে নিম্ন আদালতে পেশ করল এনআইএ। এদিন ধৃতদের তরফে জামিনের আবেদন করা হয়। তাঁদের মধ্যে মোথাবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য ও আইএসএফ নেতা গোলাম রাব্বানি এবং দুই কংগ্রেস নেতা আসিফ শেখ ও শাহাদত হোসেনেরও জামিনের আবেদন করা হয়েছে। তবে জামিনের বিরোধিতা করেছেন এনআইএর আইনজীবী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই এই পর্যায়ে জামিন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। তদন্তকারীদের সময় দেওয়া হোক। অভিযুক্তদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের আবেদন জানানো হয়।

আইএসএফ ও কংগ্রেসের নেতাদের তরফে আইনজীবীরা দাবি করেন, তাঁদের মক্কেলদের নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। এরা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছিলেন। অভিযুক্ত জাহাঙ্গির আলমের আইনজীবীর দাবি, তাঁর কাছ থেকে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী, তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। একই সওয়াল করেন অভিযুক্ত তাজেম আলির আইনজীবীরা। যদিও এনআইএ’র আইনজীবী জানিয়েছেন, তাজেমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের আইনজীবীদের সওয়াল, কারোর বিরুদ্ধে পূর্ব অপরাধের রেকর্ড নেই। যে ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশ জামিন যোগ্য। ক্ষতির পরিমাণও যাচাই করা হোক। জামিন হলে তদন্তে সহযোগিতাও করা হবে।

আজ বাঁকুড়ায় প্রধানমন্ত্রী

দীপেন ঢাং

বড়জোড়া, ১৮ এপ্রিল : রবিবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বাঁকুড়ার এনায়েতপুর মাঠে জনসভা করবেন। প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা বারবার সভাস্থলে এসে খুঁটিনাটি দেখেছেন শুক্রবার।

শিল্পাঞ্চলে গত ১৫ বছরে বহু কারখানায় ঝাঁপ পড়েছে। তৃণমূল জমানায় নতুন কোনও বড় শিল্প তো আসেইনি ছোট শিল্পদ্যোগীরাও বিনিয়োগে উদ্যোগী হননি। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ায় ভর করে বড়জোড়ায় বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী বিল্লেশ্বর সিংহের পক্ষে প্রচারে আসছেন মোদি। তিনি শিল্পাঞ্চলের জন্য কী বার্তা দেন, সেদিকে লক্ষ্য অনেকের।

বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক স্বরূপ ঘোষ বলেন, বড়জোড়া যেমন বিজেপি জিতবে তেমনই প্রধানমন্ত্রী বড়জোড়াকে ঢেলে সাজাবেন।

রিলস-মিমে নির্বাচনে ডিজিটাল কুরুক্ষেত্র

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। পাড়ায় পাড়ায় দেওয়াল লিখন বা মাইকের প্রচার তো আছেই, কিন্তু ’২৬-এর এই মহারণে আসল ‘খেলা’টা চলছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের ময়দানে। নেতা-নেত্রীদের চোখ এখন আর শুধু রাস্তার ভিড়ে নেই, তাঁরা মাপছেন ভিউজ, লাইক আর শেয়ারের অঙ্ক। রীতিমতো পেশাদার কায়দায় আবেগ, সংস্কৃতি আর ভয়কে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনমত গড়ার এক মরণপণ ডিজিটাল কুরুক্ষেত্রে নেমেছে রাজ্যের যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি।

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সাইবার-অস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল ‘বাঙালিয়ানা’ এবং ‘উন্নয়ন’। ইউটিউবে তারা প্রকাশ করেছে এক কাল্পনিক ও সতর্কতামূলক ভিডিও— ‘বাংলায় বিজেপি আসলে কী হবে?’ সেখানে দেখানো হচ্ছে, রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের উত্থান মানেই বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ বেআইনি হয়ে যাওয়া, এমনকি মিষ্টি বা বাংলা ভাষার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো!

ছবি : এআই

এই সাংস্কৃতিক ভয়ের পাশাপাশি ইনস্টাগ্রামে ‘ফাইটার দিদি’ নামে এক এআই-অ্যানিমেটেড ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে, কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গার মতো বিরোধীদের হাত থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা কন্যাশ্রীর মতো নারী-কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে রক্ষা করছেন। ডেরেক ও’ব্রায়েনের মতো নেতারা আবার তরুণ প্রজন্মকে টানতে মিমের আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ‘ভাজপা’-কে মজাদারভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে ‘ভাজা পা’ বলে! আবার সায়নী ঘোষ সরাসরি বলিউডি গানের কলি ‘ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা’ ধার করে বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিকে নিছক ‘ললিপপ’ বা ‘জুমলা’ বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন।

পিছিয়ে নেই গেরুয়া শিবিরও। তাদের অফিসিয়াল পেজ ‘বিজেপি ফর বেঙ্গল’ ছেয়ে গিয়েছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর রিলে। একটি ভাইরাল রিলে দেখানো হচ্ছে, লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা এক বাঙালি বধূ ধীরে ধীরে বোরখাধারীতে পরিণত হচ্ছেন, কিংবা এক কর্মহীন যুবক রাজ্য ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। আর বিজেপির সবচেয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে আরজি কর কাণ্ডের আবেগ। পানিহাটির প্রার্থী তথা নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথের প্রচারের ঝলক ব্যবহার করে ‘মায়ের কষ্ট যখন শক্তিতে পরিণত হয়’—এই স্লোগানে নারী সুরক্ষার ইস্যুটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে পদ্ম শিবির। সঙ্গে বেকার যুবকদের সেই অমোঘ প্রশ্ন— ‘চাকরি কই?’

এই দুই ফুলের ডিজিটাল লড়াইয়ের মাঝেই সিপিএম তরুণ প্রজন্মের মন ছুঁতে রিলিজ করেছে এক চোখধাঁধানো র‍্যাপ সং। ‘দুই ফুলকেই ছাড়তে হবে’—এই ক্যাচি স্লোগানকে সামনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। র‍্যাপের তালে তালে তারা কড়া বার্তা দিচ্ছে, ‘তুমি আমি বাংলা বাঁচাই, এবার ভোটে বুঝিয়ে দেব লাল পতাকার ধক!’ রাস্তার প্রচারের চেয়েও এখন সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমে ভাসছে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ইলিশ মাছের আবেগ, আরজি করের কান্না নাকি র‍্যাপ গানের ছন্দ— সাধারণ ভোটার স্মার্টফোনের স্ক্রিন স্ক্রল করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোন ইমোশনে ভরসা রাখেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
মুর্শিদাবাদ - এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা বাবর আলি - কে 19.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 58K 14960 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সর্বপ্রথমে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে এমন একটি চমৎকার লটারি প্রকল্প চালানোর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যা বিভিন্ন জায়গায় কোটিপতি তৈরি করে। আমি এখন কোনো রকম সংগ্রাম ছাড়াই মাত্র কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিক্ষা-দর্পণ

শিক্ষা কি আজ নিছক পণ্য, নাকি সামাজিক দায়বদ্ধতা? হিমালয়ের দেশ নেপাল যখন স্কুল থেকে রাজনীতি মুছে ফেলে এবং আমলা-মন্ত্রীদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে পাঠিয়ে এক নৈতিক বিপ্লব ঘটাচ্ছে, ঠিক তখনই আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়োগ দুর্নীতি আর কর্পোরেট শোষণের আবর্তে দিশেহারা। একদিকে নেপালের সাহসী 'ট্রাস্ট মডেল' আর অন্যদিকে বাংলার 'ভাতা ও খাতার' গোলকধাঁধায় বন্দি শিক্ষকতা, এই দুই বৈপরীত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠছে। শিক্ষাকে ব্যবসার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রকৃত মানুষ গড়ার আঙিনায় ফিরিয়ে আনার যে লড়াই প্রতিবেশী দেশ শুরু করেছে, তা কি দেশ ও বিশেষ করে বাংলার জন্য দিশারি হতে পারবে? আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র প্রতিবেদনে এ নিয়েই আলোচনা।

নেপালের শিক্ষাবিপ্লব : ভারতের সামনে নতুন দিগন্ত

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

হিমালয়ের কোলে আজ এক নিঃশব্দ কিন্তু প্রলয়ংকরী দ্রোহের সূচনা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নেপালকে মাঝেমধ্যে 'ছোট দেশ' হিসেবে অবজ্ঞা করার যে এক প্রচ্ছন্ন প্রবণতা দিল্লির অলিন্দে দেখা যায়, কাঠমান্ডু আজ তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে। এই লড়াই কোনও সাধারণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, এই লড়াই আসলে শ্রেণিকক্ষকে কর্পোরেট সংস্থার 'বোর্ডরুম' থেকে মুক্ত করার এক যুগান্তকারী সংগ্রাম। নেপাল আজ বিশ্বের সামনে যা করে দেখাচ্ছে, তা নিছক প্রশাসনিক রদবদল বা সাধারণ কোনও নীতিগত পরিবর্তন নয়; বরং শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এক জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার আপসহীন লড়াই। দশকের পর দশক ধরে আধুনিক শিক্ষার নামে যে মুনাফা লোটার বিশ্বজনীন খেলা চলছিল, তাকে সমূলে উৎপাটিত করে শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানার্জনের তীর্থে পরিণত করার এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। শিক্ষাঙ্গন যেন আর কোনওভাবেই কেনাবেচার পণ্য না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই নেপাল আজ এমন এক শক্ত অবস্থান নিয়েছে যা সংশ্লিষ্ট মহলে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন এবং শিক্ষার অধিকারকে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে দেখছেন।

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও টেকনোক্র্যাট শাসন

নেপালের এই নবজাগরণ এবং শিক্ষা-মডেলের মূল সূত্রটি নিহিত রয়েছে তাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গভীরে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নেপাল এক রাজনৈতিক স্থবিরতা এবং অস্থিরতার আবর্তে বন্দি ছিল। কেপি শর্মা ওলি এবং তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল— তাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জ্ঞানচর্চার পবিত্র পরিসরের পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় ক্যাডার তৈরির কারখানায় পরিণত করেছিলেন। এর পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং অপশাসনের অভিযোগ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু ২০২৬-এর শুরুতেই এই রাজনৈতিক জটাজাল ছিন্ন করে উত্থান হয় এক 'টেকনোক্র্যাট' নেতার— বালেন্দ্র 'বালেন' শাহ। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এই তরুণ নেতার হাত ধরে নেপালের সমাজজীবন খুঁজে পায় এক নতুন দিশা। তাঁর প্রবর্তিত 'বালেন-রুল'-এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় রাজনীতিকে সমূলে উপড়ে ফেলা। সরকারি নির্দেশে ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাস থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কার্যালয় এবং ছাত্র ইউনিয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে সেখানে সম্পূর্ণ নির্দলীয় 'ছাত্র কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। নেপালি জনতা ওলি সরকারের পুরোনো আমলকে প্রত্যাখ্যান করে মূলত শিক্ষাঙ্গনে এই 'মুক্ত বাতাসের' সন্ধানেই আজ একজোট হয়েছে।

কর্পোরেট শৃঙ্খলমুক্তি ও ট্রাস্ট মডেল

নেপাল মডেলের সবচেয়ে সাহসী এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল শিক্ষাকে একটি নিখাদ মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং একে 'বাজারি পণ্য' হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোর আইনি পথে নিষিদ্ধ করা। নতুন সরকার 'স্কুল শিক্ষা বিল-২০৮০' পাশের মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই আইনের সবচেয়ে বড় দিক হল মুনাফাভোগী বেসরকারি স্কুলগুলিকে ট্রাস্টে রূপান্তর করা। নেপালের এই নতুন নিয়মে যে সমস্ত বেসরকারি স্কুল এতকাল 'কোম্পানি' হিসেবে শিক্ষা বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লুটত, তাদের জন্য এখন 'পাবলিক' বা 'প্রাইভেট ট্রাস্ট'-এর অধীনে আসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেখানে ভারত বর্তমানে বৃহৎ এড-টেক সংস্থা এবং শক্তিশালী প্রাইভেট চেন স্কুলের রমরমা দেখছে, নেপাল সেখানে আইনি বর্ম দিয়ে শিক্ষাকে ব্যবসায়িক শোষণ থেকে রক্ষা করছে। আইনত সুনিশ্চিত করা হচ্ছে যে, স্কুল থেকে উপার্জিত কোনও লভ্যাংশ আর কোনও ব্যক্তিগত পকেটে বা কর্পোরেট ফান্ডে ঢুকবে না। বরং সেই উদ্বৃত্ত অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক গবেষণাগার তৈরি এবং শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোনওভাবেই আর লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। বেসরকারি স্কুলের ফি নির্ধারণে কঠোর সরকারি হস্তক্ষেপ এবং নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে সাধারণ মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের কর্পোরেট শোষণের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি দেওয়া হচ্ছে।

ছবি : এআই

নৈতিক দায়বদ্ধতা ও পরীক্ষাহীন প্রাথমিক শিক্ষা

প্রশাসনকে কীভাবে সরাসরি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ করতে হয়, নেপাল প্রশাসন তার এক বিস্ময়কর নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। বর্তমানে সেখানে এমন এক প্রবল আইনি ও নৈতিক চাপ তৈরি করা হয়েছে যে— সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা, সরকারি আধিকারিক এবং মন্ত্রীদের সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি স্কুলেই পড়াতে হবে। ভারতের মতো বিশাল দেশে যেখানে মন্ত্রী বা আমলারা সাধারণত তাঁদের সন্তানদের দামি বেসরকারি স্কুল বা বিদেশে পড়াতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, নেপাল সেখানে ঠিক উলটো পথে হেঁটে এক অনন্য নজির গড়েছে। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সুফল ইতিমধ্যেই হাতেনাতে ফলতে শুরু করেছে সমাজে। যখন ক্ষমতার একেবারে শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের সন্তানরা সাধারণ সরকারি স্কুলের বেঞ্চে গিয়ে বসছে, তখন সেই স্কুলের ভাঙা ছাদ মেরামত বা ল্যাবরেটরির মানোন্নয়ন আর লাল ফিতের জটে বা আমলাতান্ত্রিক ফাইলের গেরোয় বন্দি থাকছে না। তা সরাসরি রাজনৈতিক কর্তা এবং আমলাদের ব্যক্তিগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর পাশাপাশি নেপাল প্রাথমিক শিক্ষায় এনেছে আমূল পরিবর্তন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে কোনও পরীক্ষার চাপ রাখা হয়নি, বরং 'লাইফস্টাইল স্কুলের' কনসেপ্ট আনা হয়েছে যেখানে শিশুরা জীবনের পাঠ শিখবে খেলার ছলে। ভারতের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরিকাঠামোয় যেখানে শিশুরা শৈশব থেকেই অসহনীয় চাপের শিকার, সেখানে নেপালের এই পদ্ধতি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

প্রতিবেশীর আরশিতে আগামীর উত্তরণ পথ

ভারতের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের পাশের একটি রাষ্ট্র যখন এমন আমূল সংস্কার করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও নতুন করে ভাবনার অবকাশ তৈরি হয়। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, নেপাল যেখানে তাদের বাজেটের প্রায় ১১ থেকে ১৩ শতাংশ সরাসরি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করছে, ভারত সেখানে জাতীয় বাজেটের মাত্র ৩ থেকে ৪.৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত উন্নত এবং সুপরিকল্পিত হলেও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্পোরেট প্রভাবের কিছু ফাঁকফোকর দূর করা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই সমস্যার সমাধান একেবারেই অসম্ভব নয়। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় ও বিশাল দেশে নেপালের এই মডেল হয়তো রাতারাতি হুবহু কার্যকর করা কঠিন, কিন্তু এর মূল সুরটি আত্মস্থ করা জরুরি। ভারত যদি নেপালের 'ট্রাস্ট মডেল'-এর অনুকরণে বেসরকারি স্কুলগুলির ফি-র উপর আরও কঠোর আইনি নজরদারি চালায় এবং মুনাফার অর্থ স্কুলের উন্নয়নেই পুনর্বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে, তবে এই বৈষম্য অনেকটাই কমানো সম্ভব। ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্পগুলির সঙ্গে যদি এই নৈতিক দায়বদ্ধতার মডেলটিকে যুক্ত করা যায়, তবে ভারতের সরকারি শিক্ষা পরিকাঠামো এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে কখনোই পণ্য হিসেবে দেখা হত না; বিদ্যাদানকে সর্বোচ্চ পুণ্য বলে মনে করা হত। আজ সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক পরিকাঠামোর মেলবন্ধন ঘটানোর সময় এসেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি যৌথভাবে যদি এই 'জিরো-প্রফিট' মডেলে স্কুলগুলিকে পরিচালিত করতে পারে, তবে দেশের আপামর সাধারণ ঘরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা অর্থের অভাবে পিছিয়ে পড়বে না। হিমালয়ের দেশ নেপাল আজ আমাদের সেই আত্মবিশ্বাসেরই দিশা দেখাচ্ছে। শিক্ষা থেকে 'ব্যবসা' বাদ দিলেই তবে তা প্রকৃত 'বিদ্যা' হয়ে ওঠে— এই ধ্রুবসত্যটি গ্রহণ করলেই ভারতের ভবিষ্যতের রূপরেখা বদলে যেতে পারে।

(লেখক সাংবাদিক)

খাতা-ভাতার গোলকধাঁধায় বন্দি বাংলার শিক্ষা

সনাতন পাল

আজকের দিনে আমাদের দেশে এবং বিশেষ করে এই রাজ্যে দাঁড়িয়ে মনে হয়, দুটো জিনিসই সবথেকে লাভজনক ব্যবসা। প্রথমটি হল অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, আর দ্বিতীয়টি হল সুস্থ মানুষদের প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে শামিল করে অসুস্থ করে তোলা। এই কথাটি আজ আর কেবল আড্ডার খোরাক নয়, বরং এক রূঢ় বাস্তব। এক বন্ধুর অসহায়ত্বের কথা মনে পড়ে, যার হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ার পর সম্বল বলতে ছিল কেবল মেয়ের স্কুলের সারা বছরের আগাম জমা দেওয়া ফি। ডাল-ভাত খেয়ে দিন কাটানো যায়, কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন তো আর বন্ধ রাখা যায় না। ঠিক এই বিন্দুতেই দাঁড়িয়ে বোঝা যায়, এ দেশের এবং এই রাজ্যের সবথেকে বড় ব্যবসার নাম এখন 'সন্তানের ভবিষ্যৎ'। যদিও বাণিজ্যে ভরসা রাখা বা ভালো পরিষেবার জন্য অর্থের সংস্থান থাকা দোষের কিছু নয়, কিন্তু যখন বুনিয়াদি শিক্ষাও নিলামে ওঠে, তখন সমাজ হিসেবে আমাদের মাথা হেঁট হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের শহর বা মফসসল— সর্বত্রই এখন স্কুল প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার পরিধি কেবল খাতা, কলম বা জুতোর মধ্যে আটকে নেই। আপনার ধারণার বাইরে গিয়ে তা পুরস্কার এবং 'স্মার্ট' তকমার মোড়কে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু নামের শেষে ইন্টারন্যাশনাল, অলিম্পিয়াড বা কোডিং-এর মতো শব্দ যোগ করে দিলেই অভিভাবকরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এর পাশাপাশি চলে নিয়মিত 'অভিভাবকদের প্রোজেক্ট', ফান লার্নিং বা স্মার্ট লার্নিং-এর নামে এক আশ্চর্য আভিজাত্যের প্রদর্শনী। পাড়ায় পাড়ায় ইংলিশ মিডিয়াম নামের ঝকঝকে গ্লো-সাইনগুলো কেবল একটি ভাষার প্রতিশ্রুতি দেয় না, বরং এক ধরনের মেকি সামাজিক নিরাপত্তা বিক্রি করে। এখানে ভর্তি হওয়া মানেই যেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। ভর্তির মরশুম এলেই দেখা যায়, শিশুর মেধার চেয়েও তার অভিভাবকের 'সবুজ নোটে'র জোগান অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। একতাড়া নোট জমা করে বাড়িতে ফিরে যখন গর্বিত বাবা-মায়েরা বলেন যে, তাঁদের সন্তান স্কুলে ক্লাস টু থেকেই কোডিং শিখছে, তখন সেই আনন্দ ঘরজুড়ে সুস্বাদু পুডিংয়ের মতো ভেসে বেড়ায়। অথচ তলিয়ে দেখার সময় কারও নেই যে আদতে জ্ঞানার্জন কতটা হচ্ছে।

এই অতিবাণিজ্যিকীকরণের ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলো। তাদের অবস্থা দেখলে আজ মনে হয়, এক বিশাল পারিবারিক ঐতিহ্যশালী ব্যবসা কোনও এক লাপরোয়া উত্তরসূরির হাতে পড়ে কার্যত লাটে উঠতে বসেছে। প্রশাসন যেন এই স্কুলগুলোকে নিছক 'শিক্ষাদান কেন্দ্র' হিসেবে দেখার বদলে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নের চত্বর হিসেবেই বেশি ব্যবহার করে। ভোটগ্রহণ হোক বা মেলা-উৎসব, কিংবা কোনও জরুরি সরকারি অফিস বা টিকাকরণ কর্মসূচি— সরকারি স্কুলই সবার আগে ব্যবহৃত হয়। কোনও বেসরকারি স্কুলের সুন্দর সাজানো ক্লাসরুম কি কখনও ভোটের জন্য নেওয়া হয়? উত্তরটা আমরা সবাই জানি। অথচ সরকারি স্কুলগুলো বছরভর সাধারণের পরিষেবায় হাজির থাকলেও ব্রাত্য থেকে যায় কেবল শিক্ষাদানের মানের প্রশ্নে। বর্তমানে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত বাড়ির কোনও সন্তান সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে না। ব্যতিক্রম কেবল শহরতলির কিছু নামজাদা 'ফিডার স্কুল', যেখানে পড়লে বড় স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত হয়। কিন্তু সেই সব এককালের ঐতিহ্যবাহী স্কুলেও শিক্ষার মান এখন ক্রমশ নিম্নগামী। ভাতের মধ্যে যেমন গরম ভাত, ফেনা ভাত বা পান্তা ভাত থাকে, আমাদের রাজ্যের সরকারি স্কুলেও তেমনি নাম, বেনাম আর বদনামের তিন স্তর তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সবথেকে বড় কালো মেঘ হয়ে দেখা দিয়েছে নিয়োগ দুর্নীতির পাহাড়। এই খবরগুলো যখন প্রতিদিন সামনে আসে, তখন তা কেবল হেডলাইন থাকে না, বরং তা সাধারণ মানুষের শেষ বিশ্বাসটুকুও ভেঙে দেয়। টাকার অঙ্কে একদল অযোগ্য লোক যখন শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বসে, তখন একটি গোটা প্রজন্ম পিছিয়ে পড়ে। এর থেকে বড় 'বেজন্ম' অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যারা অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই সব আদর্শ শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললে এক অদ্ভুত আক্ষেপ ঝরে পড়ে। তাঁরা বলেন, সরকারি স্কুলের বেশিরভাগ অভিভাবক জানেনই না যে তাঁদের সন্তানরা ঠিক কী কী পেল না। সন্তান স্কুলে আসছে এবং মিড-ডে মিলের খাবার পাচ্ছে— এটাই তাঁদের কাছে বড় প্রাপ্তি। অথচ বাস্তবতা হল, ক্লাস এইট বা নাইনের অনেক ছাত্রছাত্রী আজও ঠিকমতো রিডিং পড়তে বা বানান করতে শেখে না। জলপানির মতো এক সময়ের সম্মানজনক মেধাবৃত্তি আজ যেন 'জলভাত' হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের অনুদান ও প্রকল্পের উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে। কন্যাশ্রী বা সবুজসাথীর মতো প্রকল্পে স্কুলছুট কমেছে, এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর অপকারিতাও কম নয়। 'যত ভাতা, তত খাতা'— এই চক্রে বন্দি হয়ে পড়েছেন এ রাজ্যের শিক্ষকরা। স্কুল টিচার বা নোডাল টিচারদের এখন দিন কাটে পোর্টাল আপডেট করা আর নথিপত্রের হিসেব রাখতে রাখতে। চোদ্দো বছর বয়স হলেই ছাত্রীদের বিয়ে না হওয়ার প্রমাণপত্র পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আনিয়ে জমা করতে হয়। ক্লাসের প্রতিটি বাচ্চার যেহেতু একই দিনে জন্ম হয় না, তাই গোটা বছর ধরে শিক্ষকদের এই ক্লারিকাল কাজ চলতেই থাকে। শিক্ষক যখন করণিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখন ক্লাসরুমে পাঠদান শিকেয় উঠতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় স্তরে নতুন শিক্ষানীতি বা সমান সুযোগের কথা মাঝে মাঝে শোনা গেলেও, বাস্তবে তার প্রতিফলন এ রাজ্যে বিরল। বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ন্ত্রণের কথা ঘটা করে ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তার রাশ কার হাতে, তা আজও স্পষ্ট নয়। অভিভাবকরাও এক অদ্ভুত মধ্যবিত্ত লজ্জায় কুঁকড়ে থাকেন; বিদেশি ভাষায় ঝাঁঝালো উত্তরের ভয়ে তাঁরা শোষিত হয়েও মুখ খোলেন না।

পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের দিকে তাকালে আজ তুলনা করতে গিয়ে কষ্ট হয়। তারা যেখানে তাদের স্কুল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে সহজলভ্য করার চেষ্টা করছে এবং শিক্ষাখাতে বাজেটের বড় অংশ খরচ করছে, সেখানে আমরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা শিক্ষাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছি যেখানে 'শিক্ষার অধিকার' কথাটি কেবল সিগারেটের প্যাকেটের সতর্কবার্তার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অন্যান্য প্রান্তেও মন্ত্রীদের সন্তানরা সরকারি স্কুলে পড়ে— এমন ঘটনা বিরল। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের অনেকেরই অপরাধবোধ হওয়া উচিত। আমরা জানি যে আমাদের সন্তানদের জন্য প্রাইভেট টিউটর আছে, অনলাইন অ্যাপ আছে, অ্যাবাকাস ক্লাস আছে। কিন্তু এই লড়াইটা আমরা দূর থেকে দেখছি, কারণ চাপটা আমাদের সরাসরি কাঁধে নেই। যারা চুপ করে সহ্য করছে, তাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ। শিক্ষা তো আসলে একটি সমান মাটির প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যেখানে সবাই একই সঙ্গে দৌড় শুরু করবে। কিন্তু যদি আধুনিক বাংলার ব্যবস্থায় কেউ অনেকটা এগিয়ে শুরু করে আর কেউ নড়বড়ে ছাদের তলায় কয়েক মাইল পিছিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সেই দৌড় কি আদৌ ন্যায়সংগত? আমাদের 'বুবান'রা হয়তো র‍্যাংক করবে, কিন্তু সেই সাফল্যের নেপথ্যে যে সামাজিক বৈষম্যের অন্ধকার রয়ে গেল, তা বাংলার ভবিষ্যতের জন্য এক বড় অশনিসংকেত।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বিজেপি কতটা 'ফেভারিট', খোঁজ বহিরাগতদের

হাওয়া বুঝতে বাজারে সমীক্ষকরা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : পিঠে ব্যাগ, চোখে চশমা। বিধান মার্কেটের মাছ বাজারে ভিড়ের মধ্যে এমনই এক ব্যক্তি ভাঙা হিন্দিতে জানতে চাইলেন, 'দাদা মাছ বিক্রি কেমন হচ্ছে?' বিক্রেতার উত্তর, 'কমবেশি চলছে।' ব্যক্তির প্রশ্ন, 'বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মাছ খেতে দেবে না বলছে তৃণমূল। আপনিও কি সেরকমই মনে করেন?' মাছ বিক্রেতার উত্তর, 'বিজেপি নেতারা তো প্রায় রোজই মাছ কিনে নিয়ে যান।'

মাটিগাড়ার একটি চায়ের দোকানে প্রবীণদের আড্ডায় এসে বসলেন দুই তরুণ। চায়ের অর্ডার দিয়ে মন দিয়ে শুনছিলেন বাকিদের গল্প। ভোট নিয়ে জমজমাট তর্কবিতর্ক চলছে। তরুণদের একজন ইন্ধন দিলেন, 'মানুষের হাতে টাকা নেই, কাজ নেই, চাকরি নেই। আগামীদিনে জানি না কী হবে।' আড্ডায় থাকা এক প্রবীণ বললেন, 'রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তরুণদের ভাতা, মেয়েদের কন্যাশ্রী তো দিচ্ছে।' একজনের পালটা সওয়াল, সংকল্পপত্রে তৃণমূলের থেকে বিজেপি বেশি সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে। একজন ফুট কাটলেন, রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের আগে আশ্বাস দিয়ে পরে ভুলে যায়। বিজেপিও সেরকমটা করবে কি না, সন্দেহ রয়েছে।

ভোটের বাজারে বিজেপির পালে হাওয়া কতটা, সংকল্পপত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি মানুষ কতটা বিশ্বাস করছেন, এসব নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিচ্ছে দলের নিয়োগ করা এজেন্সি। বাজার থেকে চায়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে হাওয়া বুঝছে তারা। গেরুয়া শিবিরের উত্তরবঙ্গের এক নেতা বললেন, 'ভোটের ফল যাই হোক না কেন, আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি লোক কতটা বিশ্বাস করছেন, আমাদের কাজকর্ম, কথাবার্তায় কতটা ভরসা করছেন, সেসব যাচাই করা খুব দরকার।'

শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমার হাটবাজার থেকে গলির মোড় সব জায়গাতেই চোখ-কান খোলা রাখলেই এই গেরুয়া সমীক্ষকদের দেখা মিলছে। তাঁরা হাওয়া বোঝার পাশাপাশি মগজধোলাইয়ের কাজটাও করছেন খুব সন্তর্পণে।

গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, ২-৩ জনের ছোট ছোট দল বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগের সঙ্গে আগামীদিনে মানুষ কাকে চাইছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। সেই রিপোর্ট যাবে দিল্লিতে। তাতে শেষমুহূর্তে দলের কোথায়, কী ঘাটতি রয়ে গেল তা বুঝতে চাইছেন গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতারা।

এই ধরনের এজেন্সির খবর পৌঁছেছে তৃণমূলের কাছেও। দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'শুধু এজেন্সি নয়, ভিনরাজ্যের বিজেপির নেতা থেকে প্রচুর মানুষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সাহায্য করার নামে আসলে মগজধোলাই করতে চাইছেন তাঁরা। ঝামেলা বাধালে মানুষ ছেড়ে কথা বলবেন না।'

উত্তরবঙ্গে জনসংযোগে গত কয়েক বছর ধরে অক্লান্তভাবে কাজ করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। তাদের তৈরি করে দেওয়া জমিতেই এখন বিজেপির রমরমা। ভোটপর্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও আরএসএসের সমাজকর্মীরা জাগরণের কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের একাধিক শাখা সংগঠনও ২০ এপ্রিল পর্যন্ত মানুষের বাড়ি ঘুরে জাগরণের কাজ চালিয়ে যাবে। তাদের রিপোর্টও সংগঠনের সদর দপ্তরে যাবে। দুই রিপোর্টই যাচাই করা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে সংঘ নেতারা সেই দাবি মানতে চাননি। তাঁদের দাবি, তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করেন না। মানুষকে ভোটদানে উৎসাহ দিচ্ছেন মাত্র।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'এ রাজ্যে পালাবদল চাইছেন দেশের মানুষ। সেজন্য অনেকে ঘুরতেই পারেন। আমাদের দলের তরফেও নেতারা আসছেন প্রচারে। কোনও এজেন্সি ঘুরলে কী ক্ষতি। দলের কেউ তাতে যুক্ত নেই।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'মানুষ বিজেপিকে চাইছেন। সেখানে কোন এজেন্সি কী করছে, তাদের বিষয়।'

বৃষ্টি মাথায় কাজে।। শনিবার আলিপুরদুয়ার শহরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রচারে বিজেপির মূল ইস্যু

ফের দাপট জমি মাফিয়াদের

সাগর বাগচী

সাহুডাঙ্গি, ১৮ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় জমি হাঙরদের দাপট নতুন কিছু নয়। অতীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরেও পুলিশ-প্রশাসন এই কারবারে লাগাম টানতে পারেনি। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ১২ এপ্রিল কাওয়াখালি মাঠের জনসভা থেকে এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। এরইমধ্যে সরকারি আধিকারিকরা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মাফিয়ারা ফের সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্বাচনের আগে যা নিয়ে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপির অভিযোগ, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ডাবগ্রাম নোয়াপাড়া এলাকায় সরকারি জমি দখল করার ছক কষেছে মাফিয়ারা। শনিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, নোয়াপাড়ার ওই সরকারি জমিটিতে একাধিক অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে একটি ঘর সম্প্রতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি রাস্তা তৈরি, বিদ্যুতের খুঁটিও বসানো হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'নতুন করে দখলদারির অভিযোগ এখনও পাইনি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জোর করে জমি দখল করে নেওয়ার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। কয়েকবছর আগে ফুলবাড়ির জোড়পাকড়িতে ৪০ বছর আগে এক মহিলার স্বামীর কিনে রাখা ১১ কাঠা জমি তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা-ঘনিষ্ঠ জমি মাফিয়ার বিরুদ্ধে দখলের অভিযোগ ওঠে। পুলিশ-আদালতের দ্বারস্থ হয়েও জমি উদ্ধার করতে পারেননি বছর ৮৫-র ওই বৃদ্ধা।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগরে ভূতপাড়ায় এক ব্যক্তির দু'কাঠা জমি দখল করতে দালালরা হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। বয়সজনিত কারণে ওই ব্যক্তি জমিতে যেতে পারতেন না। বৃদ্ধের দাবি, এক মহিলাকে জমিটি দেখভালের জন্য আইনত বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলা ও তাঁর স্বামীকে দালালরা জমিতে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। মামলা চললেও জমিতে ঢুকতে পারেননি তাঁরা।

তৃণমূলের আমলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় যেভাবে সরকারি, বেসরকারি জমি দখল করে ভুয়ো কাগজপত্র বানানো বা বিক্রি করা হয়েছে তা কার্যত নজিরবিহীন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তাই এলাকার জমি মাফিয়ারাজকে বড় ইস্যু করেছে বিজেপি।

তবে শুধু নেতা-ঘনিষ্ঠারাই নয়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার বিরুদ্ধেও গজলডোবাতে সরকারি জমি দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে। যদিও পরে জমিটি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নিজেদের দখলে নিয়েছে। জমি দখলের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে দু'বছর আগে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৎকালীন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ধৃতের তালিকায় ছিলেন তৃণমূলের গৌতম গোস্বামী, মহম্মদ আহিদের মতো নেতারাও।

জমি মাফিয়াদের 'অত্যাচারে' অতিষ্ঠ ভোটাররা অবশ্য এর অবসান চাইছেন। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কানকাটা মোড়ের বাসিন্দা তাপস রায় ঠাকুরনগর এলাকায় তাঁর তিন কাঠা জমি ফেরত চাইছেন। তাপসের কথায়, 'কোনও জমি ঘেরা না থাকলে সেটাই মাফিয়ারা দখল করে নিচ্ছে। আমাদের জমির ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।'

সিপিএম সরাসরি জমি মাফিয়ারাজ নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছে। এনিয়ে এই বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিংয়ের বক্তব্য, 'তৃণমূল জমি মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এদের ছবি দেখা যাচ্ছে। দলের সুপ্রিমো সব জেনেও চুপ রয়েছেন।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলে জমি মাফিয়ারাজ শেষ করার কথা জানিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, 'রাজ্যে ক্ষমতায় এসে এই এলাকার মাফিয়ারাজ শেষ করে দেব। তৃণমূল নেতারা জমি দখলের টাকাতে ফুলেফেঁপে উঠেছে। মানুষ তৃণমূলের ওপর ক্ষিপ্ত। যার জবাব ভোটের বাক্সে দেবেন।' রঞ্জন অবশ্য বিষয়টি নিয়ে অত ভাবতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভাবছি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এখন প্রচারে ব্যস্ত রয়েছি।'

হোটেলে ডেকে প্রাক্তন প্রেমিকাকে 'ধর্ষণ'

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই 'কাল' হল তরুণীর। প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে অন্যত্র বিয়ে করে নেওয়ার প্রতিশোধ নিতে প্রাক্তন প্রেমিকাকে হোটেলে ডেকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ওই তরুণী এ নিয়ে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের সঙ্গে অভিযোগকারী তরুণীর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তাঁরা একসঙ্গে একই অফিসে চাকরি করতেন। কর্মসূত্রেই তাঁদের পরিচয় হয়। প্রথমে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলেও, ধীরে ধীরে তাঁরা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি, একসময় তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

তবে মাস দুয়েক আগে তরুণীর পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নিতে অস্বীকার করে। এরপরেই দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবারের পছন্দের তরুণের সঙ্গে বিয়ে করেন তরুণী। তবে সম্পর্ক ভেঙে গেলেও প্রেমিকের সঙ্গে ওই তরুণী বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ওই তরুণী জানিয়েছেন, তাঁর প্রেমিককে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানালে তিনি সেসময় তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। তাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে দিয়েছিলেন।

পুলিশকে তরুণী জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে হঠাৎ করেই প্রাক্তন প্রেমিক তাঁকে প্রধাননগর থানা এলাকার একটি হোটেলে দেখা করার কথা বলেন। বিশ্বাস করে প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে ওই হোটেলে চলে যান তরুণী। তবে তাঁর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটবে তা ভাবেননি। তরুণীর অভিযোগ, 'কথার অছিলায় হোটেলের একটি রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে ধর্ষণ করে।'

আজ আঠারোখাইয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী

বাগডোগরা, ১৮ এপ্রিল : এবার আঠারোখাই-শিবমন্দির এলাকায় প্রচারে আসছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের হয়ে রবিবার বিকেলে তিনি সভা করবেন আঠারোখাই খেলার মাঠে। যে কারণে মাঠের একাংশে পেভার্স ব্লক বিছিয়ে তৈরি করা হচ্ছে হেলিপ্যাড। জোরকদমে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। ইতিমধ্যে সভাস্থল পরিদর্শন করেছে অসম পুলিশের বিশেষ একটি দল। বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে সভার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারই জোর প্রস্তুতি চলছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অধিকারিকরা মাঠ পরিদর্শন করেছেন।' বিজেপি যুব মোর্চার নেতা অরিজিৎ দাস জানান, সভাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনওরকম যানজট বা সমস্যার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকা এবং বিএড কলেজের মাঠে গাড়ি রাখার জায়গা করা হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সভায় উপস্থিত থাকবে জেলা নেতৃত্ব।

নাম জড়াল মোফাক্কেরুলের শ্যালিকার

জালিয়াতিতে সাসপেন্ড দুই আইনজীবী

রায়গঞ্জ, ১৮ এপ্রিল : কড়ি ফেলেও মিলছে ভুয়ো অ্যাফিডেভিট। আর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত খোদ আইনজীবীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই আইনজীবী সদস্যকে সাসপেন্ড করল উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন। শুধু দুই আইনজীবীকে সাসপেন্ড করা নয়, কোনও সাধারণ মানুষ যাতে এমন প্রতারণার শিকার না হন, তার জন্য 'ফিডব্যাক ফর্ম' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার। প্রতারিতরা যাতে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য এই ব্যবস্থা।

শনিবার বারের সভাপতি শাওন চৌধুরী বলেন, 'জাল অ্যাফিডেভিট কাণ্ড বা প্রতারণার ঘটনায় মেহবুব আলম এবং রুনা খাতুন, দুই আইনজীবীকে দোষী সাব্যস্ত করে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুজনকে ৬ মে বারের সামনে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তদন্ত চলছে।' জানা গিয়েছে, রুনা সম্পর্কে মালদার মোথাবাড়ি কাণ্ডে ধৃত আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের শ্যালিকা।

ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অ্যাফিডেভিট, হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমন খবর। যে কারণে কয়েকদিন ধরে আদালতে ভিড় জমাচ্ছেন ডিলিটেড তালিকায় থাকা উত্তর দিনাজপুর জেলার ভোটাররা। আর এমন ভিড়কে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছে একটি চক্র। একটি অ্যাফিডেভিটের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রয়োজনমতো বিচারকের সই জাল করার অভিযোগও উঠেছে। রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ ভায়া গ্রামের

■ জাল অ্যাফিডেভিট কাণ্ডে দুই আইনজীবীকে সাসপেন্ড বার অ্যাসোসিয়েশনের, ৬ মে হাজিরার নির্দেশ

■ সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তদন্ত করে বার, প্রতারিতদের সঙ্গে কথা বলা হয় বারের তরফে

■ দালালচক্রের মোকাবিলায় আদালতে ফিডব্যাক ফর্ম চালু বারের, সরাসরি অভিযোগ পৌঁছাবে বারে

বাসিন্দা সইফুদ্দিন মহম্মদ সহ এমন প্রতারণার শিকার পঞ্চাশজনের কাছাকাছি বলে জানা গিয়েছে। সইফুদ্দিন বলেন, 'অ্যাফিডেভিটের জন্য রায়গঞ্জ আদালতের আইনজীবী রুনা খাতুনকে পাঁচ হাজার টাকা দিই। ওই অ্যাফিডেভিট রায়গঞ্জ বিডিও অফিসে দাখিল করে জানতে পারি এই নামে কোনও অ্যাফিডেভিট আদালতের রেজিস্টারে নথিভুক্ত নেই। শুধু তাই নয়, বিচারকের সই জাল।'

এমন মারাত্মক অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত কমিটি গঠন করে বার। অভিযোগের সত্যতার পাশাপাশি তদন্তে উঠে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এরপরেই বারের তরফে দুই আইনজীবীকে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি, ফিডব্যাক ফর্ম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমন সিদ্ধান্তের ফলে আদালত চত্বরে থাকা দালালচক্রকে নির্মূল করা যাবে বলে মনে করছে আইনজীবীদের একাংশ।

দুই আইনজীবীকে সাসপেন্ড করার প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের চেয়ারম্যান স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'জাল অ্যাফিডেভিটের অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং সমস্ত আইনজীবী একত্রিত হয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকলে, তাঁর বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বারের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রুনা।

মেহবুবের দাবি, 'অ্যাফিডেভিট কাণ্ডে আমাকে সাসপেন্ড করা হয়নি। অন্য একটি ঘটনায় দু'দিন আদালতে যেতে না করা হয়েছে।'

তৃণমূলকে তোপ শিখার

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বিধায়ক হয়েও তিনি এলাকায় কোনও কাজ করেননি বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। '২৬-এর নির্বাচনের আগে সেই অভিযোগ যেন আরও বেড়েছে। শনিবার এই অভিযোগের জবাব দিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। সেখানে একদিকে যেমন নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন, ঠিক তেমনই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে তোপ দাগেন তিনি। পাশাপাশি ভোটে জিতলে এলাকার উন্নয়নে কোন কোন কাজ করা হবে সেই বিষয়টিও তুলে ধরেন।

শিখার অভিযোগ, 'তৃণমূল রেলের জমি বিক্রি করছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের রেলের জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে। আর এদিকে রেলের সঙ্গে সংঘাত তৈরি হচ্ছে সাধারণ মানুষের।' বিজেপি প্রার্থীর আশ্বাস, তাঁরা রেলমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে পাট্টা অথবা লিজের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও ক্ষমতায় এলে সাহু নদীকে দখলমুক্ত করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ট্যুরিজম গড়ে তোলার আশ্বাসও দেন শিখা।

কাজের পরিসংখ্যান দিতে শিখা বলেন, 'বিধায়ক ফান্ডে আগে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হত। এখন সেটা ৭০ লক্ষ টাকা হয়েছে। সেই টাকায় বছরে একটা বড় রাস্তাও পাকা করা যায় না। তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় ছোট কংক্রিটের রাস্তা, সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি টাকার কাজের স্কিম দেওয়া রয়েছে ডিএম অফিসে।'

এছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে পানীয় জল, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, জমি দখল, নদী দখল, নেশার কারবার সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে সরব হন তিনি। শিখা জানান, ক্ষমতায় এলে এসব সমস্যার সমাধান করাই হবে তাঁদের মূল লক্ষ্য।

হেরিটেজ সচেতনতা সফর

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শনিবার ইউনেসকো বিশ্ব হেরিটেজ দিবস পালন করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। কার্সিয়াং থেকে ঘুম পর্যন্ত পড়ুয়াদের নিয়ে হেরিটেজ সচেতনতা সফরের আয়োজন করা হয় এদিন। যে কারণে ডিএইচআরের ঘুম মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানো হয় পড়ুয়াদের। পুরোনো দিনের স্টিম ইঞ্জিন ও ঐতিহাসিক জিনিসের গুরুত্ব, ইতিহাস তুলে ধরা হয়। স্বাভাবিকভাবেই খুশি পড়ুয়ারা। পাশাপাশি ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও কুইজ। সফল প্রতিযোগীদের পাশাপাশি হেরিটেজ সংরক্ষণে যাঁদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তাঁদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএইচআর কর্মী-আধিকারিকরা।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃপক্ষের নোটিশ অনুযায়ী কোচবিহার রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনে যানবাহন রাখা নিষেধ। অথচ নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়ে থাকছে টোটো। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বিদেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে কনসালটেন্সি সেন্টারের আড়ালে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার প্রতারিতরা প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, ওই কনসালটেন্সি সেন্টার প্রধাননগরে একটি জায়গায় ভাড়া নিয়ে চালু করেছিলেন চম্পাসারির অভিষেক ঘিমিরি নামের এক ব্যক্তি। এরপর চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ। বর্তমানে অভিষেক পলাতক। ওই কনসালটেন্সি সেন্টারও বন্ধ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

জনবিন্যাস বুঝে সভাস্থল বাছাই পদ্মের

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যত মত, তত পথ'।

নির্বাচনি কৌশলে সমস্ত পথই খোলা রাখছে বিজেপি। তাই উত্তরের জনবিন্যাস এবং রাজনৈতিক সমীকরণকে মাথায় রেখে একের পর এক 'তাস' ফেলছে পদ্ম শিবির।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো মেগা সভা করছেন। আদিবাসী, রাজবংশী, মতুয়াদের মন জয়ে পা রেখেছেন বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও অবাঙালি ভোট, তো কোথাও উদ্বাস্তু ভোটের প্রাধান্য বেশি। কোথাও আদিবাসী চা শ্রমিকদের ভোটই জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি ঠিক করে। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পদ্মশিবির নিজেদের জনপ্রিয় নেতাদের কাজে লাগাতে চাইছে। যে ক্ষেত্রে যাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেশি, সেখানে সেই মুখ দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদ থেকে অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধান প্রতিপক্ষ রাজ্যের ক্ষমতায় দেড় দশক ধরে থাকা তৃণমূলকে বিঁধছেন যোগী আদিত্যনাথ থেকে হিমন্ত বিশ্বশর্মা। যদিও এতে আপত্তি কোথায়, প্রশ্ন তুলছে বিজেপি নেতৃত্ব। যেমন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর যুক্তি, 'বিজেপি সর্বভারতীয় দল। দেশজুড়ে জনপ্রিয় নেতার সংখ্যা কম নয়। সবার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ জয় করা।'

ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গে এসে সেই হিন্দুত্ববাদী ভাবাবেগকেই উসকে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যথারীতি অনুপ্রবেশ এবং জাতীয় সুরক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি 'বুলডোজার' দাওয়াইয়ের কথা বলেছেন। যোগীর বেশিরভাগ সভার ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে। শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কিংবা নকশালবাড়িতে আনা হতে পারে তাঁকে। অসম লাগোয়া আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি শিলিগুড়ির বাতাসিতে নিয়ে আসা হয়েছিল অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে।

এই জনপদগুলিতে অসমের প্রচুর মানুষের বসবাস রয়েছে বা এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যের। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীও সীমান্ত সিল করার পক্ষে সওয়াল করে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমি না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। বক্তব্যে তিনি টেনে এনেছেন অসমের চা শ্রমিকদের মজুরির কথা। অর্থাৎ তৃণমূল শাসনে যে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বঞ্চিত, তা তুলে আদিবাসীদের ভোট বিজেপির বাক্সে টানার চেষ্টা করেছেন।

শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে কয়েকটি কেন্দ্রে অবাঙালি ভোটাররা বড় ফ্যাক্টর। যে কারণে অবাঙালি বিভিন্ন স্তরের নেতাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার শিলিগুড়ির এসএফ রোড সহ অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় রোড শো করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। মাড়োয়ারিদের কাছে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে ভজনলালকে নিয়ে আসা বলে মনে করা হচ্ছে।

নয়া কেন্দ্রে ভোট দেবেন তিস্তাপল্লির বাসিন্দারা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বাসস্থান বদলেছে আগেই, এবার বদলে গেল ভোটকেন্দ্রও!

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ভয়াবহ বন্যায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লালটং এবং চমকডাঙ্গি বস্তি তিস্তার গ্রাসে চলে যায়। ঘরবাড়ি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন এখানকার মানুষজন। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারের তরফে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের মজুয়া বস্তিতে এই দুটি বস্তির ১৩২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এই বস্তির নাম দেওয়া হয় তিস্তাপল্লি।

এদিকে, ঠিকানা বদল হলেও ভোটকেন্দ্র কোথায় হবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। কেন-না, ঠিকানা পরিবর্তনের পর এবারই প্রথম ভোট দেবেন এখানকার ভোটাররা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগে যখন তাঁরা লালটং এবং চমকডাঙ্গি বস্তিতে বসবাস করতেন তখন তাঁদের ভোটকেন্দ্র ছিল স্থানীয় নেপালি ভানু প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে নদীভাঙনে ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটিও ভেসে যায়। ফলে নতুন জায়গায় এসে কোথায় ভোটকেন্দ্র হবে তা নিয়ে সংশয় ছিলই। তবে '২৬-এর নির্বাচনের আগে জানা যায়, এখানকার ভোটারদের জন্য মজুয়া প্রাথমিক স্কুলে ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে।

স্থানীয় সুশীলা ভুজেল বললেন, 'কোথায় ভোট দেব তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। দিনকয়েক আগে জানতে পারলাম নতুন ঠিকানার পাশেই ভোটকেন্দ্র হয়েছে। সেখানেই ভোট দিতে হবে। হেঁটে ভোটকেন্দ্রে যেতে দশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।'

তিস্তাপল্লির পঞ্চায়েত সদস্য ডোমা শেরপার কথায়, 'ভোট দিতে যেতে কারও যাতে অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে। নতুন ঠিকানার কাছাকাছি ভোটকেন্দ্র হওয়ায় অনেকটা সুবিধাই হয়েছে।'

তিস্তাপল্লিতে ঘর তৈরির কাজ চলছে। ছবি : সূত্রধর

এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখানকার ৮ জন ভোটারের নাম 'ডিলিটেড' হয়েছে। নতুন তালিকায় নাম রয়েছে ৩০৩ জন ভোটারের। নদীভাঙনের কবলে পড়ে ঠিকানা বদলানোর পর, নতুন ভোটকেন্দ্র পাওয়ায় খুশি ভোটাররা। তবে ভোটকেন্দ্র পেলেও তিস্তাপল্লির বাসিন্দাদের আজও একাধিক সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নতুন ঠিকানা পেলেও, আজও তাঁদের পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুরোনো জায়গায় সকলেরই কৃষিজমি, পশুপালন ছিল। বস্তির বেশিরভাগ বাসিন্দা এর মাধ্যমেই জীবনধারণ করতেন। তবে নতুন ঠিকানায় তাঁদের শুধু বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এখানকার বাসিন্দা বর্তমানে যে কাজ পাচ্ছেন সেই কাজই করছেন।

স্থানীয় বিশাখা তামাং বললেন, 'পুনর্বাসন দেওয়া হলেও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। পাশের এলাকা থেকে জল আনতে হয়। তাছাড়া সেভাবে কাজও মিলছে না।' স্থানীয়দের আশা, এবারের ভোটে যিনি জয়ী হয়ে বিধায়ক হবে তিনি তাঁদের এই সমস্যাগুলির সমাধান করবেন। সেই আশা থেকেই এবার নতুন ঠিকানায় ভোট দিতে যাবেন তাঁরা।

জমি হাতানোয় নাম শাসকদলের

ক্ষতিপূরণের টাকা উড়ছে ভোটে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৮ এপ্রিল : স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও শোনা যায় 'মা-মাটি-মানুষ' স্লোগান। জনে জনে এনিয়ে নানা সময় হরেক রকমের অর্থ দাঁড় করিয়েছে। টাকার উৎস যদি হয় মাটি বা আরেকটু নিখুঁতভাবে বললে মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া গ্যাসের পাইপলাইন, তাহলে বিতর্ক তৈরি হয়। সূত্র বলছে, এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তত তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষতিপূরণের টাকায় ঝড় উঠছে ভোটের বাতাসে।

মাটির নীচ দিয়ে যাওয়া গ্যাস পাইপলাইনের জন্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ কয়েকশো কোটি টাকা ঘুরপথে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পকেটে ঢোকার সাজানো ছক হার মানাতে পারে থ্রিলার ওয়েব সিরিজকেও। কোথাও আদিবাসী, কোথাও সংখ্যালঘু, আবার কোথাও তপশিলিদের জমি হাতিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ। এই কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে শাসকদল তৃণমূলের পদাধিকারী ও নেতা-নেত্রীরা। ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজার, রাজগঞ্জ সর্বত্র ছবিটা একই। যাঁদের নামে গ্যাস পাইপলাইনের মোটা টাকা লেনদেনের হদিস মিলছে তাঁরা শাসকদলেরই লোক। তবে মাথার ওপর অত্যন্ত ক্ষমতাবান কারও হাত না থাকলে যে কোটি কোটি টাকা এঁদের পক্ষে হজম করা অসম্ভব, তাও বুঝছেন সকলেই।

মালবাজারে এমনই জমি হাতিয়ে গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষতিপূরণ নেওয়ার ঘটনায় সরাসরি নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জিতনি মাহালির। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় যিনি মোটা অঙ্কের টাকা তুলেছেন সেই রাজেশ হক তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের তাবড় নেতা। মালবাজার শহরের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় ২০২৩ সালের ১৯ অগাস্ট জিতনি মাহালির নামে খোলা একটি সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকেই হয়েছে সমস্ত লেনদেন। মূল ঘটনার প্লট অবশ্য মালবাজার শহর থেকে অনেক দূরে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সেনপাড়ায়।

অজ পাড়াগাঁয়ে ভিখারি ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তির থেকে সাড়ে আট লাখ টাকায় ১৭ ডেসিমাল বা ১০ কাঠা জমি কেনেন মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ১২ হাজার টাকা মাসিক বেতনে চাকরি করা তৃণমূল নেত্রী জিতনি। সুজয় ভদ্র নামে গ্যাস পাইপলাইন সংস্থার এক পদস্থ কর্মীর বিরুদ্ধে। গরমিলের অভিযোগে তাঁকে মাঝপথে ক্ষতিপূরণ বিলির প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেয় গ্যাস পাইপলাইনের কাজের বরাত পাওয়া কোম্পানি। সেজন্য অবশ্য জিতনি সহ অন্যদের অ্যাকাউন্টে ঢোকা কয়েক কোটি টাকা ফেরত দিতে হয়নি।

ঘটনাস্থল কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সেনপাড়ায় ঢুঁ দিলেও এই জমি কেনাবেচা নিয়ে অচেনা লোকের সামনে কেউ মুখ খোলেন

বিতর্কের কেন্দ্রে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জিতনি মাহালি।

এছাড়াও একই এলাকার বাসিন্দা টোকলা ওরাওঁ, টোডো ওরাওঁ, রাতিয়া ওরাওঁদের আরও অন্তত ৫৫ ডেসিমাল জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিয়ে নেন তৃণমূল নেত্রী। আদিবাসী জিতনি যেভাবে আদিবাসীদের জমি কেনেন বা লিজ নিয়েছেন সেই একই কায়দায় সংখ্যালঘু নেতার নামে সংখ্যালঘুদের জমি সহ রাজবংশী, নমশূদ্র সহ তপশিলিদের জমিও নানা কৌশলে 'নো অবজেকশন'-এর নামে হাতিয়ে নেওয়া হয়। এলাকায় গুঞ্জন, ক্ষমতাবান কারও ইশারাতেই জিতনি সহ তাঁর সঙ্গীদের অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত ভূমি আধিকারিকের অফিসের কর্মীরা থেকে গ্যাস সংস্থার আধিকারিকদের একাংশ। একাজে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে না। বহিরাগত সাংবাদিক পরিচয় এবং আই কার্ড দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর একজন বলেন, 'লোকাল এজেন্ট এখানেই আছে। সেই জমিগুলো হাতিয়ে তুলে দিয়েছে। এর আসল মাথা অনেক ক্ষমতাবান। তাঁর কাছেই গিয়েছে টাকার বেশিরভাগ। ক'দিন পরেই নীচ দিয়ে পাইপলাইন যাবে, আগে জানা গেলে কেউ জমি বিক্রি তো দূরের কথা, লিজের এনওসি-ও দিত না। ভোটের ফলাফলটা বের হোক। তারপর দেখবেন সবাই মুখ খুলবে।'

বিস্তারিত অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল নেত্রী জিতনি মাহালিকে ফোন করা হলে সমস্ত তথ্য, ব্যাংকের লেনদেনের হিসেব শুনে অপ্রস্তুত তৃণমূল নেত্রীর জবাব, 'আমি এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারব না। অন্তত মোবাইল ফোনে তো বলবই না।'

আলাদা লড়াইয়ে অনড় কেএসডিসি-র বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের জনজাতির স্বার্থে কাজ করা সংগঠনগুলির অস্তিত্ব সংকটে। প্রতিবার ভোটের আগে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলেছে। নেতাদের মধ্যে কোন্দল, মতভেদ সংগঠনগুলিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। দ্বন্দ্ব-রোগ থেকে বাদ গেল না কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলও (কেএসডিসি)।

কেএলও প্রধান জীবন সিংহ সহ সংগঠনের একাংশ বিজেপিকে সমর্থন জানালেও অন্য অংশ এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে এখনও অনড়। যদিও কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)-র সভাপতি তপতী রায় মল্লিকের বক্তব্য, 'জীবন সিংহের নেতৃত্বেই সংগঠনের অস্তিত্ব। সেই জীবনের নির্দেশকেই যাঁরা মানতে চাইছেন না, তাঁদের অস্তিত্ব থাকবে কি না মানুষ ঠিক করবেন।' প্রয়োজনে নতুন করে সংগঠনের কাজ হবে বলে তিনি দাবি করেছেন। তাতে সংগঠনের কিছুটা হলেও যে ক্ষতি, তা স্বীকার করেছেন তিনি।

কেএসডিসি-র বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা সুব্রত রায় বলছেন, 'ব্যক্তিস্বার্থে রাজনৈতিক দল চলতে পারে না।' জীবনকে দেখে তাঁদের সংগঠন তৈরি হয়নি বলে তিনি দাবি করেছেন। ফলে জীবনও যদি তাঁদের সঙ্গে না থাকেন, তবুও তাঁরা আলাদাভাবেই প্রার্থীদের নিয়ে লড়াই করবেন বলে সুব্রতর সাফ কথা। জীবন শুক্রবারই গেরুয়া শিবিরকে সমর্থনের কথা ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন। সুব্রতর বক্তব্য, 'আমাদের সঙ্গে ১৮ জন প্রার্থী রয়েছেন। আমরা একাই লড়াই করব। মানুষের মধ্যে যে আস্থা তৈরি হয়েছে, তা নষ্ট করা ঠিক হবে না।' কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির অধীর গোষ্ঠী কেএসডিসিকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কোন্দলে এখন কুল রাখি না শ্যাম রাখি অবস্থা কেপিপির। কোন গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করবে, এ নিয়ে চিন্তায় রয়েছে নেতৃত্ব। কেপিপি-র মুখপাত্র চন্দন সিংহ বলছেন, 'সংগঠনের মধ্যে বিভাজন তৈরি হলে দুর্বল হয়। মানুষের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে যায়। কেএসডিসি-র প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল, সেটা কতটা থাকবে জানি না।'

এদিকে, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মনের বক্তব্য, 'জাতি মাটির স্বার্থে কাজ করতে হলে অনেক সময় কোনও কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানাতে হয়। কিন্তু বিভাজন যে স্থানীয় দলগুলিকে পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।' বংশী জানাচ্ছেন, তাঁরা বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছেন রাজবংশী ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির আশ্বাস পেয়ে।

কেপিপি-র বুধারু গোষ্ঠী তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছিল। সভাপতি বুধারু রায়ের দাবি, 'কেএসডিসি নতুন করে মানুষের মধ্যে যে আস্থা পাওয়া শুরু করেছিল, সেটাও কার্যত হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তিস্বার্থ জাতি, মাটির স্বার্থে কাজ করা সংগঠনগুলির অস্তিত্বকে শেষ করে দিচ্ছে।'

তবে তাঁরা আটটি দাবিতে তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছেন। দাবিগুলি কতটা পূরণ হবে, ভোটের পরে বোঝা যাবে বলে মনে করছেন বুধারু স্বয়ং।

চল ঘরে চল... *কোচবিহার শহর সংলগ্ন বাঁধের ধারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

ফেস্টুন নিয়ে গরম শহর, ধৃত শূন্যই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : এবারের বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে ফ্লেক্স, ফেস্টুনই যেন কাহিনীর মূল ভিলেন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির তরফে তোলা অভিযোগ, পালটা অভিযোগ ঘিরে প্রথম থেকেই শহরের রাজনীতির ময়দান সরগরম।

প্রথম দিকে এই তালিকায় না থাকলেও পরে যোগ হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়ার নাম। তাঁরও নাকি একাধিক পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। শনিবার সিপিএমের তরফে পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের পোস্টারের উপর তৃণমূলের পোস্টার লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়।

পুলিশের কাছে অভিযোগও কম হয়নি। ফ্লেক্স, দলীয় ঝান্ডা ছেঁড়া, খুলে ফেলার সিসিটিভি ফুটেজ (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) বিভিন্ন সময় ভাইরাল হয়েছে। অথচ শনিবার পর্যন্ত পুলিশ নির্দিষ্টভাবে এধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কার বলেন, 'সমস্ত অভিযোগই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এর মধ্যেই জল্পনা বাড়ছে, সবটাই কি দুষ্কৃতীদের কর্মকাণ্ড? নাকি, কিছুটা হলেও জল মেশানো হচ্ছে? তাহলে কি স্রেফ হাওয়া গরম করতে ভোট প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থীরা সুর চড়াচ্ছেন পরস্পরের বিরুদ্ধে?

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাঁর ফ্লেক্স ছেঁড়া, দলীয় ঝান্ডা খুলে নিকাশিনালায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। তিনি সরাসরি বিজেপি এবং দলের শিলিগুড়ির প্রার্থীকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। দিনকয়েক আগে ৩, ৪৬ নম্বর সহ একাধিক

বিজেপি ও তৃণমূলের ছেঁড়া পোস্টার।

ওয়ার্ডে ঘুরে গৌতম তাঁর ছবি দেওয়া ফ্লেক্স, ফেস্টুন ছেঁড়া অবস্থায় দেখার পর অভিযোগ তোলেন, 'জুমলাবাজ, নব্য বিজেপি, লাল পদ্ম এক নেতা এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। মানুষ এই ধ্বংসকারী দলের বিরুদ্ধে ২৩ এপ্রিল ইভিএমে জবাব দেবেন।'

১৩ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের ফ্লেক্সে গৌতমের ছবিতে মুখের ওপরে বিজেপির স্টিকার সেঁটে দেওয়ার ঘটনাও নজরে এসেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পিছিয়ে নেই বিজেপিও। কয়েকদিন আগে নিউ সিনেমা রোডের একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি বিজেপির ঝান্ডা খুলে নিকাশিনালায় ফেলে দিচ্ছেন। সেই ঘটনা নিয়ে বিজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। শংকরের দাবি, আমাদের সব ফ্লেক্স, ফেস্টুন তৃণমূল ছিঁড়ছে, ঝান্ডা তৃণমূল খুলে ফেলে দিচ্ছে- এই কথা বলছি না। আমরা চাই, পুলিশ সবকটি ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক। কিন্তু গৌতম দেব অদ্ভুত আচরণ করছেন। একটা বিধানসভা নির্বাচনে মানুষকে বলার মতো কোনও ইস্যু না পেয়ে শুধু ছেঁড়া ফ্লেক্স, ফেস্টুন দেখাচ্ছেন।

বিদায়ি বিধায়কের খোঁচা, 'অন্য কোনও ইস্যু না পেয়ে হয়তো তৃণমূল নিজেদের লোকজনকে দিয়েই ফ্লেক্স, ফেস্টুনগুলি ছিঁড়ছে। পরদিন সেখানে গিয়েই গৌতম দেব সেগুলি দেখিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।' গৌতম অবশ্য বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি ঘটনারই নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশন কী ব্যবস্থা নেবে তাদের ব্যাপার।'

পুলিশ কার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানতে চাইলে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ (ট্রাফিক ও পশ্চিমের বাড়তি দায়িত্ব) কোনও মন্তব্যই করতে চাননি।

শংকরের জন্য আবেদন গজেন্দ্রর

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শনিবার সেবক রোডের একটি ভবনে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। সেখানে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ বার্তা দেন তিনি। তবে ওই বৈঠকে পাহাড় ও সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মধ্যে দিয়ে ভোটের প্রচার সেরেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি সরাসরি শিলিগুড়ির বিজেপির প্রার্থী শংকর ঘোষকে জয়ী করার আবেদন জানান। তবে ব্যবসায়ীদের কম উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বৈঠকে ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় পর্যটন উদ্যোক্তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে বর্তমান পরিকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ এবং অনুদান সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে কালিম্পংয়ের পর্যটনকেন্দ্রগুলির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবি জানানো হয়। মন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে জানান, পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর। নতুন নতুন পর্যটন সার্কিট তৈরি এবং কালিম্পংকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

কালিম্পংয়ের এক পর্যটন ব্যবসায়ী রোপওয়ে বন্ধ, কালিম্পং পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, জাতীয় সড়ককে চার লাইনের করার দাবি তোলেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব দাবি পূরণ হবে বলে মন্ত্রী বলেন। তাঁর বক্তব্য, রোপওয়ের জন্য ৯০ শতাংশ বরাদ্দ হলেও তৃণমূল সরকারের কারণে তা আটকে রয়েছে।

রাজ্যের পর্যটন নীতিকে সমালোচনা করে গজেন্দ্র বলেন, 'গত কয়েক বছরে রাজ্যের তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গের পর্যটনের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনও ভূমিকা নেয়নি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতেও রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে উত্তরবঙ্গ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ পাহাড় ও সমতলের পর্যটনকে ঢাল করে প্রচুর প্রচার করা হয়েছে।'

ধৃত ২

চোপড়া, ১৮ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার সুইগছ এলাকায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষের ঘটনায় শুক্রবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কার্তিক সিংহ ও কৃপা সরকার নামে ওই দুই ধৃতকে শনিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। যদিও আদালত থেকে দুজনেই জামিনে ছাড়া পেয়েছেন।

নকশালবাড়িতে মল্লিকার্জুন খাড়গের সভার প্রস্তুতি। শনিবার।

নকশালবাড়িতে কাল খাড়গে

নকশালবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : তিন জেলার কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে সোমবার নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গের জনসভা আয়োজিত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার মাঠে সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল কংগ্রেসের রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি মণীশ তামাং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমিতাভ সরকার, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক, জেলা কংগ্রেসের অবজার্ভার সঞ্জয় টাকাম, জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি জীবন মজুমদার, নকশালবাড়ি কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মহম্মদ ইমরান, আলি আক্তার মুশলদ্দিন আহমেদ, নকশালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি উজ্জ্বল দাস প্রমুখ। এদিন সভা মঞ্চ ও হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সোমবার দার্জিলিংয়ের পাঁচ প্রার্থী, কালিম্পংয়ের ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করবেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি। ওই সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে কানহাইয়া কুমার, দীপা দাসমুন্সি ও পাপ্পু যাদবরাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক। তিনি বলেন, 'সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি এখানে সভা করতে আসবেন। আমাদের সাত প্রার্থীর সমর্থনে তিনি প্রচার চালাবেন।'

পোস্টার লাগাতে গিয়ে আক্রান্ত

তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত মাটিকুন্ডা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল : শুক্রবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডা এলাকায়। দলীয় প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালার পোস্টার লাগাতে গিয়ে তৃণমূলেরই আরেক গোষ্ঠীর কর্মীদের হাতে আবদুল খালেক নামে এক কর্মী আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের। কারণ, এই মাটিকুন্ডাতেই গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে গোষ্ঠী সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। ভাঙচুর, লুটপাট হয়েছিল একাধিক বাড়ি, জখম হয়েছিলেন অনেকে।

শুক্রবার রাতে দলীয় প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালার পোস্টার লাগানো নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। গুরুতর জখম আবদুল খালেককে প্রথমে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার দুই তৃণমূল নেতা মেহেবুব আলম ও শাহনওয়াজ আলমের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। শাহনওয়াজ বিদায়ি বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীর অনুগামী বলে পরিচিত। শাহনওয়াজ অবশ্য সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। কানাইয়ালাল জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দলীয় সূত্র বলছে, দুই গোষ্ঠীর পুরোনো দ্বন্দ্বের জেরেই শুক্রবার রাতের ঘটনা। তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ার সমর্থনে এলাকায় ব্যানার লাগাচ্ছিলেন আবদুল নামে ওই কর্মী। সেই ব্যানারে মেহেবুব আলমেরও ছবি ছিল। আর তাতেই শাহনওয়াজ শিবিরের রোষের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। খালেকের স্ত্রী জোসনারা বেগম বলেছেন, 'শাহনওয়াজ আলম ও তাঁর অনুগামীরা আমার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করেন। কোনওক্রমে স্বামী পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। আমি এর বিচার চাই।'

যদিও এনিয়ে শাহনওয়াজ বলছেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। পরিকল্পনা করে কিছু মানুষ আমার বিরুদ্ধে এসব চক্রান্ত করছে। এই মারধরের ঘটনার বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।' তবে দুই পক্ষই যে তৃণমূল

> **দুই পক্ষই তৃণমূল করে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **কানাইয়ালাল আগরওয়াল**
> *তৃণমূল প্রার্থী*

করে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন কানাইয়া। তিনি বলছেন, 'দুই পক্ষই তৃণমূল করে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইসলামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই মাটিকুন্ডাতেই সিভিক ভলান্টিয়ার খুনের ঘটনার পর মাসের পর মাস উত্তেজনা বিরাজ করার নজির রয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন মাটিকুন্ডা বাজার বন্ধ ছিল। ফলে নতুন করে মাটিকুন্ডায় গোষ্ঠী কাজিয়া ঘাসফুল শিবিরের রাতের ঘুম উড়িয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

জঞ্জালের স্তূপ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেগুলি সাফাই করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশে রয়েছে পুলিশের ব্যাটালিয়ন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাইরে থেকে আবর্জনা এনেও সেখানে ফেলা হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে আবর্জনা তোলা হচ্ছে। ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে থেকেও আবর্জনা তুলে নেওয়া হবে।'

বন্ধ বহু বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভোটের প্রভাব উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) পরিষেবায়। শিলিগুড়ি ডিভিশন থেকে নির্বাচনি কাজে ২০টি বাস তুলে নেওয়ায় সরাসরি প্রভাব পড়ল একাধিক রুটের যাত্রী পরিষেবায়। সাধারণ বাসের অভাবে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে সুপার পরিষেবার পাশাপাশি বন্ধ শিলিগুড়ি-সাগরদিঘি, শিলিগুড়ি-বেলডাঙ্গা, শিলিগুড়ি-কৃষ্ণনগর রুটের বাস পরিষেবা। ঘাটতি মেটাতে জেএনএনইউআরএম ও সিএনজি বাস প্রথমবারের মতো চালানো শুরু করেছে নিগম। যার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ি-রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি-বালুরঘাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ রুট। মালদা রুটেও বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ায় যাত্রী পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি থেকে মালদা যাওয়ার জন্য ফরাক্কাগামী বাসগুলির ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে যাত্রীদের। সংস্থার ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলছেন, 'যাত্রী পরিষেবা যতটা পারা যায়, স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এজন্য নানা পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।'

ভোট এলেই এনবিএসটিসি-র বাসে টান পড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। যথারীতি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে যাত্রী পরিষেবায়। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনের তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যাতায়াতের জন্য ২০টি ডিজেলচালিত সাধারণ বাস নেওয়া হয়েছে। ফলে সংস্থার শিলিগুড়ি ডিভিশনে রয়েছে জেএনএনইউআরএমের ২৯টি, সিএনজির ১২টির পাশাপাশি ডিজেলচালিত ৭টি সাধারণ বাস। সাধারণত, জেএনএনইউআরএমের বাসগুলি ছোট রুটে চালানো হয় এবং ডিজেলচালিত বাসগুলি ব্যবহার করা হয় লম্বা রুটের ক্ষেত্রে।

শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রুট সহ বালুরঘাট, মালদা, রায়গঞ্জের জন্য এই বাসগুলি ব্যবহার করা হয়। যদিও ডিজেলচালিত সাধারণ বাসের অধিকাংশই নির্বাচন কমিশন তুলে নেওয়ায় সংকটে পড়েছে এই রুটগুলো। এই পরিস্থিতিতে রায়গঞ্জ রুট স্বাভাবিক রাখার জন্য জেএনএনইউআরএম বাসের ওপরেই নির্ভর করছে নিগম। ডিভিশনাল ম্যানেজারের কথায়, 'পরীক্ষামূলকভাবে শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ রুটে প্রথমবার জেএনএনইউআরএমের বাস চালানো হচ্ছে। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট রুটেও প্রথমবারের জন্য সিএনজি বাস চালানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে রাস্তার মধ্যে একটি সিএনজি পাম্প থেকে রিফিলিং করে নেওয়া হচ্ছে।'

...বাড়ি আছো? *শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে ছবিটি তুলেছেন শ্রীজা বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আবর্জনার চাপে মাগুরমারি নদী যেন নালা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ এপ্রিল : আবর্জনা জমতে জমতে নালায় পরিণত হয়েছে মাগুরমারি নদী। আকাশে-বাতাসে দুর্গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা না দিয়ে মাগুরমারি সেতু অতিক্রম করা দায়। শুধু সেতুর কাছেই নয়, সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এই দুর্গন্ধের উৎস মাগুরমারি সেতুর পাশে সরকারি জমি। কারণ সেখানে আঠারোখাইয়ের গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বাজার, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও আবাসনের আবর্জনা জমা থাকে। তারপর গাড়িতে তুলে বুড়াগঞ্জে একটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এখন আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ বলেন, 'মাগুরমারি নদীর পাশে সরকারি জমিতে আবর্জনা সংগ্রহ করে রাখা হত। তারপর গাড়িতে তুলে বুড়াগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হত। ওখানে সরকারি প্রোজেক্ট হবে। এজন্য আর আবর্জনা সংগ্রহ করে জমা করা যাবে না। আমরাও সুবিধাজনক কোনও জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না যেখানে আবর্জনা জমা করতে পারব। জমি পাওয়াটাই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও চেষ্টা করছি।'

আবর্জনায় ভরে গিয়েছে মাগুরমারি নদীর খাত।

এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কের একদিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে আইন কলেজ। পাশেই মাগুরমারি নদী। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাগুরমারি সেতুর পাশের জমিতে বাইরে থেকে অনেকে স্কুটারে করে এসে আবর্জনা ফেলে যান। এখন পরিস্থিতি এমন যে, আবর্জনা জমতে জমতে তা আইন কলেজের দেয়ালের পাশে এমনকি এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর ফুটপাথে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে নদীর জল দূষিত হচ্ছে। সম্প্রতি আইন কলেজের কয়েকজন পড়ুয়া আঠারোখাইয়ের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অভিযোগ জানান।

আইন কলেজের ছাত্রী মৌকণা রায় বলেন, 'আমাদের কলেজে যাতায়াত করতে হয় নাকে কাপড় চাপা দিয়ে। ক্লাস পর্যন্ত দুর্গন্ধ আসছে। কয়েকদিন আগে আমরা পড়ুয়ারা এককাট্টা হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অভিযোগ করে এসেছি। জানি না কবে দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাব।' দুর্গন্ধ আঠারোখাইয়ের বিধানপল্লি, ইন্দিরাপল্লি এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউ পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

ইন্দিরাপল্লির বাসিন্দা স্বাগতা মজুমদার বলেন, 'উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করলে দরজা, জানলা বন্ধ করে দিতে হয়।' বিধানপল্লির নরেশ বর্মনের অভিযোগ, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরিক পরিষেবা বলতে আর কিছু নেই।' আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা সিপিএম নেতা অসিতকুমার নন্দী বলেন, 'বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে মাগুরমারি সেতুর পাশে সরকারি জমিতে জমা করত গ্রাম পঞ্চায়েত। এর ফলে নদী এখন নালায় পরিণত হয়েছে। এখন দেখছি, আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষ কোথায় আবর্জনা নিয়ে ফেলবে?'

ছোট্ট তারা

মনীষা মল্লিক হাকিমপাড়া প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। বেশ ভালো ছবি আঁকে।

পুরকর্মীরা কাজ ফেলে বৈঠকে

পর্যবেক্ষককে নালিশ বিজেপির

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : প্রাধান্য পেল তৃণমূলের বৈঠক। নাগরিক পরিষেবা যেন গুরুত্বহীন। শনিবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকে তৃণমূল। বৈঠক উপলক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের কয়েকঘণ্টা আগেই কাজ সেরে নেন সাফাইকর্মী এবং নির্মলসাথীরা। বৈঠকে শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা ভোটভিক্ষা করেন বলে অভিযোগ। বৈঠক শেষে উপস্থিত কর্মীদের বিরিয়ানির প্যাকেট দেওয়া হয়। বিজেপির দাবি, গোটা বিষয়টিতে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। তারা নির্বাচনি পর্যবেক্ষককে অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও ভোট চাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন গৌতম ও রঞ্জন দুজনেই।

বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ওই বৈঠকে পুরনিগমের ৪৬টি ওয়ার্ডের সাফাইকর্মী এবং নির্মলসাথীরা যোগ দেন। সাফাইকর্মীদের যেখানে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়, সেখানে ওই বৈঠকের কারণে বেশিরভাগ ওয়ার্ডে সাড়ে ১০টা, ১১টার মধ্যে কাজ শেষ করে দেন তাঁরা। সকাল ১১টা থেকেই অ্যাথলেটিক ক্লাবের সামনে সাফাইকর্মীদের ভিড় শুরু হয়। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁদের সেই লাইন শিলিগুড়ি কলেজের ১ নম্বর গেটের কাছাকাছি চলে যায়। ভিড় বাড়ায় বাইরে সবাইকে লম্বা লাইন করে দাঁড় করানো হয়। কয়েকজন সাফাইকর্মী বলেন, 'পার্টি মিটিংয়ে ডেকেছে। তাই এসেছি।' কে ডেকেছে? প্রশ্ন করতে তাঁরা বলেন, 'অফিস থেকে বলা হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করে বাঘা যতীন ক্লাবে যেতে হবে। গৌতম দেব মিটিং করবেন। তাই এসেছি।'

বৈঠক প্রসঙ্গে রঞ্জন অবশ্য বলেন, 'নির্বাচনি বিধিভঙ্গের কোনও বিষয় নেই। সমস্ত অস্থায়ী কর্মীকে ডেকে কথা বলা হয়েছে।' অন্যদিকে, গৌতমের বক্তব্য, 'সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালাম। আমি চাইলে পুরনিগমে বৈঠক ডাকতে পারতাম। কিন্তু সেটা করিনি। আমি কাউকে ভোট দেওয়ার কথা বলিনি। ফলে নির্বাচনি বিধিভঙ্গের প্রশ্ন আসছে না।'

বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে পুরকর্মীদের ভিড়। -সংবাদচিত্র

এদিকে, বৈঠকের খবর পেয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ ঠুকেছে বিজেপি। শিলিগুড়ির পদ্ম প্রার্থী শংকর ঘোষের কথায়, 'কোনও কর্মচারী ভালোবেসে ওই বৈঠকে যাননি। তাঁদের যেতে বাধ্য করা হয়েছে। নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে নির্দিষ্ট পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।'

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পুরনিগমের কর্মীদের নির্বাচনি প্রচারে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। ঠিক তার পরদিন কাজ ফাঁকি দিয়ে সাফাইকর্মীদের নিয়ে শাসকদলের দুই প্রার্থীর বৈঠক ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। ওই বৈঠকে গৌতম পুরনিগমে গত চার বছরে জঞ্জাল সাফাই বিভাগে নতুন গাড়ি কেনা সহ কী কী পরিষেবা যুক্ত হয়েছে, সেসব ফিরিস্তি দেন। তৃণমূল পুর বোর্ডে থাকলে আগামীতে আরও উন্নয়ন হবে বলে কর্মীদের বার্তা দেওয়া হয়।

এরপর শাসকদলের দুই প্রার্থী ভোটভিক্ষা করেন। বৈঠক শেষে প্রত্যেক কর্মীর হাতে একটি করে কুপন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই কুপনের বিনিময়ে অন্য একটি কাউন্টার থেকে বিরিয়ানির প্যাকেট বিলি করা হয় বলে সাফাইকর্মীরা জানিয়েছেন।

তাপ বাড়তেই তরমুজের চাহিদা বাড়ছে। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে শনিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

বামের প্রচার

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী দিলীপ সিং শনিবার প্রচারের ফাঁকে জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, 'প্রার্থী হিসেবে আমি নিজে ৯০ শতাংশ এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। ভোটে জিতলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার মানুষের যা যা সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করাই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য।' ১৯ এপ্রিল শক্তিগড় পাঁচ নম্বর রাস্তার সামনে থেকে এবং ২০ এপ্রিল ডন বসকো মোড়ের সামনে থেকে প্রার্থী দিলীপের সমর্থনে রোড শো করবে সিপিএম। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২২, ২৩, ২৪, ২৮ সহ আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে সভা, র‍্যালির মাধ্যমে এদিন জনসংযোগ করেন শিলিগুড়ি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী।

টাকা বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শনিবার রাতে ফুলবাড়ির ক্যানাল মোড়ে নাকা তল্লাশি চলাকালীন একটি গাড়ি থেকে ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক, আধাসেনা ও এনজেপি থানার পুলিশ যৌথভাবে নাকা তল্লাশি করছিল। সেই সময় গাড়ি থেকে টাকার বান্ডিলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। যে ব্যক্তির থেকে ওই টাকা বাজেয়াপ্ত হয়, তিনি কোথা থেকে ওই টাকা আনছিলেন তার সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। এরপর সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পথসভা

ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল : শনিবার ইসলামপুরের বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায়ের সমর্থনে নির্বাচনি পথসভায় এসেছিলেন এলাকার সাংসদ কার্তিক পাল। পুর বাস টার্মিনাসে এই পথসভা হয়। তিনি বলেন, 'রাজ্যের শাসকদল মহিলা বিরোধী। তাই মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করতে পারিনি।' সাংসদের পাশাপাশি সভায় বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা নেতৃত্বের একাধিক পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

ফর্ম বিলি ঘিরে বিতর্ক দুই ফুলে

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শনিবার বিজেপির 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর ফর্ম বিলি ঘিরে এবার শাসকদলের অন্দরে কোন্দল। একদিকে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে বিরোধিতা, অন্যদিকে দলের অন্দরেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার। তৃণমূলের জেলা কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জেলা নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক নেতা। দলীয় সূত্রের খবর, রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই নেতা বলেন, 'ভোটারদের প্রভাবিত করা হলেও বিজেপির এই কৌশলে আটকানোর জন্য জেলা নেতৃত্বের তরফে কোনও ধরনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে ভয়ংকর পরিণতি হবে।' দলের এই অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও বিজেপির কৌশল প্রসঙ্গে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের বক্তব্য, 'আমরা বিষয়গুলি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনছি।'

দলের অন্দরের এই টানাপোড়েনের মাঝেই শনিবার পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের সমরনগরের ১৪ নম্বর বুথে ফর্ম বিলি নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ঝামেলা তৈরি হয়। ওয়ার্ডের তৃণমূল নেত্রী মল্লিকা দেবনাথের অভিযোগ, 'এলাকায় বিজেপির এক নেতা তাঁর সোনার দোকান থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি করছিলেন। সেই ফর্ম নেওয়ার জন্য অনেক মহিলা জড়ো হয়েছিলেন। আমাদের এক কর্মী বিষয়টা দেখার পর আমায় ফোনে জানান। এরপর আমি গিয়ে দেখি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি হচ্ছে। আমি ছবি ও ভিডিও করে রেখেছি। এরপর ওই দোকানে গেলে বিজেপির ওই কর্মী ফর্মগুলি লুকিয়ে ফেলেন। ওই মহিলাদের আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল। আজকে সন্ধ্যার মধ্যেই ফর্ম জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।'

দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা শুরু হলে পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বিজেপি নেতা প্রদীপ চৌধুরী পালটা তোপ দেগে বলেন, 'ওরা আমাদের প্রচারে বাধা দিয়েছে। আমরা সংকল্পপত্র বিলি করছিলাম। সেটায় তৃণমূল নেতৃত্ব বাধা দিয়েছে। আসলে, ওরা ভয় পাচ্ছে। বিজেপি এবারে ক্ষমতায় আসবেই।'

ভুয়ো নামের শঙ্কায় গৌতম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শেষ মুহূর্তে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করে প্রচুর ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। এই আশঙ্কায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। সেইসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি দাবি করেন, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির সুবিধা মতো ভোটার তালিকা তৈরি করেছে। তাই এবারের নির্বাচনে বহু মানুষ ভোট দিতে পারবেন না।' শনিবার সকালে টক-টু-গৌতম অনুষ্ঠান চলাকালীন জনৈক শহরবাসীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন শিলিগুড়ির মেয়র।

এদিন ছিল অনুষ্ঠানের চতুর্থ দিন। চারদিনেই ১০০ ফোন কলের মাইলফলক পার করেন গৌতম। দলীয় কর্মীদের নিয়ে বাড়িতে বসেই নাগরিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। এদিন তাঁর টেবিলে রাখা ছিল কালীঠাকুরের ছোট প্রতিমা। সেইসঙ্গে একটি বুদ্ধমূর্তিও ছিল। এ নিয়ে তিনি বলেন, 'এসব ছেলেরা রেখেছে। সবটাই কাকতালীয়। হয়তো এটাই ঈশ্বরের নির্দেশ।' ৩৬ এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুই বাসিন্দা ফোন করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌরভ সান্যাল ফোন করে নিকাশিনালা সংক্রান্ত অভিযোগ জানান। ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ননীগোপাল বর্মন স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে গৌতমের কাছে দরবার করেন। অনেকেই ফোন করে আসন্ন নির্বাচনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গৌতমকে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে এদিনই ছিল শেষ টক-টু-গৌতম। যদিও ভবিষ্যতেও এই অনুষ্ঠান চলবে বলেই স্পষ্ট করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তবে, এদিন ১০০ ফোন কলের রেকর্ড ছুঁয়ে গৌতম যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত। এদিকে, নির্বাচনি আবহে সাপ্লিমেন্টারি তালিকার সুযোগ নিয়ে ভুয়ো ভোটারের নাম ঢোকানোর আশঙ্কা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ফর্ম ৬-এর অন্তর্ভুক্তিতে যদি আরও কিছু ভুয়ো ভোটারের নাম ঢুকে যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেক্ষেত্রে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ করা হবে।' যদিও এ নিয়ে কটাক্ষের সুরে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলেন, 'দেশের সংবিধান, সুপ্রিম কোর্ট এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি যে দলের বিশ্বাস নেই সেই দলের কথায় মানুষেরও কোনও বিশ্বাস নেই। ফলে এধরনের অবাস্তব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জন এবার রাজ্যের মানুষ সুনিশ্চিত করবে।'

> **ফর্ম ৬-এর অন্তর্ভুক্তিতে যদি আরও কিছু ভুয়ো ভোটারের নাম ঢুকে যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেক্ষেত্রে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ করা হবে।**
>
> **-গৌতম দেব**

দিলীপের সঙ্গে বৈঠকে হইচই

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শেষপর্যন্ত দিলীপ বর্মনের সাহায্য চাইলেন গৌতম দেব। পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর পক্ষে ভোট টানতে দিলীপকে ডেকে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। এই বিষয়টি জানাজানি হতেই দলের অন্দরে হইচই পড়েছে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের দলের একাংশের হুঁশিয়ারি, 'দিলীপের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। ওই লোকটি পার্টির অনেক ক্ষতি করেছে। সেই দিলীপকে নিয়ে গৌতম ওয়ার্ডে ঘুরলে আমরা বসে যাব।'

গৌতম মন্তব্য করতে চাননি। তবে দিলীপ বলেছেন, 'গৌতম দেব ডেকেছিলেন। তিনি বলেছেন, যা হওয়ার হয়েছে, ভোটে একটু দেখে দিতে হবে।' তাঁর দাবি, 'গৌতম তাঁর হয়ে ওয়ার্ডে প্রচারের কথা বলেছেন। আমার মতো করে মানুষকে ভোট দেওয়ার জন্য বলছি।'

গৌতমের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ডের অন্যতম মেয়র পারিষদ ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। কিন্তু দিলীপ প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন ইস্যুতে গৌতম এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। গৌতম এবং রঞ্জনকে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বলেও কটাক্ষ করেছেন মেয়র পারিষদ। তাঁর অভিযোগ ছিল, গৌতম দেবের নেতৃত্বে পুর বোর্ড শিলিগুড়ি শহরের কোনও উন্নয়ন করতে পারছে না। তাঁর হাতে থাকা দপ্তরগুলিতেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না বলেও বিস্ফোরক হন দিলীপ। যা গৌতম-রঞ্জনের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দিলীপ বিধানসভা নির্বাচনে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য তদ্বির করছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর শিকে ছেঁড়েনি। ফলে ভোট আবহে তিনি প্রথম দিকে বসেই ছিলেন। পরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকার তাঁর বিধানসভায় রাজবংশী ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে দিলীপের সঙ্গে বৈঠক করে প্রচারে নামার প্রস্তাব দেন। দিলীপ সেইমতো শংকরের হয়ে প্রচারে যাচ্ছেনও। কিন্তু গৌতম ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে গেলেও দিলীপকে এতদিন এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে, ১৫ এপ্রিল শিলিগুড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রাতে দিলীপকে একা হাঁটতে দেখা গিয়েছে। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ২৫ হাজারের বেশি ভোটার রয়েছেন। দলের একাংশের মতে, দেরিতে হলেও গৌতম বুঝেছেন, দিলীপ অন্তর্ঘাত করলে বিপর্যয় হতে পারে।

শংকরের সংকল্পপত্রে বৃহৎ শিলিগুড়ি গড়ার প্রতিশ্রুতি

পৃথক জেলার আশ্বাস নেই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভোটে জিতলে শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। স্থানীয় ইস্তাহারেও সেই দাবি রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ওই পথে হাঁটেননি বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। যথারীতি বিষয়টির উল্লেখ নেই বিজেপির শিলিগুড়ির সংকল্পপত্রে। তবে ভোটে জয়ী হওয়ার পর শিলিগুড়ির জেলার দাবি নিয়ে দলীয় স্তরে আলোচনা করবেন বলে শংকর আশ্বস্ত করেছেন। কেন সংকল্পপত্রে বিষয়টির উল্লেখ নেই তার ব্যাখ্যায় শংকর বলেন, 'শিলিগুড়ি চিকেন নেকের অংশ। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। স্থানীয় মানুষের একাংশের দাবি রয়েছে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তায় শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগ রয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ের। ফলে দার্জিলিং পাহাড় থেকে শিলিগুড়িকে আলাদা করার বিষয়টি বিজেপির মতো দলে জাতীয় অথবা রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতি সাপেক্ষ বিষয়।' ভোটের স্বার্থে হুট করে জেলা ঘোষণা করে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির শিলিগুড়ির প্রার্থী। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে দল ক্ষমতায় এলে শিলিগুড়িকে জেলা করার বিষয়টি নির্দিষ্ট স্থানে আলোচনা করব। সেখানে যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে হবে।'

রাজ্যওয়াড়ি যে সংকল্পপত্র তৈরি করেছে বিজেপি, তাতেও ছিল না, শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেও জেলার দাবিকে প্রাধান্য দিলেন না শংকর। গৌতম জেলার দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়ায় কটাক্ষ করছেন শংকর। তিনি বলছেন, 'রাজ্যের ইস্তাহারে শিলিগুড়ির জেলার বিষয়টি রাখেনি তৃণমূল। কোনও জেলাকে ভাঙতে গেলে তো রাজ্য সরকারই করতে পারে। তারপরও রাজ্যের তরফে ঘোষণা না করায় তৃণমূল প্রার্থী সেটাকে নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন হয়তো।' যদিও তৃণমূলের ইস্তাহারে পাঁচটি নতুন জেলা ঘোষণার আশ্বাস ছিল। কোন জেলাগুলিকে ভাগ করা হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি তৃণমূলের ইস্তাহারে।

সংকল্পপত্র প্রকাশ করছেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ।

এদিন শংকর তাঁর সংকল্পপত্রে বৃহৎ শিলিগুড়ির আশ্বাস দিয়েছেন। শহর সংলগ্ন আরও কয়েকটি এলাকাকে পুরনিগমে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস রয়েছে তাঁর সংকল্পপত্রে। বিধানসভাভিত্তিক এই সংকল্পপত্রে শহরের পানীয় জল, যানজট, নিকাশিনালা, জঞ্জাল সমস্যার সমাধানের মতো বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরিত করার আশ্বাসও তাতে দেওয়া হয়েছে। তবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু এই শহরকে স্মার্ট সিটি করার ঘোষণা আগে করেনি।

মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : মাটিগাড়া থানার পুলিশ শনিবার রাতে বিহারে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করল। এই ঘটনায় হানি রাজ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, সিকিম থেকে ওই মদ শিলিগুড়িতে এনে টোটোতে করে চারটি ব্যাগে ভরে শিবমন্দির মোড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখান থেকে গাড়িতে করে সেই মদ বিহারে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাচারের আগেই পুলিশ ওই মদ বাজেয়াপ্ত করে।

প্রায় ৪৫ বছরের দোকান। শুরুতে চায়ের দাম ছিল দু'টাকা কাপ। সঙ্গে ছিল বাড়ির তৈরি রুটি-সবজি। চাউলহাটির নায়েকলাল শা'র মৃত্যুর পর হাল ধরেন ছেলে মিঠুনপ্রসাদ। গত দশ বছরে তিনি এই দোকানকে নতুন রূপ দিয়েছেন।

চাউলহাটির চায়ের দোকানে মিঠুনপ্রসাদ। -সংবাদচিত্র

চাউলহাটির মিঠুনের চা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ডিআই ফান্ড মার্কেটের চাউলহাটির গলির ভেতর ঢুকে একটু এগোলেই মিঠুনপ্রসাদ শা-র চায়ের দোকান। প্রায় ৪৫ বছর ধরে চলছে এই দোকান। মিঠুন জানান, তাঁর বাবা নায়েকলাল শা বিহার থেকে এই শহরে এসে প্রথমে চাউলহাটিতে চালের ব্যবসা শুরু করেন। বেশ কয়েকবছর চালের ব্যবসা করার পর তিনি ভাবেন চায়ের দোকান খুলবেন। তাঁর হাতের তৈরি চায়ের জাদুতে সবাই যে এভাবে মুগ্ধ হয়ে যাবে সেটা তিনি নিজেও হয়তো ভাবতে পারেননি। শুরুতে মাত্র দু'টাকায় মিলত নায়েকলালের চা। বাড়ি থেকে রুটি তৈরি করে নিয়ে এসে বিক্রি করতেন নায়েকলাল। রুটির সঙ্গে কখনও থাকত আলু কখনও বা সয়াবিনের সবজি। আঙুল চেটে রুটি-সবজি খেতেন সকলে। বাবাকে সাহায্য করতে ছোট থেকেই দোকানে যাতায়াত ছিল মিঠুনের। বাবার কাছে থেকে তিনি চা বানানো শিখে নিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে নায়েকলালের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে দোকানের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে মিঠুনের কাঁধে।

শনিবার দুপুরে মিঠুনের দোকানে গিয়ে দেখা গেল গ্যাসে চা বসিয়ে একমনে আদা থেঁতো করে চলেছেন। সামনে বড় বড় হাঁড়ি রাখা। হাঁড়িভর্তি দুধ। অর্ডার বেশি থাকলে কখনো-কখনো হাঁড়িতে চা-ও চাপিয়ে দেওয়া হয় বলে মিঠুন জানান। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মিঠুন বলেন, 'আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে দোকানে আসতাম। এই দোকানের আয় থেকেই গোটা সংসার চলে। এখন সবার কাছে এই দোকানের চা 'মিঠুনের চা' বলে পরিচিত হলেও বাবা আরও অনেক ভালো চা বানাতেন। এখন আমার দোকানে দিনে প্রায় ৩০০ কাপ চা বিক্রি হয়।'

চায়ের পাশাপাশি মিঠুন ডালপুরি, আলুর পরোটা বিক্রি করেন। রোজ দুপুর ১২টায় মিঠুন দোকান খোলেন। কিছুটা ডালপুরি আর আলুর পরোটা তিনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। বাকিটা তাঁর ছেলে উমেশ নিয়ে আসে। রাকেশ প্রসাদ মিঠুনের চায়ের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। রাকেশ বলেন, 'আমি দিনে অন্তত চার-পাঁচবার ওর হাতে তৈরি চা খাই। মিঠুনের বাবার হাতেও চা খেয়েছি। তখন উনুনে খড়ি জ্বাল দিয়ে চা বানানো হত। আমাদের খুব খিদে পেলে মিঠুন যদি দোকানে নাও থাকে তাও আমরা ডালপুরি বা আলু পরোটা নিজেরা নিয়ে খেয়ে নিই। খাওয়ার পর হিসেব করে টাকা রেখে দিয়ে চলে যাই। এমনি বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

মিঠুন বলেন, 'আশপাশের অফিসগুলোর কর্মীরাও দুপুরে আমাদের দোকানে ডালপুরি, আলুর পরোটা খান। সবাইকে চা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাদিনই আমাকে চায়ের ট্রে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে হয়।' তিনি যোগ করেন, 'আমার বাড়ি গঙ্গানগরে। বাড়িতে দুই ছেলে, স্ত্রী এবং মা আছেন। ছেলেরা পড়াশোনা করছে। আমার বড় ছেলে উমেশ পড়াশোনার পাশাপাশি আমাকে কাজে সাহায্য করে। ঠিক যেভাবে আমিও ছোটবেলায় বাবাকে দোকান চালাতে সাহায্য করতাম।'

মিঠুনের হাতের চায়ের ভূয়সী প্রশংসা করে ব্যবসায়ী অজিত দেব বলেন, 'প্রতিদিন মিঠুনের হাতে তৈরি চা আমার লাগবেই।' এখন সবার কাছে এই দোকানের চা 'মিঠুনের চা' বলে পরিচিত হলেও বাবা আরও অনেক ভালো চা বানাতেন। এখন আমার দোকানে দিনে প্রায় ৩০০ কাপ চা বিক্রি হয়।

বিজেপির সাম্প্রদায়িকতা ও তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিক, দুর্নীতির বিরুদ্ধে
শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী
শরদিন্দু চক্রবর্তী (জয়) -এর সমর্থনে
২০শে এপ্রিল ২০২৬, বিকেল ৫টায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে
মহামিছিল দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ
"জয়"-এর জয়কে সুনিশ্চিত করুন।
বামফ্রন্ট, শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনী কমিটি

পৃথিবীর পাঠশালা

প্রাচীন খুলির বিশাল জালিয়াতি

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বাজারে প্রাচীন আমেরিকার সভ্যতার তৈরি বলে দাবি করা কিছু স্ফটিকের খুলি বিক্রি হতে শুরু করে। দাবি করা হত, এগুলো রহস্যজনকভাবে কাটা এবং এগুলোর জাদুকরী ক্ষমতা আছে। জাদুঘরগুলো প্রচুর টাকা দিয়ে এগুলো কিনে নেয়। কিন্তু আধুনিক যুগে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখা যায়, এই খুলিগুলো মোটেও প্রাচীন নয়। আধুনিক কালের ঘূর্ণায়মান চাকা এবং গয়না তৈরির যন্ত্র দিয়ে এগুলো ইউরোপেই বানানো হয়েছিল। বিজ্ঞানের কাছে এক বিশাল জালিয়াতির মুখোশ এভাবেই খুলে গিয়েছিল।

বরফে ঢাকা তরুণের মৃত্যু

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বাস্কেটবল ম্যাচ দেখে ফেরার পথে পাঁচজন তরুণ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। কয়েক মাস পর বরফে ঢাকা এক নির্জন জঙ্গলে তাঁদের গাড়ি এবং পরে একটি পরিত্যক্ত কেবিনে তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, কেবিনের ভেতর প্রচুর খাবার মজুত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অনাহারে এবং শীতে জমে মারা গিয়েছিলেন। তাঁরা কেন গাড়ি ছেড়ে অত দূর হেঁটেছিলেন এবং খাবার থাকতেও কেন খাননি, তা আজও এক বিশাল বড় রহস্য। অনেকেই একে ভিনগ্রহীদের কাজ বলে সন্দেহ করেন।

জাহাজ অদৃশ্য করার পরীক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা নাকি একটি আস্ত যুদ্ধজাহাজকে শত্রুদের চোখের আড়ালে রাখার জন্য গোপন পরীক্ষা করেছিল। লোককথা অনুযায়ী, শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে জাহাজটিকে কেবল রাডার নয়, মানুষের চোখ থেকেও অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি জাহাজটি নাকি এক জায়গা থেকে টেলিপোর্ট হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। এই পরীক্ষার ফলে নাবিকদের অনেকে পাগল হয়ে যান এবং অনেকে নাকি জাহাজের লোহার দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে গিয়েছিলেন। যদিও নৌবাহিনী এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে, তবুও এই গল্প মানুষের মনে আজও অমলিন।

নীল হিরের অভিশাপ

হোপ হিরে বিশ্বের অন্যতম দামি এবং সুন্দর নীল রঙের একটি হিরে। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চরম অভিশাপের লোককথা। বলা হয়, ভারতের এক মন্দির থেকে এটি চুরি করা হয়েছিল। এরপর যাঁরাই এই হিরের মালিক হয়েছেন, তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্যোগ। ফরাসি রাজা থেকে শুরু করে ধনী ব্যবসায়ী—অনেকেই এই হিরের কারণে খুন হয়েছেন, দেউলিয়া হয়েছেন বা পাগল হয়ে মারা গিয়েছেন। যদিও বিজ্ঞানীরা অভিশাপ মানেন না, কিন্তু এর মালিকদের ধারাবাহিক মৃত্যুর তালিকা দেখলে যে কারও গা ছমছম করতে বাধ্য।

থানা ঘেরাও

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ এপ্রিল : অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও, তাদের সভার জায়গায় পথসভা করেছে তৃণমূল। এই অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। তার জেরে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র ঘেরাও করলেন দলের কর্মী-সমর্থকেরা। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে সার্কেল ইনস্পেক্টর (নকশালবাড়ি) সৈকত ভদ্র, ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপকুমার বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তদন্তকেন্দ্রের সামনেই বসে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ জমা নিয়েছে পুলিশ।

পদ্ম শিবিরের দাবি, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ভীমবার এসডিপিও অফিসের পাশে স্থানীয় বাজারে বিজেপি সভা করার অনুমতি নিয়েছিল। সেখানে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর সমর্থনে পথসভা হওয়ার কথা ছিল। সুবিধা অ্যাপ থেকে ১৬ তারিখ এদিনের কর্মসূচির জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র তপনকুমার সিনহার দাবি। তপনের অভিযোগ, 'বিধাননগরের ওসির নির্দেশেই তৃণমূল নেতারা কর্মসূচি করার সাহস পেয়েছে। আমরা তাঁর বদলি চাই।' তৃণমূল কংগ্রেসের বিধাননগর-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি চন্দন সরকার সাফাই দিয়েছেন, 'আমরা অনুমতি চেয়েছিলাম। পরে দেখেছি সেটির ছাড়পত্র মেলেনি। তাই সাড়ে ৭টার পরে শুরু করেছি।'

বিরোধীদের নিন্দা

তিনের পাতার পর

বিরোধীদের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণ বিলের আড়ালে সংসদের আসন পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রের। সেই অভিযোগের জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এই বিলে কারও থেকে কিছু কেড়ে নেওয়ার ছিল না। সবাইকে কিছু না কিছু দেওয়ার ছিল। ৪০ বছর ধরে ঝুলে থাকা নারীর অধিকার ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের সময় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল।

ডিলিমিটেশন নিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম- সব রাজ্যের শক্তির সমান বৃদ্ধির প্রয়াস ছিল। সমস্ত রাজ্যের আওয়াজকে আরও শক্তি দেওয়ার প্রয়াস ছিল। সমান অনুপাতে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা ছিল।' মোদির কথায়, 'আশা করেছিলাম, কংগ্রেস নিজেদের দশকের পুরোনো ভুল শোধরাবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। ইতিহাস রচনার মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ হারিয়েছে।' তাঁর শেষ কথা, 'গতকাল সংখ্যা ছিল না। কিন্তু আমরা হারিনি। অর্ধেক আকাশের জন্য আমাদের সংকল্প জারি থাকবে।'

রোহিঙ্গা ও মুসলিমদের মেরে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি

অনুপ্রবেশে দাওয়াই হিমন্তের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ এপ্রিল : বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা ও মুসলিমদের মেরে রাজ্য থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে কালিম্পংয়ে একটি ও কোচবিহারে দুটি সভা করেন তিনি। প্রতিটি সভা থেকে অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণের পাশাপাশি অজস্র প্রতিশ্রুতি শোনা যায় হিমন্তের গলায়। এবারের বিধানসভায় বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে 'ডাবল সেঞ্চুরি' করবে, অর্থাৎ দুশোর বেশি আসন পাবে বলেও তিনি দাবি করেন। এছাড়া আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে মসজিদ তৈরিতে সাবধান করেন হিমন্ত।

সকালে প্রথমে কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকে পান্ডারা মোড়ের ফুটবল ময়দানে বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেন হিমন্ত। ওই জনসভায় বিজেপি ছাড়াও তাদের জোটসঙ্গী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে হিমন্ত দাবি করেন, 'অসম ও ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গ এখনও রোহিঙ্গাদের জন্য উন্মুক্ত করিডর। অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করেছে তৃণমূলের সহযোগিতায়। তাই নাম বাদ যেতেই ক্ষুব্ধ হয়েছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের সম্পর্ক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রোহিঙ্গা ও মুসলিমদের লাথি মেরে রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে।'

হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক খুদেরা। শনিবার দিনহাটায়।

কেবল অনুপ্রবেশ নয়, পরিযায়ী শ্রমিক, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি প্রসঙ্গেও তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য যথাযথ অনুদান দেয়নি তৃণমূল। অসমে গোর্খাদের জন্য যা সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, তার সিকিভাগ দেওয়া হয় না বঙ্গে। অসমে কংগ্রেস আমলে বাদ যাওয়া গোর্খাদের বিজেপি সরকার ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।' এছাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি ৪৫০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেন হিমন্ত। ভোটের ফলাফল নিয়ে বলেন, 'অসমে সেঞ্চুরি এবং বঙ্গে ডাবল সেঞ্চুরি করবে বিজেপি।'

বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মাছমাংস খাওয়া যাবে না বলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হিমন্ত সাফ জানান, এগুলো অপপ্রচার। মাছমাংস খাওয়ায় কোনও বাধা থাকবে না। গরুবাথানের সভা থেকে হুমায়ুনকে কড়া বার্তা দেন তিনি। হিমন্ত বলেন, 'রাজ্যটা হুমায়ুনের বাবার সম্পত্তি নয় যে যেখানে ইচ্ছা বাবরি মসজিদ তৈরি হবে।' লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই বিলকে সমর্থন না করে অন্যায় করেছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। মহিলাদের এই অসন্তোষের কারণে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

> অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করেছে তৃণমূলের সহযোগিতায়। তাদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের সম্পর্ক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রোহিঙ্গা ও মুসলিমদের লাথি মেরে রাজ্য থেকে তাড়ানো হবে।
>
> **হিমন্ত বিশ্বশর্মা**
> মুখ্যমন্ত্রী, অসম

কালিম্পংয়ের সভা শেষ করে বেলা ৩টে নাগাদ হেলিকপ্টারে দিনহাটা সংহতি ময়দানে অবতরণ করেন হিমন্ত। সেখানে দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের সমর্থনে সভা করেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ মকুব করার পাশাপাশি প্রতি মাসে ৩ হাজার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দিনহাটার বক্তব্যের একটা বড় অংশজুড়ে ছিল তৃণমূল বিরোধিতা এবং মমতার সমালোচনা। এর সঙ্গে দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মুখে অনেক কিছু বলা যায়, বাস্তবে তা করে দেখাতে হয়।'

দিনহাটার পর সিতাই বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ বর্মার সমর্থনে গোসানিমারিতে সভা করেন হিমন্ত। তার আগে কামতেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন। কোচবিহারে বিজেপির দুটি সভাতেই উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। বংশীর সঙ্গে আলাদা করে ছবি তোলেন হিমন্ত। দিনহাটার তুলনায় গোসানিমারির সভায় ভিড় বেশি হয়। যদিও হিমন্তের সভাকে ফ্লপ বলে কটাক্ষ করেন উদয়ন।

(তথ্য : অভিষেক ঘোষ, প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে)

শিলিগুড়ি মে হি

তিনের পাতার পর

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বললেন, 'সকাল সাড়ে ৫টায় এসেছি। স্টেশনের বাইরে অজস্র হিন্দিভাষীকে দেখলাম শিলিগুড়ি যাওয়ার গাড়ি খুঁজছেন। পিঠে ব্যাগ, কাঁধে অনেকের গামছা। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল, কাজের সন্ধানে এসেছি। কেরল, দিল্লি ছেড়ে ভোটের মুখে কাজের সন্ধানে শিলিগুড়িতে শুনে আমি অবাক হয়েছি।' এনজেপির টোটোচালক টোটন বিশ্বাস, রাজু বিশ্বকর্মাদেরও একই কথা। টোটন বললেন, 'কয়েকদিন ধরে দেখছি, ২৫-৩০ বছরের প্রচুর ছেলে বিহার হয়ে আসা বিভিন্ন ট্রেনে এসে নামছে। সবাই শিলিগুড়িতে যাচ্ছে। কী যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।' স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজু মোদক প্রশ্ন করে বসলেন, 'ভোটের মুখে শহরে অশান্তি পাকাতে লোক আনা হচ্ছে না তো?' একই ছবি শনিবার সকালে জংশন স্টেশনেও দেখা গিয়েছে। এখানকার এক কুলিকে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। কয়েকদিন ধরেই অনেককে ট্রেন থেকে নেমে শহরে ঢুকতে দেখছি। সবাই হোটেল খুঁজছে।'

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব বলেছিলেন, 'ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই বিজেপি শহরে অশান্তি পাকানোর ছক কষছে। বাইরে থেকে লোকও নিয়ে আসছে।' দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। পুরো ঘটনা নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে শহরের সব হোটেল, লজ ভালোভাবে তল্লাশি করা এবং বহিরাগত লোকজন থাকলে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে।' শুনে বিজেপির শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসই রাজ্যে অশান্তির মূলে। পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় ওরা এখন এধরনের অভিযোগ তুলছে।'

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

গৌতমের বাড়িতে

তিনের পাতার পর

এই ঘটনায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ চরমে পৌঁছায়। যা নিয়ে ভোটের মুখে কার্যত অস্বস্তিতে তৃণমূল। শনিবার নিজের বাড়িতে দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন গৌতম দেব। সেখানে কাউন্সিলার অভয়া বসু, ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা অসীম অধিকারীর পাশাপাশি তৃণমূলের শিলিগুড়ি বিধানসভা কোঅর্ডিনেটর কুন্তল রায়ও উপস্থিত ছিলেন। গৌতম দেবের সামনেই ওয়ার্ডের দু'পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পালটা অভিযোগে সরব হন। এসব চলাকালীনই অভয়া প্রচণ্ড রেগে গিয়ে চিৎকার করতে শুরু করেন। এভাবে চললে তিনি এখনই পার্টির কাজ ছেড়ে দিয়ে বিমানে কলকাতায় চলে যাবেন বলতে থাকেন। তাঁকে শান্ত করেন গৌতম, কুন্তলরা।

কুন্তল বলেছেন, 'ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। মিটে গিয়েছে।' অভয়ার বক্তব্য, 'কেউ যদি পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে আসেন তাহলে তো কিছু করার নেই। এদিন বসা হয়েছিল। পুরোটাই মিটে গিয়েছে।'

চরম হয়রানি

তিনের পাতার পর

'বিচারের অধিকারটাই কি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না? জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার থেকে আসা একজন মানুষের পক্ষে কি বারবার জোকায় আসা সম্ভব? কেনও প্রতি জেলায় ট্রাইবিউনাল নেই?'

বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, বাতিল প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১৬ লক্ষ আবেদন করেছেন ট্রাইবিউনালে। সুপ্রিম কোর্ট 'বাতিল' ভোটারদের অগ্রাধিকার দিতে বললেও জমা পড়া ৩৪ লক্ষ আবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশই হল অনেকের নাম তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধে জানানো আপত্তি।

এসআইআর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসা রাজু ঘোষের কথায়, 'এটা রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটা নাগরিকত্বের অস্তিত্বের লড়াই। আমরা এই মাটির আদি বাসিন্দা ঘটি পরিবার। অথচ সামান্য বানানের ভুলের জন্য বা পরিবারের অনেকের নাম এক থাকায় আমাদের ছেঁটে দেওয়া হল।'

হাইকোর্ট গঠিত তিন প্রাক্তন বিচারপতির কমিটি শুনানির জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরি করলেও শুক্রবারের ছবিতে স্পষ্ট, জোকায় ট্রাইবিউনালের গেট পার হওয়াই দায় আবেদনকারীদের পক্ষে। ফলে নির্বাচনের আগে কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার ফিরবে কি না- তার উত্তর জোকায় ওই ট্রাইবিউনালের বদ্ধ ঘরেই আটকে আছে।

প্রকাশ্যে নমাজ পাঠ বন্ধের হুমকি

প্রথম পাতার পর

যোগীর উদ্দেশে 'বুলডোজার বাবা জিন্দাবাদ' বলে কর্মীরা ঘনঘন স্লোগান দিতে থাকেন। মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড় সংলগ্ন একটি মাঠে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী বলেন, 'মমতা দিদিকে বলতে এসেছি সিংহাসন খালি করুন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসছে।' আর সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে যোগী বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা, যারা আপনাদের হুমকি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে তাদের এখনই বলে দিন, ৪ মে তাদের অন্তিম দিন। তাদের জল দেওয়ার কেউ থাকবে না।' এছাড়া অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেওয়া ও মহিলা বিল পাশ না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলকে দোষারোপ করেন তিনি।

এদিকে, উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে যোগীর মুখে উত্তর বিহার উচ্চারিত হওয়ায় বিরোধিতার সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। শনিবার শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির দলীয় প্রার্থী শংকর মালাকার। গৌতম বলেন, 'যোগী আদিত্যনাথ মাথাভাঙ্গার জনসভার মঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গকে উত্তর বিহার বানিয়েছেন। এভাবে এরা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। আসলে তাঁরা উত্তরবঙ্গে একটা অংশকে উত্তর বিহারে নিয়ে যেতে চায়। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।'

আর জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূলের ৬ জন প্রার্থীই সমালোচনায় সরব হয়েছেন। যোগীর এই মন্তব্য ও জীবন সিংহের বিজেপিকে সমর্থন করার নেপথ্যে অন্য চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন ধূপগুড়ির প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। আর জলপাইগুড়ির প্রার্থী কৃষ্ণ দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বিষয়ে না জেনে যোগীর এই ধরনের মন্তব্য অপমানজনক।' এদিন তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিসে প্রার্থীরা সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপও।

একইরকমভাবে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়েও সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, ফালাকাটা বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী সুভাষ রায় ও কুমারগ্রামের প্রার্থী রাজীব তিরকি যোগীর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ডিএ বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

এই ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করলেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নজর এখন অষ্টম বেতন কমিশনের দিকে। ন্যাশনাল কাউন্সিল-জেসিএম সম্প্রতি ন্যূনতম মূল বেতন ১৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৯ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। কেন্দ্রের ডিএ বৃদ্ধিতে ফের অস্বস্তি বাড়ল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বিধানসভা ভোটের আগে ডিএ এখন আলোচনায় চলে এসেছে। কেননা, এমনিতেই কেন্দ্র-রাজ্যের ডিএ'র হারের ফারাক অনেকটা। সেটা আরও বেড়ে ৩৮ শতাংশ হয়ে গেল। এরাজ্যের কর্মীরা এখন ২২ শতাংশ হারে ডিএ পান। চলতি বছরের বাজেটে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি ঘোষণা হলেও তা কার্যকর হয়নি। কবে হবে, সেব্যাপারে মুখে কুলুপ নবান্নের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ভোটে জিতলে কর্মীদের কথা মনে রাখবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলন ও আদালতের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া সম্ভব নয় বলে বহুবার জানিয়েছে।

তবে বিধানসভা ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের একাংশের বকেয়া ইতিমধ্যে মিটিয়েও দিয়েছে নবান্ন। কিন্তু স্কুল শিক্ষক, পুরসভা ও পঞ্চায়েতকর্মী এবং পেনশনভোগীদের বড় অংশ পাননি। যার জেরে নতুন করে অসন্তোষ আছে কর্মী মহলে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের ডিএ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সেই ক্ষোভের আগুনে নতুন করে ঘি ঢালল সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, রাজ্যের ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বিজেপি।

গৃহযুদ্ধে পুড়ছে ঘাসফুল বাগান

প্রথম পাতার পর

তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার নষ্ট করার চক্রান্তের প্রতিশোধ নিতে সোনাও যেনতেনপ্রকারে বিপ্লবকে হারাতে চাইছেন। সোনা যত বেশি ভোট কাটবেন ততই সুবিধা পাবেন বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার। বাম প্রার্থী গৌতম গোস্বামী ওই এলাকার পুরোনো মুখ হলেও তৃণমূলকে হারাতে বামেদের একাংশের ভোট এবারও রামের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে। হরিরামপুরের ফলাফল কী হতে চলেছে তা বোধহয় বুঝে গিয়েছেন সাধারণ ভোটাররাও। বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া রকমারির দোকানদার তাই হাসতে হাসতে বলেন, 'মন্ত্রী এবার চ্যারেট।'

টোটোর লম্বা লাইন পার করে গঙ্গারামপুরে ঢোকার মুখেই সিপিএমের বিশাল পার্টি অফিস। অফিসের সামনে অনবরত মাইকে দলীয় প্রার্থী বিপ্লব বর্মনকে ভোট দেওয়ার আবেদনের রেকর্ড বেজেই যাচ্ছে। সেই আবেদনে কতটা সাড়া মিলবে সেব্যাপারে নিশ্চিত নন দলের নেতারাই। দইয়ের শহরে মূল লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপির। না, একটু ভুল হল। এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দাসের লড়াই দ্বিমুখী। প্রথমে তাঁকে লড়তে হচ্ছে দলের ভেতরে, তারপর বিজেপির সঙ্গে। গঙ্গারামপুর শহরেই বাড়ি বিপ্লবের। তাঁর সঙ্গে গৌতমের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। বিপ্লবের ভাই প্রশান্ত মিত্র গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শংকর সরকার বিপ্লবের খাস লোক। বিপ্লব ভালোই জানেন গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে গৌতম জিতলে তাঁর এবং তাঁর ভাই ও অনুগামীদের একেবারেই কোণঠাসা করে দেওয়া হবে। এই কেন্দ্রে নিজের নাক কেটে বিপ্লব যে গৌতমের যাত্রা ভঙ্গ করবেন না, তা অতি বড় তৃণমূল সমর্থকও জোরের সঙ্গে বলতে পারছেন না। এই সুযোগের ভরপুর ব্যবহার করছেন বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়। হিন্দুপ্রধান ওই কেন্দ্রে আরএসএস-ও শিকড় শক্ত করেছে। ফলে এবারেও গঙ্গারামপুর পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতে পারে তৃণমূলের।

২০২১-এ তপন কেন্দ্রে তাদের জয় একশো শতাংশ নিশ্চিত ধরেছিল তৃণমূল। কিন্তু কীভাবে ১৬০০ ভোটে বিজেপি জয়ী হল সেই রহস্য আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তৃণমূল। চলতি ভোটে আইপ্যাক বিশেষ দল পাঠিয়েছিল আদিবাসী অধ্যুষিত তপনে সমীক্ষা করার জন্য। তারাও দিশা দেখাতে পারেননি বলেই মত স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের। শাসক বিরোধী হাওয়াকে সম্বল করে তপন কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বুধরাই টুডু। বুধরাই এবারেও বিজেপির হয়ে লড়ছেন। তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের চিন্তামণি বিহা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিপ্লবের কথায় ওঠেন-বসেন। ফলে চিন্তামণিকে হারিয়ে বিপ্লবের মুখ পোড়াতে ওই কেন্দ্রে তৃণমূলেরই একাংশ 'বিভীষণ' সেজেছে। তবে বিপ্লবও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। অন্য কেন্দ্র থেকে অনুগামীদের এনে প্রচারে নামিয়ে জয়ের ঘুঁটি সাজিয়েছেন তিনি। ফলে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হচ্ছে। তবে তপনজুড়ে শাসক বিরোধী হাওয়ার গতি কমেনি। তাই পদ্ম শিবির কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে।

সারিসারি সাজানো বড় বড় হাঁড়ি। কোনওটাতে লাফাচ্ছে কই, কোনওটায় ট্যাংরা। হাটের দিন মোস্তাফাপুর বাজারে জ্যান্ত মাছ কিনতে ভিড় বাড়ছিল। খানিক দূরে হরেক সবজি, তেলেভাজা, খুরমা সাজিয়ে বসেছেন দোকানদাররা। হালকা চিনি দিয়ে দুটো লাল চা দিন। অর্ডার দিয়ে বেঞ্চে বসতেই আলাপ শুরু করলেন এক বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা দাঁড়ি, শীর্ণ চেহারা। একথা সেকথায় ভোটপ্রসঙ্গ উঠতেই সবাই মেপে কথা বলতে শুরু করলেন। স্পষ্ট চাপা আতঙ্ক। সাহস জুগিয়ে মহিলা চা দোকানি বললেন, 'এখানে খুবই অত্যাচার। বাড়ি বাড়ি এসে জোরজুলুম যা অব...'। 'এই তুই থাম। তুই মহিলা মানুষ কেন এসবের মধ্যে ঢুকছিস'। ধমকে দোকানিকে থামিয়ে দেন পাশে বসে থাকা এক হোমরাচোমরা ব্যক্তি।

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ। জেলায় তৃণমূলের 'সেফ সিট' এটাই। বুক ঠুকে প্রতিবছর এই কেন্দ্রে জয়ী হয় তৃণমূল। কারণ সংখ্যালঘু ভোট। এবার কিন্তু হাওয়া অন্যরকম। প্রশাসনের হিসেব বলছে কুমারগঞ্জে এসআইআর-এর ফলে প্রায় ৩১ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তার বেশিরভাগই সংখ্যালঘু। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তোরাফ হোসেন মণ্ডল। নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়, যার সুফল পেতে পারেন সিপিএম প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেন। বামেদের মিছিলে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘুদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ফলে অনেক হিসেব কষে ওই কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি শুভেন্দু সরকার। ধর্মীয় মেরুকরণে হিন্দু ভোট মোটামুটি গেরুয়া পতাকার নীচে চলে এসেছে। সুযোগ বুঝে তোরাফকে মজা দেখাতে তাদের মতো করে খেলা শুরু করে দিয়েছেন বিপ্লব গোষ্ঠীর নেতারাও। চা দোকানি মহিলার গলায় যেমন শাসক বিরোধী সুর ছিল তেমন সুর শোনা যাচ্ছে অন্যত্রও। সবমিলিয়ে 'সেফ সিট'-এ এবার বেশ বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল।

আত্রেয়ীর জল শুকিয়ে শহরে যে জলসংকট হয়েছে তা নিয়ে বালুরঘাটে আপাতত চর্চা নেই। শহরের অলিগলি থেকে চায়ের দোকানে তর্কের শুরু ও শেষ- সবটা জুড়ে একটিই নাম অর্পিতা ঘোষ। নাটকের শহরে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন অর্পিতা। ২০১৪ সালে বালুরঘাটের সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। ২০১৯-এ সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেরে কাঁদতে কাঁদতে বিপ্লব মিত্রের নামে দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে নালিশ করে বালুরঘাট ছেড়েছিলেন। সেই অর্পিতাকে এবার বিধানসভায় প্রার্থী করেছে তৃণমূল। আর তা মেনে নিতে পারছেন না দলেরই একটা বড় অংশ। বিপ্লব লবি তো আদা-জল খেয়ে অর্পিতাকে হারাতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর অর্পিতাও ধমকে-চমকে দলের বিরোধী গোষ্ঠীকে বাগে আনতে চাইছেন বলেই অভিযোগ। তবে শুধু তৃণমূলের একাংশ নয়, অর্পিতাকে মেনে নিতে নারাজ বালুরঘাটের সাধারণ ভোটাররাও। ২০১৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অর্পিতার বিরুদ্ধে গণনাকেন্দ্র দখলের পুরোনো অভিযোগকে ভোট প্রচারে সামনে এনেছে বিরোধীরা। আর দাবানলের মতো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। সবমিলিয়ে প্রার্থী নির্বাচনে মুনশিয়ানা দেখাতে না পারায় বালুরঘাটে শুরুতেই কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল।

আপাতদৃষ্টিতে বালুরঘাটের হাওয়া বিজেপির অনুকূলে বইলেও তাতে প্রচুর ধুলো রয়েছে। অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়িকে সরিয়ে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আইনজীবী বিদ্যুৎকুমার রায়কে। তা নিয়ে দলের ভেতরে কোন্দল দেখা দিয়েছে। ক্ষোভে নির্দল হিসাবে লড়ছেন দলের এসটি মোর্চার সভাপতি সুশীল মার্ডি। ফলে খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে গেরুয়া শিবির। তৃণমূল, বিজেপি দুই প্রার্থীদের নিয়ে অপছন্দের আবহে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন বাম প্রার্থী আরএসপি-র অর্ণব চৌধুরী। বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলে হওয়ায় রাজনীতি নিরপেক্ষ মানুষদের সমর্থনও পাচ্ছেন অর্ণব। তাঁকে সমীহ করছে সব দলই। শহরের শিক্ষিত সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন তিনি। ফলে অর্ণব কতটা ভোট কাটবেন তার ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে। তবে ভোটের হাওয়া বলছে, সূক্ষ্ম বিচারে নাটকের শহরে কিছুটা হলেও পাল্লা ভারী পদ্ম প্রতীকেরই।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা

প্রথম পাতার পর

শেষ করে সেই সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারদের জানাতে হবে। কেউ ভোটার স্লিপ ছাড়া বুথে এলে কেন তিনি পাননি- সেব্যাপারে বিএলও'র দেওয়া রিপোর্ট ও ভোটারের দাবি এবং নথি যাচাই করে দেখবেন প্রিসাইডিং অফিসার। তারপর মিলবে ভোটদানের অনুমতি।

যে যে আসনে ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট, সেইসব জেলার ডিএম, এসপি, এসডিপিও এবং ওসিদের সঙ্গে শনিবার বৈঠক করে কমিশন। ভোটের দিন কোথায় কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে, সেব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের। মাইক্রো অবজার্ভার, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের সঙ্গে থাকবে বডি ক্যামেরা। বুথের ভিতরে এবং বাইরে থাকছে সিসি ক্যামেরা। যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকছে কমিশনের হাতে। কোথাও সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়লে কমিশনের কন্ট্রোলরুম থেকে তৎক্ষণাৎ সেক্টর অফিসারকে জানানো হবে।

হিংসা এবং অশান্তি বরদাস্ত করা যাবে না বলে বৈঠকে আবারও শুনিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। জানিয়ে দেন, কোনও ক্ষেত্রে গাফিলতি প্রমাণ হলে সাসপেনশনের মুখে পড়বেন থানার আইসি ও ওসিরা। শনিবারই ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে এক পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন।

কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের ওই কনস্টেবল মাসুদ করিমের বিরুদ্ধে হলদিয়ার এসডিও অফিসে পোস্টাল ব্যালটে ভোটের সময় ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে। সাসপেনশনের পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে দূরে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এক্স হ্যান্ডেলে শুক্রবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করল কমিশন। অন্যদিকে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে মনোনয়নপত্র পেশের আগে পর্যন্ত ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়ে প্রায় ৭ লক্ষ ফর্ম-৬ জমা পড়েছে। এঁদের অধিকাংশই প্রথম ভোটার। রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা এখন ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার ৮। ট্রাইবিউনালে নিষ্পত্তির পরে ওই সংখ্যা সামান্য বাড়তে পারে।

ভোটের হাওয়ায় লাগল নাচন

ব্যালট বক্সে উৎসবের কোলাজ

শৌভিক রায়

চা বাগানের সবুজ চিরে চলে যাওয়া পরিচিত পথটি চিনতে পারিনি সেদিন। দু'ধারে নানা রঙের পতাকা আর রংবেরঙের কাগজের শিকল নিয়ে ছায়া ঢাকা শান্ত সে রাস্তা একদম বদলে গিয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণের, ধর্মের মানুষ দলে দলে হাঁটছিলেন সেই পথে।

বাগানের প্রান্তে বিরাট মাঠ। সে মাঠে সপ্তাহে একদিন হাট বসলেও, সেদিন অন্য ব্যাপার। ভোট প্রচারে শহর থেকে নেতা আসবেন। সমাবেশ করবেন। ফলে ছোটখাটো উৎসব। সারাবছর ধরে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলা হাত ঝড় তুলছিল ধামসা-মাদলে। মংলু আর শনিচরা ত্রিপল টানিয়ে, টেবিল বিছিয়ে পান-বিড়ির দোকান দিয়ে বসে গিয়েছিল মাঠের একদিকে। মওকা বুঝে গঞ্জের রামাধীন বাদামওয়ালাও হাজির। তবে ওই গরমে ভিড় ছিল বেশি কুলফিওয়ালার সামনে।

কিশোর বয়সে দেখা সেই ছবি আজও ভুলিনি। ভোট এলেই তখন চা বাগানগুলো অচেনা হয়ে উঠত। যেখানে সারাবছর দারিদ্র্য আর নিষ্পেষণ নিত্য সঙ্গী, সেই চা বাগান সেজে উঠত উৎসবের আমেজে। তবে শুধু চা বাগান নয়। ভোট উৎসবে মহানগর থেকে গ্রাম ছবিটা ছিল একই। গমগমে মাইক, উত্তাল মিছিল, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনসমাবেশ, দেওয়াল লিখন, রোড শো, নেতাদের ঘনঘন আগমন সবকিছু মিলে প্রতিটি জনপদ বদলে যেত।

মনে আছে এই উৎসবের আবহাওয়াতেই প্রথম পথনাটক দেখেছিলাম। এভাবে যে রাস্তাতেও নাটক করা যায়, সেটা শিখিয়েছিল ভোট। পাশাপাশি মনে পড়ছে গানের কথা। কত ধরনের গান যে শোনা যেত ভোট এলে! আর সেসব গান গাইতেন জাঁদরেল সব মানুষরা। গ্রামবাংলায় সেই সময় চলত কবির লড়াই।

অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো আজকাল ভোটেও কর্পোরেট সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে। ফ্লেক্স, কাটআউট, সুসজ্জিত গাড়ির ওপর থেকে মানুষজনের ওপর পুষ্পবৃষ্টি, আজকাল ভীষণ চোখধাঁধানো।

নাটক, গান বা কবিতার বিষয়বস্তু মূলত ভোট হলেও, খুব সূক্ষ্মভাবে দেশ গঠনের একটা বার্তাও থাকত। আসলে বছর চল্লিশ-পঞ্চাশ আগে স্বাধীনতার খানিকটা রেশ রয়ে গিয়েছিল সবার মনে। বাপঠাকুরদার মুখে শুনে পরাধীন ভারতকে উপলব্ধি করতে পারতেন সবাই। ভোট মানে যে গঠন ও উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কমবেশি বুঝেছিলেন সকলেই। প্রচারে নেমে সব রাজনৈতিক দলও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন। তাই সে সময় ভোটের চেহারা ছিল আলাদা। জোর দেওয়া হত বাড়ি বাড়ি সংযোগ, মিটিং, মিছিল ইত্যাদির ওপর। টেলিফোনে, খবরের কাগজে বিরাট বিজ্ঞাপনে, টিভির বিতর্কেও যে ভোট প্রচার করা যায়, সেটা কেউই ভাবেননি।

অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো আজকাল ভোটেও কর্পোরেট সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে। বড় বড় ফ্লেক্স, কাটআউট, সুসজ্জিত গাড়ি, গাড়ির ওপর থেকে দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের ওপর পুষ্পবৃষ্টি, নৃত্যরত পুরুষ-মহিলা ইত্যাদি আজকাল ভীষণ চোখধাঁধানো। অতীতের সেই ম্যাড়মেড়ে মিছিল আর বস্তাপচা স্লোগান কবে যে এরকম ঝলমলে হয়ে গেল, কে জানে! ভোটের মিটিংয়ে, মঞ্চসজ্জাতেও ব্যাপক পরিবর্তন। খুঁটি পুঁতে যেভাবে আজকাল মঞ্চ ও শ্রোতাদের বসার জায়গা তৈরি করা হয়, সেটি তো রীতিমতো দর্শনীয়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ড্রোন ক্যামেরার গৌরবময় উপস্থিতি। রক ব্যান্ডের অনুষ্ঠানের মতো পোডিয়ামে এগিয়ে পিছিয়ে নেতা-কর্মীদের জনসংযোগেও নতুনত্বের ছাপ। সত্যি বলতে, ভোটের সঙ্গে বড় বড় উৎসবের সেভাবে আর কোনও পার্থক্য নেই।

কখনো-কখনো মনে হয়, উৎসবের এই আবহ গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করে তুললেও, যুক্তিবোধকে কি খানিকটা আড়াল করে রাখে না? 'রুটি-কাপড় আর বাসস্থান'-এর প্রাথমিক চাহিদা ভুলে, মানুষ কি এই জৌলুসে ভেসে যায় না? আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না কি তাঁর নিজস্ব বোধ ও চিন্তা? এই ব্যাপারে বোধহয় গ্রাম আর শহরের কোনও পার্থক্য নেই। বহু মানুষই এই চাকচিক্যে এতটাই প্রভাবিত হন যে, ভোট প্রদানের সময় নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারেন না। ফলে, ভোটবাক্সে তার প্রভাব দেখা যায়। বাজিমাত করে যান তাঁরা, যাঁদের গিমিক বেশি। ভোটের এই হাওয়া ছুঁয়ে যায় প্রায় সবাইকেই। আলাদা করে এখানে পার্থক্য করা যায় না কোনও ভোটারকেই। ভাবনার নিজস্ব জগতে সকলেই বোধহয় পরিযায়ী হয়ে যান তখন।

এরপর বারোর পাতায়

বৈশাখী হাওয়ায় ভোট-উৎসব বঙ্গে। গমগমে মাইক, উত্তাল মিছিল, জনসমাবেশ, দেওয়াল লিখন, রোড শো, নেতাদের প্রতিশ্রুতি— মহানগর থেকে গ্রাম কিংবা চা বাগান ছবিটা সর্বত্র একই। সঙ্গে জুড়েছে এআই গান-ভিডিও, ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের মতো কর্পোরেট সংস্কৃতি। যদিও ধর্মের নামে হিংসার অবসানে বিদ্বেষমুক্ত সম্প্রীতির সমাজ মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন। সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তির ভোরের সন্ধানে জনতা আবারও গণতন্ত্রের জয়গানে শামিল। ভোট দিলেও, লাভ হয় নাকি হয় না এই চিরকালীন প্রশ্নকে সঙ্গী করে।

অনুপমার তখন... এখন...

উমাদাস ভট্টাচার্য

-দুধ তো এবার উথলাবে দিদি

জয়ন্তীর মায়ের চ্যাঁচানিতে অনুপমা দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নব বন্ধ করতে করতে বলেন

-তা তুমি মহারানি একটু উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধ করতে পারছ না? আরেকটু হলেই তো দুধ উপচে বার্নারের মুখ জ্যাম হয়ে আমার হাড়মাস কালি হত...

-আমি কী করব... আমার সারা হাতে আদাবাটা...

-তোমাদের কারও কিছু উপায় নেই। আমারই যত জ্বালা...

অনুপমা গজগজ করতে করতে চায়ের জল বসান।

-একজন একজন করে আসবেন আর আমি আছি দাসীবাঁদি...

রাগ হত অনুপমার। আবার এও জানতেন কয়েকটা দিন। তারপর এমনিতেই এসব বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ির লোক পাশের বাড়ির লোক বাজার যাওয়ার পথে ফেরার পথে একটু উঁচু গলা একটু নীচু গলা। অনুপমা বিরক্ত হতেন। ভালোও কি লাগেনি কখনো-কখনো? একঘর লোকের মাঝখানে চায়ের কাপ ভর্তি কাঁসার থালাটা নামিয়ে রাখার সময় হঠাৎ কেউ যখন সাক্ষী মেনে উঠত অনুপমাকে? হয়তো ভুলেই জিজ্ঞেস করে উঠত

-বলো বৌদি... তুমিই বলো...এদের কি আর সহ্য করা যায়?

অনেক কিছু। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করত অনুপমার। হয়তো একটা মিছিল গমগম করতে করতে চলে যেত সেই সময়ে বাড়ির পাশের গলিটা দিয়ে। বাড়ির মধ্যে অসমবয়সি পুরুষ নারীর গোলটেবিল একটু থমকে যেত সেই সময়। যার যার মিছিল তার তার চোখ কিংবা ঠোঁটে কি একটু উচ্ছ্বাস খেলে যেত? গমগম করতে করতে মিছিলটা আসলে ঢুকে পড়ত ঘরের ভেতরেই। অনুপমার তো তাই মনে হত। বাড়িতে লোকজন থাকলে তবেই তো পক্ষে-বিপক্ষে হয়। শুধু জয়ন্তীর মায়ের তাপ-উত্তাপ ছিল না। সকালে পাড়ায় একবার কাজে ঢুকে পড়লে যখন

হয়তো একটা মিছিল গমগম করতে করতে চলে যেত সেই সময়ে বাড়ির পাশের গলিটা দিয়ে। বাড়ির মধ্যে অসমবয়সি পুরুষ নারীর গোলটেবিল একটু থমকে যেত সেই সময়। যার যার মিছিল তার তার চোখ কিংবা ঠোঁটে কি একটু উচ্ছ্বাস খেলে যেত?

সব বাড়ি সেরে মেয়ের জন্য সব খাবার একসঙ্গে একটাই এনামেলের গামলায় সাদা কাপড়ে মুড়ে বাড়ির পথ ধরত ততক্ষণে ভোটের বাজার ঝাপসা হয়ে আসত।

-তোমার কি মনে হয় এরা সব ধোয়া তুলসীপাতা? ভোট হলেও তোমার খোঁজ নেবে?

অনুপমা ছেলের কথা কান খাড়া করে শুনতেন। তিনি জানতেন এরপরই ছেলে আর ছেলের বাবার স্বর উচ্চগ্রামে উঠতে থাকবে আর অবধারিতভাবে ছেলের বাবা বলে বসবে

-এসব বোঝার বয়স তোমার এখনও হয়নি...

ব্যাস... সদ্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত নবীনের দপদপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পাড়ি। অনুপমা পরে ভাবতেন এভাবেই কি বিরুদ্ধ মতের লড়াইয়ের নেট প্র্যাকটিসের সুচনা হয়? আর তা শুরু হয় বাড়িতেই? কতকিছু পালটে পালটে যায়।

এরপর বারোর পাতায়

দেদার মেগাবাইটের দুনিয়ায় রঙিন ভোটরঙ্গ

অন্বেষা বসু রায় চৌধুরী

লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে / লাল নীল সবুজেরই মেলা রে / আয় আয় আয় রে ছুটে / খেলবি যদি আয় / নতুন সে এক খেলা রে। মান্না দে-র সেই চিরসবুজ কণ্ঠ আর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কলম থেকে বেরিয়ে আসা এই গানটি শোনেনি বা চেনে না, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া ভার। বাঙালির শৈশব থেকে বার্ধক্য- সব ঋতুতেই এই গানটি এক অদ্ভুত আশাবাদ জাগিয়ে তোলে। সম্প্রতি গানটি আবার শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল, গানের কথাগুলো যেন আজকের এই ডিজিটাল বাংলার প্রেক্ষাপটে ২০২৬-এর আসন্ন 'ভোট-রঙ্গ' নিয়েই লেখা হয়েছিল। যদিও গৌরীপ্রসন্নবাবু যখন এটি লিখেছিলেন, তখন তাঁর মানসপটে ছিল বাংলার মেঠো পথের সেই চেনা ধুলো ওড়া মেলার ছবি, নাগরদোলা আর মাটির পুতুলের গন্ধ। কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই মেলার চেয়েও এক বিশাল মেলা ইদানীং জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের হাতের তালুতে ধরা থাকা পাঁচ ইঞ্চির স্মার্টফোনের স্ক্রিনে। নাম তার- 'ভোটের মেলা'। আর সেই মেলায় লাল, নীল, সবুজ বা গেরুয়া- সব রংয়ের রাজনৈতিক সওদাগরেরাই বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে নতুন নতুন মরণখেলার পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

আসলে বাংলার রাজনীতিতে এখন আর বৈশাখের সেই চিরাচরিত দাবদাহের দাপট অতটা চোখে পড়ে না, যতটা দাপট দেখাচ্ছে স্মার্টফোনের ৫জি স্পিড। একসময়কার চুনসুরকি আর চটচটে আলকাতরার দেওয়াল লিখন এখন বাঙালির কাছে স্রেফ নস্টালজিয়া। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে ফেসবুকের অন্তহীন স্ক্রল আর প্রতি মুহূর্তে হোয়াটসঅ্যাপের 'টুংটাং' নোটিফিকেশন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ভোট যেন এক আজব ডিজিটাল কার্নিভাল। যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই পর্দার আড়ালে একেকজন দুঁদে চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজ করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের দীর্ঘ সম্পাদকীয় পড়ার চেয়েও বাঙালির কাছে আজ বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে- জনসভায় দাঁড়িয়ে আজ কোন নেতা নতুন কোনও 'তত্ত্ব' আওড়ালেন। নেতাদের মুখ ফসকে বেরোনো একেকটা কথা বা ভুল উচ্চারণ এখন মিমারদের কাছে ঠিক যেন 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ'। সেই সংগৃহীত কথাগুলোকে মুহূর্তের মধ্যে জনপ্রিয় কোনও সিনেমার গানের সুরে এমনভাবে 'রিমিক্স' করা হয় যে, সাধারণ মানুষ রাজ্যের গম্ভীর সমস্যাগুলো বেমালুম ভুলে গিয়ে ফোনের স্ক্রিনে স্রেফ হেসে কুপোকাত হন। ধরুন, কোনও এক নেতা হয়তো আবেগের বশে বলে ফেললেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতিটি বাড়ির ছাদে একটা করে ছোট ছোট হেলিপ্যাড বানিয়ে দেব!' ব্যাস, আর যায় কোথায়! পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই ভিডিওর নীচে রিদমিক মিউজিক বাজতে শুরু করল এবং শুরু হল লাইক আর ভিউসের প্লাবন। এই যে হাসির খোরাক, এটাই এখন জনমত গঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। ভোট মানে এখন আর সিরিয়াস আলোচনা নয়, বরং ভোট মানে এখন এক দারুণ 'ভাইরাল' জোকস।

এই তো ক'দিন আগের কথা। অফিস থেকে ফেরার পথে এক পরিচিত চায়ের দোকানে ঢুকেছি ক্লান্তি মেটাতে। দেখলাম, সেখানে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর মুখে এক নেতার উন্নয়নের ভাষণ শুনছিলেন। পাশের টেবিলে বসা সম্ভবত এক কলেজ পড়ুয়া ছেলে তার স্মার্টফোনটা ভদ্রলোকের দিকে

দেওয়াল লিখন এখন বাঙালির কাছে স্রেফ নস্টালজিয়া। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে ফেসবুকের অন্তহীন স্ক্রল আর প্রতি মুহূর্তে হোয়াটসঅ্যাপের 'টুংটাং' নোটিফিকেশন।

এগিয়ে দিয়ে ফিশফিশ করে বলল, 'জেঠু, একটু এটা দেখুন তো'। ফোনের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সেই নেতারই ভিডিও, কিন্তু সেটাকে বেশ মুখরোচকভাবে এডিট করা হয়েছে। ভিডিওর প্রথম অংশে নেতা তর্জনী উঁচিয়ে বলছেন, 'রাস্তাগুলো একদম মাখনের মতো মসৃণ করে দেব'- আর ঠিক তার পরের দৃশ্যেই মিমার নিপুণ দক্ষতায় জুড়ে দিয়েছে একটি জনপ্রিয় কমেডি সিনেমার ক্লিপ, যেখানে ছবির নায়ক গর্তে ভরা রাস্তায় নাচতে গিয়ে তাল সামলাতে না পেরে আছাড় খাচ্ছে। সেই গম্ভীর ভদ্রলোক ভিডিওটি দেখতে দেখতে কখন যে মুচকি হেসে ফেলেছেন, তা বোধহয় তিনি নিজেও টের পাননি। আর এভাবেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘ বক্তৃতার চেয়ে একটি ১৫ সেকেন্ডের মিম অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ওই কলেজ পড়ুয়া ছেলেটার মতো হাজার হাজার যুবক এখন মিম শেয়ার করেই জনমত গঠন করছে। সেখানে প্রকৃত উন্নয়ন বা রাজনৈতিক নীতি বড় কথা নয়, বরং 'কে, কাকে, কত বড় জোকস-এ পরিণত করতে পারল'- সেটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভোটের আসল মাপকাঠি। দিনের শেষে ওই ভদ্রলোকটির মতো লক্ষ লক্ষ ভোটার যখন বুথে যাচ্ছেন, তাঁদের মগজের এককোণে ওই হাসির মিমটাই থেকে যাচ্ছে। যা অজান্তেই ব্যালট বা ইভিএমে তাঁদের আঙুলের অভিমুখ বদলে দিচ্ছে। এটাই ডিজিটাল বাংলার 'নতুন নাচ'। যা অবশ্যই সচেতন মনে এই প্রশ্ন জাগায় যে, আদতে আমরা সত্যিই কি নিজেদের স্বাধীন মগজ খাটিয়ে ভোটটা দিচ্ছি? নাকি আমাদের স্মার্টফোনের পর্দার অদৃশ্য 'অ্যালগরিদম' আগেভাগেই ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের কোন বোতামটা টিপতে হবে?

আবার এই রঙিন ডিজিটাল নাচের আড়ালে খুব সন্তর্পণে ওঁত পেতে আছে 'ফেক নিউজ' বা ভুয়ো খবরের এক বিষাক্ত মাকড়সার জাল। স্যাটায়ার বা বিদ্রুপ যেখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, সেখানে তথ্যের বিকৃতি বা এআই-এর কারসাজিতে তৈরি 'ডিপফেক' ভিডিও এখন সাধারণ ভোটারদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। হোয়াটসঅ্যাপের 'গ্রুপ'গুলোতে এখন এমন সব অডিও এবং ভিডিও ঘুরপাক খাচ্ছে যে, কোনটি আসল আর কোনটি নিছক এডিটিংয়ের কারসাজি, তা বোঝা খোদ ব্যোমকেশ বক্সীর পক্ষেও বোধহয় কঠিন হত। কোনও এক নেতার পাঁচ বছর আগের ঘরোয়া আড্ডার ভিডিওকে এখনকার 'গোপন আঁতাত' বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে নির্দ্বিধায়। কখনও আবার বিরোধী দলের মিছিলে অন্য রাজ্যের কোনও পুরোনো অশান্তির ক্লিপ জুড়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উসকানি ছড়ানো হচ্ছে। কে ক্ষমতায় এলে রাজ্যে মাছ খাওয়া বন্ধ হবে, আর কে আবার বেছে বেছে ঘরে ঘরে মাছ পৌঁছে দেবেন- এই নিয়ে চলছে অবিরাম কাদা

এরপর বারোর পাতায়

লোডশেডিং, কলিং বেল ও ভোম্বলের প্রেম

সানি সরকার

মেঘলা আকাশ চিরে আচমকা এক চিলতে রোদের ঝলক এসে পড়েছে বারান্দায়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারি গাছের পাশাপাশি জারুলের ডালগুলি হঠাৎ দমকা হাওয়ায় হেলে পড়ছে, পরক্ষণেই প্রাণপণে সোজা হওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যালকনির টবে এখন আর রোদ নেই, বরং ঝড়ের দাপটে তারের বাঁধন ছিঁড়ে টবগুলোর খসে পড়ার উপক্রম। কালবৈশাখীর দাপট শেষে স্বস্তির বৃষ্টি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে প্রকৃতির এই অপরূপ রূপবদল দেখতে বেশ লাগছিল। কৈশোর থেকেই তো ঋতুবৈচিত্র্যের এমন খামখেয়ালির সাক্ষী। যবে থেকে বুঝতে শিখেছি, নিজের খেয়ালে এই ঝড়-বৃষ্টিকে সামলে আসছি। বাড়ির সামনের জল-জমা খেলার মাঠে বিকেলে ছুটে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে কাদা মেখে ফুটবল খেলা, আর কাদামাখা শরীর নিয়ে ফিরে মায়ের প্রলয়ংকরী গর্জনের মুখোমুখি হওয়া! সাদা চুলের ভিড়ে স্মৃতির দল তখন মস্তিষ্কে হানা দিয়েছে।

আপন মনেই হাসছি, হঠাৎ নস্টালজিয়ার তাল কাটল— ‘ডিং ডং... ডিং ডং...’। একবিন্দু ইচ্ছে না থাকলেও, একরাশ বিরক্তি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে সদর দরজা খুলতেই দেখি, বৃষ্টিভেজা রেইনকোট গায়ে এক ডেলিভারি বয় প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে। ওটিপি জেনে প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে একগাল হাসি দিয়ে মুহূর্তে উধাও ছেলেটি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আগে হঠাৎ নজরে পড়ল ‘যত নষ্টের গোড়া’ ওই ছোট্ট প্লাস্টিকের সুইচটার দিকে। পোশাকি নাম ‘কলিং বেল’! মানুষের আগমনী বার্তার কী অদ্ভুত আবিষ্কার! ছোট্ট এই যন্ত্রটার মধ্যে কত শত গল্প, রাগ-অভিমান আর গভীর দর্শন লুকিয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। বাঙালি যদি কলিং বেল নিয়ে থিসিস লিখত, আমি নিশ্চিত তার শিরোনাম হত— ‘কলিং বেল : বাঙালির মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক আদানপ্রদান’।

কলিং বেল শুধু আগমনী বার্তাই দেয় না, এর আওয়াজ অনেকসময় বাড়িওয়ালার মেজাজও নিখুঁতভাবে তুলে ধরে। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেলের আওয়াজ শুনে নির্ভুল বলে দেওয়া যায় গৃহকর্তার মেজাজ কেমন। কিছু বাড়ির কলিং বেল থাকে যারপরনাই বদমেজাজি। সুইচে হাত রাখতেই সজোরে— ‘ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং’... । এমন তীক্ষ্ণ ও আক্রমণাত্মক আওয়াজে চমকে দু’পা পিছিয়ে যেতে হবেই, মনে হবে ভেতরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলছে। এ আওয়াজ শুনলেই মালুম হয় গৃহকর্তা রাগভারী, পাড়ার ছেলেরাও ভুলেও এই বাড়িতে পুজোর চাঁদার রসিদ নিয়ে যায় না। আবার কিছু কলিং বেল ভারী মিষ্টি। মোলায়েম মিউজিকে শোনা যায় পাখির ডাক বা হালকা ‘টুং টাং’। সুইচ টিপলে মনে হয়, বেলটা সলজ্জ হেসে বলছে, ‘একটু অপেক্ষা করুন, ভেতরে খবর পাঠিয়েছি’। বোঝা যায় মানুষজন অতিথিবৎসল ও নরম স্বভাবের। কিছু বেলের আওয়াজ আবার ভক্তিগীতি বা শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় পরিবারটি ধর্মভীরু। এর বাইরে কিছু বেল আছে, যেগুলি থেকে অধিকাংশ সময় যন্ত্রণাকাতর গোঙানির মতো বিটকেল আওয়াজ বের হয়। বোঝা যায় বাড়ির লোকজন এতটাই অলস যে, খারাপ বেলটা ঠিক করার সময় নেই। এঁরা চরম নির্লিপ্ত, সংসারের কিছু নিয়েই বিশেষ মাথা ঘামান না।

তবে কলিং বেলের সঙ্গে সবচেয়ে বড় আর চিরন্তন লড়াইটি বাঙালির দুপুরের ভাতঘুমের। ছুটির দিনে আয়েশ করে খাসির মাংস দিয়ে পেটপুরে ভাত খাওয়ার পর অলস শরীরটা বিছানায় টানটান করে দেন অনেকেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে নেমে আসে ঘুমের ভারী পর্দা। ঠিক এই মোক্ষম সময়ে যদি কানে আসে— ‘ক্যাঁক... ক্যাঁক... ক্যাঁক!’ ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে ধড়মড় করে উঠতে হবে। একরাশ বিরক্তি আর ঘুমের জড়তা নিয়ে দরজা খুলে দেখলেন, একগাল মাছি-তাড়ানো হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক সেলসম্যান। ‘দাদা, ঘুম নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। প্রোমোশনের জন্য কোম্পানি প্রোডাক্টে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। এই ডিটারজেন্টটা নিলে ২০ লিটারের বালতি একদম ফ্রি!’ বিশ্বাস করুন, তখন ইচ্ছে হয় ওই বালতিটা সেলসম্যানের মাথাতেই পরিয়ে দিই। রাগ গিয়ে পড়ে কলিং বেলের ওপরেও। বেলটা না বাজলে দুপুরের সাধের ঘুমের এমন দফারফা হত না!

-এআই

রসরঙ্গ

কলিং বেলের আওয়াজ কানে এলেই ছোটবেলার বন্ধু ভোম্বলের কথা বড্ড মনে পড়ে। ভোম্বল ছিল রাতের অন্ধকারের দস্যি। অন্ধকার হলেই ওর মাথায় দুনিয়ার বদবুদ্ধি ভিড় করত। আমাদের তারুণ্যে লোডশেডিং ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বাড়ির বাইরে পা রাখার আনন্দে কখন কারেন্ট যাবে, সেই অপেক্ষা শুরু হত সন্ধ্যার পর থেকে। কারেন্ট যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় না থাকলেও ফিরতে পাক্কা এক ঘণ্টা নিত। এই এক ঘণ্টা বাড়ির সামনের মাঠে ভোম্বল, সান্টু, তুতুনদের সঙ্গে আড্ডা চলত। কিন্তু আড্ডা মারতে ভোম্বলের ভালো লাগত না। এই কারেন্ট যাওয়ার সময়টাই ওর কাছে ছিল ‘গোল্ডেন আওয়ার’। ঘুটঘুটে অন্ধকার, গরমে হাঁসফাঁস মানুষ, টানা পাখার আওয়াজ আর মশার গুনগুন— এমন সুবর্ণ সুযোগের জন্যই ওঁত পেতে থাকত ভোম্বল। পকেটে কালো ইনসুলেশন বা ব্ল্যাকটেপ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত নিজস্ব অপারেশনে।

গল্পের আসরে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ওর ডেস্টিনেশন হত পড়শি পাড়া। তখন অধিকাংশ বাড়ির কলিং বেল থাকত সীমানা প্রাচীরে বা সদর দরজার দেওয়ালে। অন্ধকারে যে বেল নজরে পড়ত, তার সুইচটা চেপে ধরে ব্ল্যাকটেপ মারত সেই ভোম্বল। একের পর এক বাড়িতে অপারেশন শেষে নির্লিপ্ত মুখে ক্লাব মোড়ে এসে কারেন্ট আসার অপেক্ষা করত। কারেন্ট এলেই শুরু হত আসল খেলা! ব্ল্যাকটেপ লাগানো সব বাড়ির কলিং বেল একসঙ্গে টানা বেজে উঠত। বিভিন্ন বেলের আওয়াজ মিলে তৈরি হত এক ভয়াবহ সিম্ফনি। ভোম্বলের হাসির আওয়াজটাও তখন হত অন্যরকম। বেলের আওয়াজে লোক এসেছে ভেবে কেউ লুঙ্গি পরেই বেরিয়ে আসতেন, কেউ কেউ আবার কারণ অনুসন্ধানে আশপাশে ছুটতেন। কিন্তু ভোম্বলের নাগাল পাওয়া কি এত সহজ! ধরা পড়ার আশঙ্কায় দিন বুঝে পালানোর বিভিন্ন রাস্তা ছকে রাখত সে, কেউ টিকি ছুঁতে পারত না।

> কারেন্ট যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় না থাকলেও ফিরতে পাক্কা এক ঘণ্টা নিত। এই এক ঘণ্টা বাড়ির সামনের মাঠে ভোম্বল, সান্টু, তুতুনদের সঙ্গে আড্ডা চলত। কিন্তু আড্ডা মারতে ভোম্বলের ভালো লাগত না। এই কারেন্ট যাওয়ার সময়টাই ওর কাছে ছিল ‘গোল্ডেন আওয়ার’।

কিন্তু চোরের দশ দিন তো গৃহস্থের একদিন। ভোম্বলও একদিন ধরা পড়ল। তবে গৃহস্থের হাতে নয়, এক তরুণীর ডাকাবুকো দাদার হাতে, আর সেটা নিতান্তই নিজের বোকামিতে। সেবার ডেস্টিনেশন বদলে ওই তরুণীর বাড়ির কলিং বেলেই টেপ মেরেছিল। মেরেছিস মার, কিন্তু তা আবার কলেজ ফেরত সেই তরুণীকে শুনিয়ে বলার কী দরকার! পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বলেছিল, ‘কারেন্ট আসার পর কলিং বেল তো বাজল, কিন্তু একজনাকে দেখতে পেলাম না...।’ মেয়েটির বুঝতে অসুবিধা হয়নি কাণ্ডটি কার। সে দাদাকে জানায় এবং পরের দিন ইশারায় ভোম্বলকে চিনিয়ে দেয়। যথারীতি ডাকাবুকো দাদা দলবল নিয়ে হাজির। ভোম্বলের সঙ্গে একপ্রস্ত ঝামেলা এবং অভিযোগ পৌঁছাল পাড়ার সিনিয়ার দাদাদের কাছে। ক্লাবের মোড়ে সকলের সামনে কান ধরে ওঠবোস করে সে যাত্রায় ছাড় পেল সে। আমরা ভাবলাম, যাক, ভোম্বলের একটা জুতসই শিক্ষা হল!

কিন্তু আসল চমক টের পেলাম কয়েক মাস পর, সরস্বতীপুজোর দুপুরে। হঠাৎ দূর থেকে নজরে এল ফুচকার দোকানের ভিড়ে ভোম্বল। কাছে গিয়ে বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওটা ভোম্বলই, কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে ও অমন গদগদ হয়ে কথা বলছে? এ তো সেই মেয়েটি! হ্যাঁ, সেই কলিং বেল-বিলাসিনী, যার দাদা ভোম্বলকে মেরে তক্তা করতে এসেছিল। কীভাবে এই অসাধ্য সাধন হল, তা আজও পাড়ার বিরাট রহস্য। তবে ভোম্বল মুচকি হেসে সরস্বতীপুজোর রাতে বিড়িতে সুখটান দিয়ে বলেছিল, ‘বুঝলি, জেদ চেপেছিল। ঠিক করেছিলাম ওকে জব্দ করবই। শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু একটা অনুষ্ঠানে ওর নাচ দেখে, আর চোখদুটো দেখে প্রতিশোধ নিতে পারিনি। উলটে প্রেমে পড়ে যাই...।’ জানলে অবাক হবেন, ওই মেয়েটাই এখন ভোম্বলের ঘরনি। দুই সন্তানকে সামলাচ্ছে। একবার কলকাতায় ভোম্বলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার জন্য আমাকে ফোন করতে হয়েছিল। কারণ, ভোম্বল নিজের বাড়িতে কোনও কলিং বেল লাগায়নি! ভোম্বলের বাড়িতে কলিং বেল না থাকলেও, ওদের দাম্পত্য দেখে বিশ্বাস জন্মেছে, কলিং বেল শুধু সদর দরজাই খোলে না, মাঝে মাঝে মানুষের মনের দরজাও খুলে দেয়।

কলিং বেল যেমন বিরক্তি আর হাসির খোরাক জোগায়, তেমনই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীষণ এক বিষণ্ণতা। কোনও বাড়িতে যখন কাছের কেউ মারা যান, তখন উৎসবের বাড়িটা নিমেষে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আত্মীয়রা যখন ফিরে যান, তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা গ্রাস করে বাড়িটাকে। স্বজন হারানোর এই হাহাকারের বড় সাক্ষী ওই কলিং বেলটাই। যে বেলটা সকালে হকারের ডাকে বাজত, দুপুরে পরিচারিকার আগমন জানাত, বিকেলে ছোট ছেলেমেয়ের স্কুল থেকে ফেরার আনন্দে টুংটাং করে উঠত, সেটা হঠাৎ চিরতরে আওয়াজ হারিয়ে ফেলে। দিন, সপ্তাহ, মাস গড়ায়, অদ্ভুত স্তব্ধতা দরজার বাইরে অপেক্ষা করে। কেউ এসে আর সুইচে হাত দেয় না। ঘরের ভেতর থেকে কেউ বলে না, ‘দাঁড়ান, আসছি!’ না-বাজা কলিং বেলটা রোজ মনে করিয়ে দেয়, ডাকে সাড়া দেওয়া মানুষটি চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে, আর কোনওদিন দরজা খুলে দাঁড়াবে না। এমন পরিবেশে মনে হয়, বিরক্তিকর সেলসম্যানটাও যদি অন্তত একবার এসে বেলটা বাজাত, তবু তো এই দমবন্ধ করা নিস্তব্ধতা ভাঙত!

আসলে কলিং বেল আকারে নেহাত ছোট্ট হলেও, যন্ত্রটা আমাদের জীবনের স্পন্দন। বাজছে মানে জীবন চলছে। হাসি, কান্না, বিরক্তি ও প্রেম— সবকিছুরই অদ্ভুত সুইচবোর্ড এই কলিং বেল। জীবনের পিচে বছরের পর বছর নটআউট থাকার পর মনে হয়, জীবনের কলিং বেলটাও ঠিক একদিন বেজে উঠবে। তা সে লোডশেডিং হোক বা না হোক। তবে যতদিন না সেই ডাক আসছে, ততদিন এই ‘ডিং ডং’ আওয়াজের মধ্যেই জীবনের ছন্দ খুঁজে নেওয়া ভালো। কী বলেন?

ব্যালট বক্সে উৎসবের কোলাজ

এগারোর পাতার পর

কিছু ক্ষেত্রে অতীতের মতো, ভোট আজও অনেকের বাড়তি উপার্জনের মাধ্যম। মাত্র কয়েকদিন আগে কথা বলছিলাম খালেদ মিয়াঁর সঙ্গে। এক রাজনৈতিক দলের প্রচার সভার মঞ্চ তৈরি করছিলেন তিনি। নির্দ্বিধায় বললেন, ‘ভোট এলে প্রচুর কাজ পাই। আমাদের ভালোই হয়।’ হুবহু একই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সভায়, নিজের সাবেক ব্যবসা ছেড়ে, দু’দিনের জন্য ফল বিক্রেতা বনে যাওয়া তরুণটি। তাঁর সংযোজন, পুজোর সময়ও এরকমই দোকান দিই পাড়ার প্যান্ডেলের কাছে। পার্থক্য কিছু নেই। ওটা দেবী পুজো, এটা ভোট পুজো।’

তবে পরিবর্তনও এসেছে বহু। আজকাল ভোটকেন্দ্রের কাছে মেলা বসে যাওয়া ব্যাপারটি আর নেই বললেই চলে। সকাল-বিকেল চায়ের আড্ডায় সেভাবে ঝড় তুলে দেওয়া আলোচনাও প্রায় বন্ধ। দেওয়াল লিখনে উধাও হয়ে গিয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত স্লোগান, তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। দেওয়াল লিখতেন এমন এক শিল্পী দুঃখ করলেন, ‘আজকাল আমরা ব্রাত্য। কেউই আর ডাকে না।’ খুব ছোট দল ছাড়া, রিকশায় মাইক রেখে স্লোগান দেওয়া মানুষগুলি উধাও হয়ে গিয়েছেন কবে! মিলিয়ে গিয়েছে কাজের ফিরিস্তি দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হ্যান্ডবিলও।

এত পরিবর্তন সত্ত্বেও, পরিযায়ী শ্রমিক, খেটে খাওয়া দিনমজুর থেকে শুরু করে প্রান্তিক মানুষদের কাছে ভোট কিন্তু আজও বড় ব্যাপার। আসলে এই সময়েই তাঁরা তাঁদের মনুষ্যত্ব ফিরে পান। সারাবছরের অবজ্ঞা আর বঞ্চনার জাঁতাকল থেকে সাময়িক মুক্ত হন। টিভির পর্দায় বা দূর মঞ্চে দেখা বিখ্যাত মানুষজন কাঁধে হাত রাখেন। কাছে টানেন। পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো কথা বলেন। কেউ কেউ তো একধাপ এগিয়ে প্রণাম পর্যন্ত করে ফেলেন। আবার বাড়ির হেঁশেলে ঢুকে রান্নায় সাহায্য করতে, ভোটারের চুলদাড়ি কেটে দিতেও পিছপা হন না অনেকে। ভোটপ্রার্থীদের এরকম কাণ্ডকারখানা অনেক সময় হাসির সৃষ্টি করলেও, বেশ চমকপ্রদ। সেরকমই মজা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিও আসে টিভির টক শো বা বিতর্ক সভায় বক্তাদের সমস্বরে চিৎকারে।

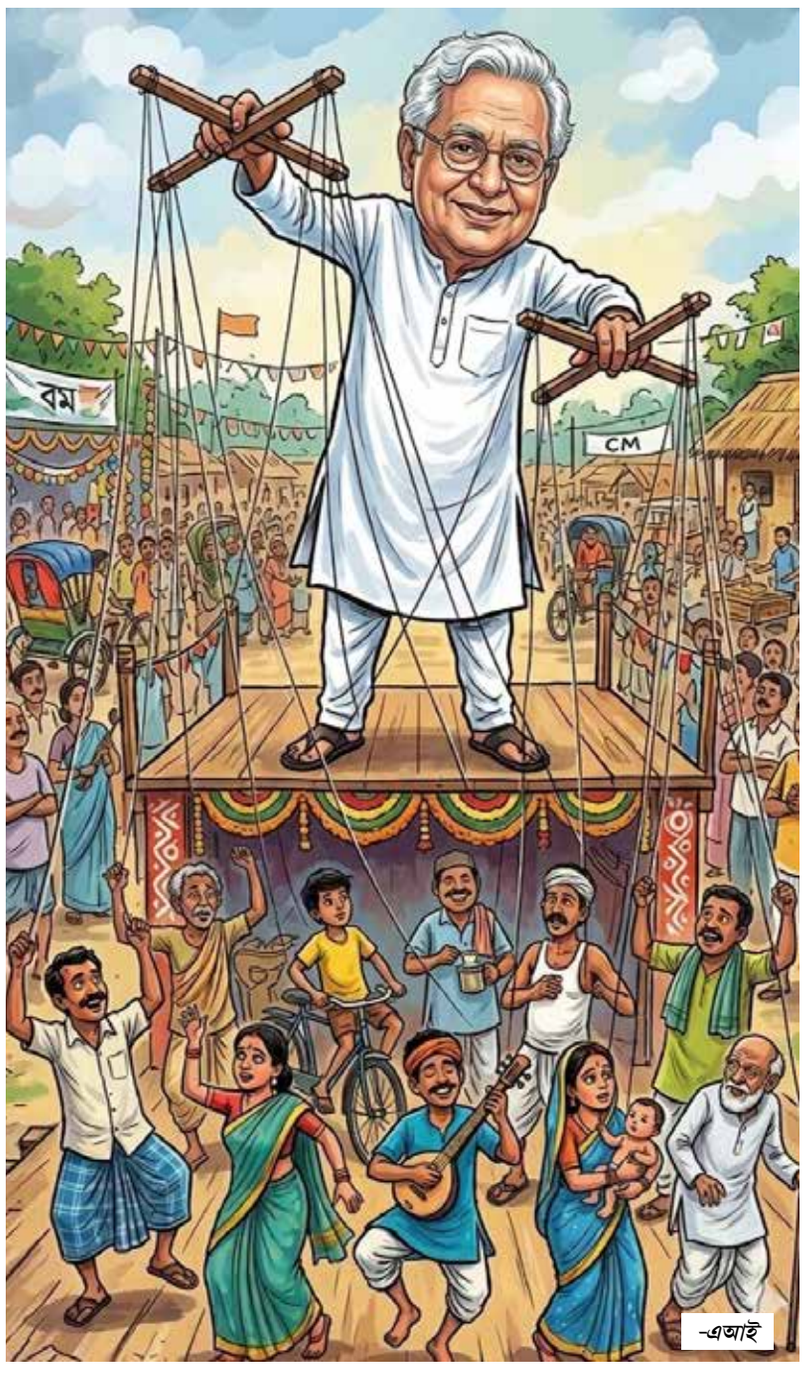

-এআই

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ রাজনৈতিক দলগুলি এখন যত উৎসবের আবহ তৈরি করুক না কেন, মানুষের মনে ক্রমশ জেগে উঠছে নানা প্রশ্ন। এটিই বোধহয় আধুনিক ভোটের সবচেয়ে বড় চিত্র। আগে, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা সেভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন না। তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের খানিকটা যেন দূরত্ব ছিল। তবুও বিপদে-আপদে তাঁদের কাছে আশ্রয় খুঁজতেন নিরাশ্রয় মানুষ। কিন্তু সেই পরিবেশ আর নেই। এখন মানুষ প্রশ্ন করছেন। কড়ায়গন্ডায় বুঝে নিতে চাইছেন তাঁর প্রদত্ত ভোটের হিসেবে। পার্থক্য আজ এখানেই। এটা হওয়াও উচিত। কেননা উৎসব মানে অগ্রগতির জয়যাত্রা। আর সেটি তখনই সম্ভব, যখন প্রত্যেকের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটবে। ভোট উৎসব তাই সাধারণ নয়, তার তাৎপর্য সবসময় আলাদা।

কিন্তু বর্তমান প্রজন্মকে ভোটের হাওয়া ঠিক কতটা আন্দোলিত করতে পারছে? এখনও অবধি যে চিত্র দেখছি, তা কিন্তু আশাপ্রদ নয়। আসলে তাঁদের সামনে না আছে অনুসরণ করার মতো নেতা, না রয়েছে অনুকরণ করার মতো কাজ। প্রচণ্ড আগ্রাসী এক সর্বক্ষয়ী অবক্ষয়ে আজ ক্রমশ ভাঙন সর্বত্র। তার বিপুল প্রভাব পড়ছে এই প্রজন্মের ওপর। ভোট সম্পর্কেই উদাসীন হয়ে উঠছেন তাঁরা। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এটি কিন্তু অশুভ সংকেত। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন আজ এমন জায়গায় যে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অধিকাংশই। আর সেই শূন্যস্থানে ঢুকে পড়ছে কিছু ধান্দাবাজ দুশ্চরিত্র। তারা উৎসব বোঝে না, গণতন্ত্র তো অনেক দূরে।

ভোটের হাওয়ার এই নাচনে তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যে উৎসবকে একদিন প্রাণে ধরে একটি রাষ্ট্র গুটিগুটি পায়ে চলতে শুরু করেছিল, তার চেহারায় বহু পরিবর্তন এলেও, কখনও ভাবা যায়নি এরকম এক সংকটময় সময় আসতে পারে। মিথ্যাচার, মারামারি, হানাহানি, রক্তক্ষয়, কদর্য ভাষা ইত্যাদি সবকিছু গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবকে আজ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তার জন্য দায়ী নিজেরাই। অথচ এই উৎসবের হাত ধরেই আমরা সারা বিশ্বের কুর্নিশ আদায় করতে পারতাম অনায়াসে।

দেদার মেগাবাইটের দুনিয়ায় রঙিন ভোটরঙ্গ

এগারোর পাতার পর

ছোড়াছুড়ি। তথ্যের এই গোলকধাঁধায় সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী এখন সম্পূর্ণ খেই হারিয়ে ফেলছেন। চায়ের দোকানে এখন আর জেলা বা ব্লকের উন্নয়নের পরিসংখ্যান নিয়ে বাস্তবসম্মত আলোচনা হয় না, বরং পাড়ায় পাড়ায় তর্ক চলে- ‘ওরে ভাই, ওই ভিডিওটা কি এডিট করা, নাকি সত্যি উনি ওমন কথা বলেছেন?’ স্যাটায়ার আমাদের হাসাতে শেখায় ঠিকই, কিন্তু সেই সুযোগে তৈরি হচ্ছে এমন সব ফেক নিউজ, যা আমাদের মধ্যে বিভেদের দেওয়াল গড়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আধুনিক বাংলার ভোটের বাজারে স্যাটায়ার আর ফেক নিউজের সীমারেখাটা এতটাই পাতলা হয়ে গিয়েছে যে, আমরা ভাবছি আমরা স্বাধীনভাবে মত দিচ্ছি, কিন্তু আসলে আমরা ফোনের স্ক্রিনের সেই নাচের পুতুল হয়ে উঠছি, যা পর্দার ওপার থেকে আমাদের দেখানো হচ্ছে।

আর আজকের এই ‘কনটেন্ট’ নির্ভর যুগে যুবসমাজের কাছে ভোট দেওয়াটা নাগরিক কর্তব্যের চেয়েও বড় একটি ‘ইনফ্লুয়েন্সার ইভেন্ট’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের হাতে এবারই প্রথম ভোটের কালি লাগবে, তাদের কাছে বুথের সামনে আঙুল উঁচিয়ে একটি ট্রেন্ডি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে ‘স্লো মোশন রিল’ না বানালে যেন গণতান্ত্রিক অধিকারটাই অপূর্ণ থেকে যায়। আদর্শের লড়াই বা নীতির তর্কের চেয়েও এখন বড় লড়াই হল কার ডিজিটাল সেল কত বেশি উন্নতমানের ড্রোন শট ব্যবহার করল, কিংবা কার বানানো প্রচার ভিডিও কত দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ট্রেন্ডিং’ হল। ভোট এখন আর শুধুই ব্যালট বক্সের গোপন লড়াই নেই, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার এক রঙিন মঞ্চ। তবে এই রঙিন চাকচিক্যের আড়ালে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানটা আজও হিমালয় সমান। ডিজিটাল পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের আসল প্রত্যাশা থাকে কর্মসংস্থান, স্বচ্ছ শিক্ষাব্যবস্থা আর এক আধুনিক বাংলার। তারা স্মার্টফোনের স্ক্রিনে ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ বা ‘উন্নত বাংলা’র যে ঝকঝকে ছবি দেখে অভ্যস্ত, বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই প্রাপ্তি অনেক সময় বড় ফিকে হয়ে যায়। একদিকে অ্যালগরিদমের তৈরি করা মায়াবী প্রচারের মেলা, আর অন্যদিকে চাকরির অভাবে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার কঠিন বাস্তবতা- এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলার যুবসমাজ এক অদ্ভুত দোলাচলে বিদ্ধ। মেগাবাইটের এই মচ্ছব যখন শেষ হয়, তখন দেখা যায় প্রত্যাশার পাহাড় টপকে প্রাপ্তির ভাঁড়ারটা আসলে অনেকটা সেই ‘এক্সট্রা ১জিবি ফ্রি ডেটা প্যাক’-এর মতোই অতি ক্ষণস্থায়ী।

আসলে বাংলার এই ডিজিটাল ‘ভোট-রঙ্গ’ একুশ শতকের এক আধুনিক ট্র্যাজিক-কমেডি। যেখানে নেতাদের গম্ভীর রাজনৈতিক ভাষণ এখন ইউটিউবের কমেডি শর্টস-এর সস্তা রসদ জোগায়। রাজনৈতিক দলগুলো এখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে কোনও প্রখ্যাত মিমারকে নিজেদের ডিজিটাল সেলে টানতে। কারণ তারা খুব ভালো করেই জানে, দশটা বিশাল জনসভায় যত মানুষ না আসে, একটা মিম ঠিকঠাক ‘হিট’ হলে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের নিউজ ফিডে পৌঁছানো যায়। ভোট এখন আর কেবল ভোটার কার্ডের নেই, ভোট এখন আঙুলের ডগার অন্তহীন স্ক্রলিংয়ের। কোনও এক বিশেষ দলের ‘চাণক্য’ হয়তো এসিতে বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখছেন যে, কোন অঞ্চলের মানুষের কাছে কোন গানটা বেশি জনপ্রিয়, আর সেই অনুযায়ী নিখুঁতভাবে তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল প্রচারের মরণফাঁদ। অর্থাৎ, ডিজিটাল অ্যালগরিদমই পরোক্ষভাবে ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের পছন্দের নেতাকে। পশ্চিমবঙ্গের ভোট এখন এক আজব ‘ডিজিটাল যাত্রা’। এখানে নীতি বা আদর্শের চেয়ে মেগাবাইটের ‘রিচ’ বেশি কথা বলে। মেঠো পথ থেকে মেগাসিটি সর্বত্র এখন এক অদ্ভুত ‘কনটেন্ট’ যুদ্ধ। ভোটাররা এখন বুঝছেন যে, নেতার হাতের ইশারার চেয়েও ফোনের একটা ‘লাইক’ বা ‘শেয়ার’ বাটনের ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে মনে রাখা জরুরি যে, স্মার্টফোনের ব্যাটারি শেষ হলে পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ দেওয়া যায়, কিন্তু ভুল তথ্যের ফাঁদে পা দিয়ে ইভিএম-এ ভুল বোতাম টিপে ফেললে আগামী পাঁচ বছর সেই ভুলের কিন্তু কোনও ‘রিচার্জ’ হবে না। ডিজিটাল বাংলার এই ভোট বিলাসে হাসুন, মিম শেয়ার করুন, বিনোদিত হন- কিন্তু দিনের শেষে কোনটা ‘রিল’ আর কোনটা ‘রিয়েল’, সেটা চিনতে ভুল করলে চরম বিপদ। আর বাংলার মানুষের এই যে প্রখর ডিজিটাল সচেতনতা আর বিদ্রুপের ক্ষমতা, তা যেন কেবল সাময়িক বিনোদনে আটকে না থাকে, তা যেন হয়ে ওঠে সঠিক সত্যকে চিনে নেওয়ার হাতিয়ার। কারণ মেলা বা উৎসবের আলো নিভে গেলে দিনের শেষে সেই প্যান্ডেলটা কিন্তু আমাদেরই সরাতে হয়, আর নেতারা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্য কোনও ডিজিটাল খেলায় নতুন কোনও সওদাগরি নাচ দেখাতে।

অনুপমার তখন... এখন..

এগারোর পাতার পর

বাইরের যা কিছু পরিবর্তন কখন যে ঘরে চলে আসে।

-কি এখনও রেডি হওনি? যাও যাও যাও...

মেজো ভাই সাতসকালে ভোট দিতে চলে গেছিল। মেজো ভাই তাড়া লাগাতেই ছোটজন ফুট কাটে

-তোর এত কীসের ঠ্যাকা?

-আমার আবার কীসের ঠ্যাকা ...রোদ উঠছে... লাইনে পড়ে যাবে...

অনুপমা আর দুই বৌ মুচকি হাসে। ওরা তো জানে মেজো ঠাকুরপো আগেরদিন রাত পর্যন্ত কোন চিহ্নটা জপিয়েছে।

-চলো তোমাদের এগিয়ে দি...

ছোটজন ডাইনিং টেবিলে বসে চা প্যাঁদাতে প্যাঁদাতে ছোট্ট করে ছাড়ে

-মোড়ের মাথায় তো বুথ। ওরা কি রাস্তা চেনে না...

-চিনুক... তা বলে ভোটের দিন... বাড়ির মেয়ে বৌ যাবে...

-শোন মেজদা তোর পার্টি পাবে তো পনেরোটা ভোট

ছোটকে থামিয়ে মেজো বলে,

-শোন এবার আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি... ঘরে ঘরে আশ্বাস...

খিকখিক করে হাসে ছোট আর বলে

-ও তো আমিও যদি ভোটে দাঁড়াই আর বাড়ি বাড়ি যাই তো লোকে এমন ভাব করবে যেন আমার জন্যই যুগ যুগ ধরে অপেক্ষায় ছিল...

এইসব সময়ই শ্বশুরমশাইয়ের প্রবেশ ঘটে। ঘরটা একটু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মেজো ছোট ঘর থেকে কেটে পড়ে।

-বৌমা তোমরা এবার এগোও...

অনুপমা জানত মেজো ঠিক বুঝে ঢোকার আগে দেখা দেবে।

তিরিশ বছর পর মেজো ছোট কেউ নেই। নেই মানে একই ঘরে একই উঠোনে কিংবা একই প্রাচীরে নেই। এক রান্নাঘরে এক ফ্রিজে কিংবা এক মস্ত ডাইনিংয়ের এক টিভিতে নেই। অথচ এখন অনেক বেশি লোক আছে এই বাড়িতে। আছে তবে ধাপে ধাপে ওপর নীচে। কারা কারা সব আছে সবাইকে চেনেনও না অনুপমা। দু’-একটা চেনা গাছ দু’-একটা শ্যাওলা ধরা কাঁধ কোমর ধসে যাওয়া পাঁচিল আর বিশাল বিশাল বিল্ডিংয়ের ভারে পাড়াটা এখন পোয়াতির মতো শ্বাস নেয় খাঁ খাঁ দুপুর কিংবা মাঝরাতে।

অনুপমা এসবই এখন দেখেন নিজস্ব রুমালি বারান্দা থেকে। ভোটের সময় এখন কেউ বাজার যাওয়ার পথে অনুপমার বাড়ি ঢুকে পড়ে না। এখন এরকম হয় না। বাজার করতে যাওয়ার সময় কিংবা ব্যাগ ঝুলিয়ে ফেরার সময় কেউ কারও বাড়িতে ঢুকতে নেই। ভোটের সময় হলেও। এখন মেজো ছোট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এ বাড়ির উপর নীচে ধাপে ধাপে। মিলতে হলে ছুতো লাগে। তাও কেউ থাকে কেউ থাকে না। অনুপমা এখন টিভিতেই ভোটের কথা শোনেন। সারাদিন একই লোকজন একই পোশাকে একইরকম উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। রসহীন নির্লজ্জ নিলাম ডেকে যায়। মাঝেমাঝে হাতের ফোনটা বেজে উঠলে কারা কারা সব জানতে চায় ভোটের ব্যাপারে। রোবটের মতো প্রশ্ন করে যায়। অনুপমা চুপ করে থাকেন। ওপ্রান্ত একসময় নীরব হয়ে যায়। অনুপমা আজ ঘর গোছাতে থাকেন। কাল ভোট। মিনু। সারাদিন থাকে যে মেয়েটা বলে গেছে আজ আসবে না। অনুপমা বলতে গিয়েছিলেন

-সকাল সকাল ভোটটা দিয়ে চলে আসতে পারবি না? একা একা থাকি...

- ভোটের দিন... রাস্তাঘাটে কিছু হলে তুমি সামলাতে পারবে?

অনুপমার বহুদিন পর জয়ন্তীর মায়ের কথা মনে পড়েছিল। জয়ন্তীর মা এখন ভোট দেয়? এখন মনে হয় ওদের কথা তখন ভাবাই হয়নি। আজ বিকেলে তিন বছর পর ছেলে আসবে। ছেলের বৌ আসবে। ভোট দিতে। অনুপমা ওদের জন্য ঘর গোছাচ্ছেন না। গোছাচ্ছেন অংশুর জন্য। অংশু মানে অংশুমান। অনুপমার পাঁচ বছরের নাতি। আগেরদিন টেলিফোনে পাকাপাকা গলায় পইপই করে বলে দিয়েছে

-ঠাম্মি একা একা ভোট দিয়ে ফেলো না... আমি যাই... আমি গিয়ে বলে দেব...

অনুপমার মনে পড়তে একা একাই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলেন। টিভির ওপর রাখা ফোটোস্ট্যান্ডে রাখা ছেলে বৌ আর নাতির একসঙ্গে তোলা ছবিটা একহাতে তুলে চোখের কাছে নিয়ে আসেন। ঘন হয়ে দেখতে থাকেন নাতির হাসিমুখ। দেখতে থাকেন। দেখতেই থাকেন। ফিশফিশ করে বলতে থাকেন

-আমার ভোট তোওওর দিকে...

আর অন্য হাতে না তাকিয়েই চিৎকার করতে থাকা টিভিটা বন্ধ করে দেন।

গ্যাসওয়ালা

শুভ্র মৈত্র

-এআই

এর চেয়ে বেশি মতিন কিছু চাইতেই পারে না। মানে মজুমদারবাড়ির কাকু যখন ডেকে বললেন, ‘কী রে মতিন কেমন আছিস? মেয়ে কত বড় হল?’ মনে হল, নসিবে এমন দিনও ছিল! মতিনের আফসোস হল, আজকে ফজরেও ঘুম ভাঙল না, নইলে মসজিদে যাবে ভেবেছিল।

মতিন জানে ঘরের মানুষ ছাড়া ওর দিকে কেউ তাকায় না। পাড়াতেও না, কাজের জায়গাতেও না। ওখানে তো ওর একটা নম্বর আছে, সেই নম্বরেই পরিচয়। কয়েকবছর আগের কথা মনে পড়লে শুধু আফসোস হয় মতিনের। তখন সিলিন্ডার বুক করার পর সপ্তাহ কেটে গেলেও নতুন মিলত না। তাতে যেমন বাড়ত বৌদিদের উৎকণ্ঠা, তেমনি খাতিরও বাড়ত মতিনের। ‘বাবা, আমারটা দিয়ে যাও না, পরশু জামাইষষ্ঠী।’ অথবা ‘আমার পরে বুকিং করে রঞ্জনের মা পেয়ে গেল, আর আমারটা আসেনি? বললেই হল?’- এমন হাজারটা অভিযোগ অনুযোগ উপভোগ করত মতিন। খারাপ কথাও যে শুনতে হয়নি, তা নয়, ‘শালা বেশি টাকায় আমার গ্যাস অন্য কাউকে বেচে দিচ্ছে!’ বা ‘এত তাড়াতাড়ি শেষ হতেই পারে না, সিলিন্ডারে নিশ্চয়ই কম ছিল!’ তবু মাথা ঠান্ডা থাকে মতিনের, ওকে ঘিরে ধরা পুরুষ-মহিলাদের নির্লিপ্তভাবে বলে, ‘অফিসে বলেন’। আর খেয়াল করত, সবাই ওকে দেখছে, মনোযোগ পাচ্ছে সবার। ঠিক এইটাই ওর সবচেয়ে লোভের জায়গা।

শুধুই কি মনোযোগ? বকশিশও মিলত কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা, এমনকি পঞ্চাশ। সাদা বাড়ির মাসিমা তো বসিয়ে মিষ্টিও খাওয়াত। একটা কালো রঙের বোতাম টেপা আদ্যিকালের মোবাইল। মেয়ে আফসোস করে, ধুর, গানই শোনা যায় না। অথচ, কতজনের কাছে যে নম্বরটা আছে! মাঝে মাঝেই বেজে ওঠে। ভ্যান চালাতে চালাতে পকেট থেকে বের করে যন্ত্রটা কানে ঠেকালেই, ‘আমারটা আছে?’ উফফ, এই জন্যই ওটাকে আনতে চায় না!

কাজের শেষে ঘরে ঢুকলে বেটি বলত, ‘আব্বু, দু’টা লোক এসেছিল, তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।’ ক্লান্ত শরীরটা চৌকিতে এলিয়ে দিয়ে মতিন বলে, ‘ছাড়, ফের আসবে।’ আসলে ওই নির্লিপ্তিতেও একটা গর্ব ছিল, ঘরের লোকেরা জানতে পারছে, ওর গুরুত্ব। ওর খোঁজেও লোক আসে, নইলে তো ও নিজেই সবার দরজায় যায়।

এমনিতে মতিনকে এ পাড়ায় চেনে না, এমন মানুষ পাওয়া বিরল। আরও ভালো করে বলতে গেলে, এ পাড়ার মা-বৌরা। কারণ মতিনের সঙ্গে ওদেরই সম্পর্ক। দুপুরবেলা যখন পাড়ার বেটাছেলেরা কাজের দায়ে বাইরে থাকে, তখন মতিন আসে। একটা ধাতব শব্দ নিয়ে আসে। পাশাপাশি শুয়ে থাকা সিলিন্ডারগুলির একে অন্যের শরীর ছোঁয়ার শব্দ। ঘামে ভেজা কালো চেহারাটা ঘরের দরজায় এলে বৌদি’রা নিশ্চিন্ত হয়। গায়ে একটা বেমানান ইউনিফর্ম, কপাল থেকে ঘাম মোছার জন্য গামছা বের করে। আর তারপরেই দরজার কলিং বেল বাজিয়ে হাঁক দেয়, ‘গ্যাস।’

এ যেন হ্যামলিনের বাঁশির ডাক, বেরিয়ে আসে মা-বৌদিরা, হাতের কাজ ফেলে রেখেই। কেউ কেউ মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে আসে, ‘দ্যাখো তো এখানেই নম্বর আছে বলল ওরা।’ মতিনকে সেটাও খুঁজে দিতে হয়। ভালোই লাগে। সবাই ঘরের লোক ভাবে। ছেলেরা থাকে না বটে, কিন্তু মতিন বুঝতে পারে ওদের আগ্রহও ছিল ওর প্রতি। মনে আছে, স্বপনের চায়ের দোকানে ওকে দেখে একজন পাশের লোককে বলেছিল, ‘বুঝলে হে, বাঙালির জীবন এখন শুধুই গ্যাস নির্ভর। জিনট্যাক আর সিলিন্ডারই হল আলটিমেট চাহিদা। এই দুটোর সাপ্লাই ঠিক থাকলেই আমরা খুশি’। হাসির রোল উঠেছিল দোকানে। না সেদিনও ওর দিকে তেমন তাকায়নি কেউ।

ছোটগল্প

এ সুখ অবশ্য বেশিদিন থাকেনি। হঠাৎ করেই কবে যেন সহজলভ্য হল সিলিন্ডার। এখন আর কেউ তেমন আকুলিবিকুলি করে না, জানে একদিন-দু’দিনে চলে আসবে। শেষ না হলে বুক করে না। গুরুত্বও কমেছে মতিনের। এখন পুজোর আগে বকশিশের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়, ইদের কথা অবশ্য বলত না কোনওদিনই। আরও নিষ্ঠুরভাবে মতিনের চোখে পড়ত, তেমনভাবে কেউ তাকায় না ওর দিকে। জিজ্ঞেস করে না, বৌ-বাচ্চার কথা।

মতিনের সঙ্গে এই বৌদিদের তেমন কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ও শুধু জানে সিলিন্ডার, যা এখন একদিন-দুইদিনেই পাওয়া যায়, তার জন্যও আগ্রহ থাকে বৌদিদের। আগুনের জন্য হ্যাংলামি যেন মেয়েদের নিজস্ব, ও তো নিজের বিবিকেও দেখেছে। যতই সহজে পাওয়া যাক, চুলার জন্য প্রেম কমে না। আচ্ছা, মেয়েরা কি এমনই হয়? রান্না যা হবে তা হয় মতিনের পছন্দের নইলে আজকাল বেটি খেতে ভালোবাসে বলে, তবু ইসরাতের আম্মির এত আগ্রহ কেন? মনে আছে, একসময় কেরোসিন কমে এলে বা স্টোভের সলতে ফুরিয়ে গেলে, কেমন ঘ্যানঘ্যান করে মাথা খেত মতিনের। আর একটা জিনিসেও মাথা খারাপ হয় ওর বিবির। সেটা হল জল। কিন্তু জল যেহেতু নিজেই জোগাড় করে, কারও ওপরে নির্ভর করে না, রাস্তার পাইপ থেকে বালতিতে টেনে আনে, সেটার আঁচ মতিন তেমন পায় না। এখনও বোঝে না মতিন সব রহস্য, তবে জানে আগুনের রসদ পৌঁছে গেলেই মেয়েরা শান্তিতে থাকে।

***

ইদানীং আবার যেন সেসব দিন ফিরে এসেছে। কোথায় একটা যুদ্ধ লেগেছে, আর ওদের গ্যাসের অফিসে সেই সকাল থেকে ভিড়। ট্রাক থেকে সিলিন্ডার নামানোর আগেই মৌমাছির মতো মানুষ ছেঁকে ধরে, ‘আজকে কিন্তু আমারটা...’, ‘আমাকে এখানেই দিয়ে দিবি? রিকশা নিয়ে এসেছি’, ‘এই যে আমার ডিএসি...’

কাগজের স্লিপগুলি গুনে গুনে পকেটে ঢোকায় মতিন। এবারে ভ্যানে সিলিন্ডার লোড করার পালা। রোগা শিরা ওঠা হাতগুলো যে কীভাবে এই সময়টায় এত শক্তি পেয়ে যায়! মতিনের কানে আসে যুদ্ধের কথা, আমেরিকা... ইরান... জাহাজভর্তি গ্যাস। সবটা বুঝতে পারে না। জাহাজেও গ্যাস থাকে? ওর মতোই কেউ নিয়ে আসে সেগুলি? জাহাজের লোককে ফোন করে জিজ্ঞেস করে কেউ? জানে না। ওকে ঘিরে থাকা চোখগুলি ওকে সন্দেহের চোখে দ্যাখে। হাতছাড়া না হয়ে যায়। কারও কারও চোখে মিনতি, আমারটা আজকেই দিও প্লিজ।

বিরক্ত হয় না মতিন। সবাই ওকে দেখছে, মন দিয়ে দেখছে, ওর গুরুত্ব বেড়েছে, এটাই স্বস্তি দেয় মতিনকে। কোথায় একটা যুদ্ধ লেগেছে, কারা যুদ্ধ করছে জানতে চায়নি মতিন, ও শুধু বোঝে গ্যাসের টানাটানি হলে ওর দিকে নজর পড়ে ভদ্রলোকদের। মজুমদারকাকু ডেকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির খবর, বেটির খবর। ভোটের সময় নেতারা যেমন করে। উপভোগ করে মতিন।

ও জানে টিভির চকচকে মুখগুলি থেকে বেরিয়ে আসা ভরসার শব্দগুলির প্রতি নয়, ওদের অনেক বেশি আগ্রহ থাকে ভাঙাচোরা মতিনের কালো ভাঁজ পড়া মুখটার প্রতি। এই ক’বছরে বয়স বেড়েছে মতিনের। কিন্তু এখনও মানুষের চোখ টানতে পারেনি। এখনও ওকে ‘গ্যাসওয়ালা’ বলেই ডাকে সবাই। নামটাও জানে না। শুধু কি ও নিজে, ছোট ইসরাত, ওর আম্মি- সবাই তো ওই গ্যাসওয়ালার মেয়ে বা বৌ।

সাব্বির, আসরাফ ওরাও ওর মতোই ভ্যান নিয়ে যায় রোজ। মতিন দেখেছে, ওরা ইদানীং গুজগুজ করে কী সব, কয়েকটা লোককে আলাদা করে ডেকে কোনায় নিয়ে যায়। মতিন কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। এটুকু স্পষ্ট হয়, ওরাও অপেক্ষায় ছিল যুদ্ধের, এই টানাটানির। এই মওকায় যদি কিছু...

কিন্তু মতিনের সেসবে আগ্রহ নেই, বলা ভালো সাহস নেই। ও শুধু এই মানুষগুলির কথা ভাবে, যারা ওর নামটা জেনে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যারা জেনে ফেলেছে, তারা নাম ধরে ডাকছে আত্মীয়র মতো। হয়তো কখনও জিজ্ঞেস করেও ফেলতে পারে, তোমার বাড়িতে কীসে রান্না হয়? গ্যাস আছে? উত্তর না দিলেও অনেক কথা বলছে। এমনিতে বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয় না, এখন কিন্তু রাস্তায় ছেলেরাই বেরিয়ে এসেছে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে, টোটোতে চাপিয়ে, রিকশায় করে, সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ারে বেঁধে সিলিন্ডার আনছে সবাই। আদৌ বাড়িতে যাবে কি না সেই ভরসা করছে না। কারও কারও তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়ছে ডিলারের উপর। কেউ বা আরও অনেক দূরের কাউকে গাল দিচ্ছে। আর প্রত্যেকের কাছেই নিজেদের সংকটটা সবচেয়ে তীব্র, অন্যেরটা অনেক কম। তবে মুখের সামনে অন্তত মতিনকে কেউ গালিগালাজ করছে না। সব কথা কানে যাচ্ছে না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। যে মানুষগুলির এত রাগ সবার ওপর, মতিনের দিকে তাকাতেই ওদের চোখ কেমন ভিজে আসে। অসহায় একটা আর্তি আছে যেন।

মতিন বোঝে, এটাই সময়। উদ্বিগ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে ছুড়ে দিতে হবে, ‘আপনারটা নাই।’ তারপর মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়, তাকাতে নেই ওই মুখের দিকে। ও জানে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকবে ওরা। মতিন ওদের চোখের জন্য নিজেকে তৈরি করে, ঘাম মোছে মুখের। ভ্যানের প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে চিৎকার করতে চায়, ‘যুদ্ধ মাঈ কি...’

ওকে ঘিরে থাকা চোখগুলি ওকে সন্দেহের চোখে দ্যাখে। হাতছাড়া না হয়ে যায়। কারও কারও চোখে মিনতি, আমারটা আজকেই দিও প্লিজ। বিরক্ত হয় না মতিন। সবাই ওকে দেখছে, মন দিয়ে দেখছে, ওর গুরুত্ব বেড়েছে, এটাই স্বস্তি দেয় মতিনকে। কোথায় একটা যুদ্ধ লেগেছে, কারা যুদ্ধ করছে জানতে চায়নি মতিন, ও শুধু বোঝে গ্যাসের টানাটানি হলে ওর দিকে নজর পড়ে ভদ্রলোকদের। মজুমদারকাকু ডেকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির খবর, বেটির খবর। ভোটের সময় নেতারা যেমন করে।

উত্তরের সাহিত্যিক

নীতীশ বসু

নীতীশ বসু শিশু সাহিত্যিক। মূলত ছোটদের জন্য গল্প লেখেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার উছলপুকুরি গ্রামে মামাবাড়িতে জন্ম। পড়াশোনা ধূপগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পরবর্তীতে কলেজের পড়াশোনা জলপাইগুড়িতে। সরকারি বিমা সংস্থায় আধিকারিক ছিলেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বহু নামী পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। এর মধ্যে অসমের কিছু প্রসিদ্ধ পত্রিকা রয়েছে। শুকতারা, শিশুমেলা, ছোটদের কচিপাতার মতো পত্রিকা তাঁর দামি লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ ত্রিবৃত্ত, চিকরাশি, কচিপাতা, চাঁদের হাসি, ফুলেশ্বরী নন্দিনীর মতো নানা জায়গা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। কিছুদিন হল অসুস্থ। ঠিকমতো কথা বলতে সমস্যা হয়। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশে মোটেও নয়। আর তাই নীতীশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ‘একটু সুস্থ হয়েই ছোটদের জন্য আবার কলম ধরব।’ অপেক্ষায় সাহিত্য মহল।

অণুগল্প

কবি সম্মেলন

সুকুমার সরকার

অনেকদিন পর কবি সম্মেলনে এসেছি। যৌবনের কিছু কবিতা পকেটে উঁকিঝুঁকি মারছে। শ্যামলকান্তি চেহারার একজন সম্পাদক-কবি বললেন, এতদিন পরে কেন?

আমি বললাম, আমাদের ওখানে নদীগুলো সব দূষণে মরে যাচ্ছে!

তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন, আপনি কি দূষণের নদীগুলোকে পকেটে করে এনেছেন?

আমি বললাম না, সম্মেলনে দু’-একটি কবিতা পড়তাম।

খাতায় কিছু একটা লিখছিলেন তিনি। মুখ না তুলেই বললেন, আমন্ত্রিত, না এমনি এসেছেন?

আমি বললাম, না, আমন্ত্রিত না। এমনি এসেছি।

তিনি বললেন, ঠিক আছে, পনেরোশো টাকা দিন। আর এখানে নাম, ঠিকানা লিখুন। পাঁচশো টাকা এন্ট্রি ফি। হাজার টাকা টিফিন, লাঞ্চ ও অন্যান্য। বুঝলেন? আর হ্যাঁ, কবিতা কিন্তু একটিই পড়তে পারবেন। আপনার মতো অনেক কবি আছেন। মঞ্চে উঠে বলবেন না আরেকটা কবিতা পড়ি।

তাঁর কথা শুনে আমার ভেতরের কবিসত্তার অবস্থাও তখন আমার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দূষণের নদীর মতো। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। রাগে, অপমানে কানদুটো গরম হয়ে উঠেছে। পকেটে থাকা দূষণের কবিতাগুলি ঘামের নদী হয়ে শরীর বেয়ে নীচের দিকে নামছে। আমি দ্রুত সম্মেলনের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আসতেই শুনতে পেলাম কাকের কর্কশ আওয়াজ। কবিতার কোনও ললিত বাণী কানে এল না!

অযোগ্য

সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

হেডস্যর ফোন করে জানালেন, কোর্টের নিদানে অযোগ্যের তালিকায় নাম রয়েছে সৌম্যর।

ফিজিক্সে মাস্টার্স মেধাবী সৌম্য, মেধার জোরেই চাকরিটা পেয়েছিল। পেশায় সিকিউরিটি-গার্ড ওর বাবার পক্ষে দু’বেলা দু’মুঠো ভাত জোটানোই মুশকিল সেখানে ঘুষ দেওয়া! অসম্ভব।

তবুও আশপাশের মানুষজনের সন্দেহের দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন থেকে ক্রমশ প্রকট। সবচেয়ে অসহায় লাগে, যখন ছোট ছোট ছাত্র প্রশ্ন করে, স্যর তুমি কি অযোগ্য? মিডিয়ার কল্যাণে এখন সব খবরই সর্বজনবিদিত।

সৌম্যর এখন অনেকগুলো জরুরি কাজ বাকি।

কুহেলিকে বলতে হবে, ওর জন্য অপেক্ষা না করে এনআরআই সম্বন্ধটায় যেন হ্যাঁ বলে দেয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে বিড়ম্বনায় ফেলবে না ওকে।

গত মাসে অকালবৃদ্ধ বাবাকে বলেছিল কাজটা ছেড়ে দিতে। কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বলতে হবে, ‘তুমি অন্তত চাকরিটা ছেড়ো না। যত কষ্টই হোক না কেন। নইলে যে খাওয়া জুটবে না।

বাতের ব্যথায় ক্লিষ্ট মায়ের সেলাই মেশিন আবার সচল হোক। সংসারের সুরাহা হবে কিছু। বোনের বিয়েটা আপাতত পিছিয়ে দেওয়াই ভালো। বোন যেমন টিউশন করছিল করুক।

বাইরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলছে, ঝড়ের দাপটে বড় গাছটি আছড়ে পড়ল, অথচ ওর তো শ্রান্ত পথিককে আশ্রয় দেওয়ার কথা ছিল।

ভূলুণ্ঠিত গাছটির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে সর্বহারা সৌম্য।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

দিগন্তে তাকাই

দীপায়ন ভট্টাচার্য

আশ্চর্য— এ-ও এক রোদমাতানো সকাল
জনবিরল আলপথ ডিঙিয়ে এসেছি
সুটুঙ্গার নাও নামিয়ে দিয়েছে এখন
মানসাইয়ের ওপারের চরে
ভিড়াক্কার বাস ওই তো ঠেসেঠুসে হাই তুলছে
ওই ভিড় আলাদা স্নিগ্ধ নজরে কাউকে দেখে না
দু’চার কলি গান গাইবার ফুরসতও নেই তো
কালচে তেল যেন লোগো হয়ে লেগে আছে তার।
আর এখান থেকেই
দূরগামী তিতিরপাখির ডানার ছায়া খুঁজি আমি
দূর হয়ে যাওয়া সন্ধ্যারাগ হাতড়াই
লেবুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিহিম খুঁজি
কিংবা কিশোরী তিস্তার ঢেউভাঙা মন্দিরা
কানে জড়িয়ে নিয়ে প্যারেড করতে চাই
এক দিগন্তের আশ্লেষ থেকে
আরেক দিগন্তের ঠিকরে পড়া আলো-সরণিতে।

তুমি কিন্তু কিছুই দ্যাখোনি

শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়

বাণিজ্যনগরী থেকে দিস ইজ শঙ্খ, রিপোর্টিং স্যর, সাততলা থেকে পড়ে এইমাত্র যে মারা গেল, কোমরের দড়ি ছিঁড়ে, দেওয়াল রং করার সময়, যে একটু আগেও শূন্য থেকে দুলছিল, পাগল পেন্ডুলামের মতো, বিপজ্জনকভাবে হাতের ব্রাশটা এলোমেলো হাওয়ায় নাড়ছিল, সে কোনোদিন হাওয়ার স্রোত কেটে তীব্রভাবে নেমে আসা শ্যেনের তীক্ষ্ণ ঠোঁট চোখে দেখেনি, সে কোনোদিন ভাবেনি তার সামান্য বাড়তির স্বপ্নের বহু বহুগুণ অর্থ অন্তর্বাসে গুঁজে উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে সারে সারে হেঁটে যাবে নগ্ন বৈভব! সাততলার দেওয়াল থেকে সটান বাঁধানো চাতালে সে যখন পড়ল, তখনও তার মুখটা হাসিহাসি লাগছিল, ম্যাডাম, রক্ত-টক্ত, বিকৃত মুখ-টুখ, এসব অতিরেক, ঐ তো ছেঁড়া দড়িজুড়ে অট্টালিকায় চড়বার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন অতিমানব, ঐ তো কাছেই কোথাও সমুদ্রের শরীরে তৈরি হচ্ছে নতুন উল্লোল!

উলট পুরাণ

পিনাকী সরকার

সাত সকালে হারুকাকা
বলল হেসে হেসে,
গ্রীষ্ম বুঝি এসে গেছে
ঠান্ডা কেন দেশে?

হারু কাকার কথা শুনে
চমক লাগে প্রাণে,
এবার বুঝি খুঁজতে হবে
হিম শীতলের মানে!

চৈত্র শেষের তপ্ত দুপুর
দক্ষিণ হল কাবু,
ঠান্ডা হাওয়ায় উত্তর এখন
ফুরফুরে ফুলবাবু।

ভাবছ বুঝি উত্তর এখন
আছে রসে বশে,
হায়না রূপী অসুখ গুলো
মাপছে জল কষে।

গাঁটের ব্যথা সর্দি কাশি
বলতে অনেক পারি,
এই ঠান্ডায় আসতে পারে
অযাচিত মহামারি।

পয়লা বৈশাখ

অমিতকুমার সরকার

(১)
আজ নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন আশা প্রভাতী সূর্যোদয়ে,
নবরূপে দীপ্ত রবি-সুখ-শান্তি-সফলতার বার্তা স্নিগ্ধ কিরণে।
ঋতুচক্রে পুরনো বছরের সবকিছুই উধায় হয়েছে ইতিহাস,
শঙ্খধ্বনিতে, সিদ্ধিদাতার আরাধনায় এনেছে আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশ্বাস।
প্রথম দিনের প্রথম সংখ্যা গণিতে প্রাইম নম্বর-একেই ঈশ্বর,
দুয়ারে দাঁড়িয়ে পয়লা বৈশাখ বরণে মঙ্গলঘট, ছড়াছড়ি আলপনার।
ভোরের আলোর সাত রঙের পবিত্র রশ্মি তরঙ্গে স্নাত আমরা-ক’জন,
পূর্ণ বাঙালিয়ানায় নববর্ষকে সবাই মিলে করি আলিঙ্গন।
(২)
উত্তরের সবুজ বনানীর-পাখিদের কলতানে চা’য়ের কচি পাতা দোলে,
ভৈরব-ঠাট, প্রভাতী কীর্তন, ভাওয়াইয়ার সুরে মন-মেতেছে ঝুমুরের নাচে।
বৈশাখীর প্রথম দিনে-আমরা বিভোর মানবিক চেতনাতে,
মনুষ্যত্বের মহামিলনে আমরা রাঙাব আজ পুণ্য প্রভাতে।
সূর্যের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি তরঙ্গে স্পন্দিত শান্তি সৌভ্রাতৃত্বের বার্তাতে,
ভোরের আলোয় আমরা ক’জন জানাই শ্রদ্ধা-শুভেচ্ছা-সম্মান বঙ্গবাসীকে।

নিকোটিন

প্রাণেশ পাল

ছাইচাপা বিক্ষত আসক্তি, নিষিদ্ধ মোহ
শিরা উপশিরায় জায়মান উপস্থিতি
অসম্পৃক্ত হিমোগ্লোবিন, অবরুদ্ধ চিন্তন মনন
সম্পৃক্ততার আশায় ব্রহ্ম চেতনায় মিশে যাও
পিটুইটারি জুড়ে আবিল উন্মাদনা...

তারপর চলে যাওয়া বসন্ত
ঝরে পড়ে শীতের প্রলম্বিত রুক্ষতা
অথচ ফুসফুসের কালো রেখাজুড়ে
স্মৃতিদের অম্লান জীবাশ্ম...

তবুও শ্বাসকষ্ট বুকে চেপে
নিকোটিনে পুড়ে যাই বারবার...

ভয় কাটিয়ে ভূস্বর্গে পর্যটকরা। কুয়াশায় ঢাকা বুদগামে ঘোড়ায় সওয়ার। শনিবার।

আক্রমণাত্মক এনডিএ
চড়া সুর বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : পরাজয়ের মধ্যে জয়ের রাস্তা খুঁজছে মোদি সরকার। বিরোধীদের নারীবিদ্বেষী বলে প্রমাণ করতে তাই শুক্রবার রাত থেকেই আক্রমণের ধার বাড়িয়েছে সরকারপক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো বটেই, তাঁর দল এবং সরকারের প্রায় সমস্ত নেতা, মন্ত্রী, সাংসদরা একসুরে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সমালোচনা করেছেন। বিরোধীদের দুষেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা শরিক টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। উলটোদিকে ইন্ডিয়া জোটের দাবি, গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে।

লোকসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল সহ তিনটি বিল পাশ না হওয়ায় শাসক-বিরোধী চাপানউতোর চরমে উঠেছে। ১২ বছরের জমানায় এই প্রথমবার লোকসভায় এককাট্টা বিরোধীদের কাছে কোনও বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছে মোদি সরকার। বিজেপির তরফে এই ঘটনাকে 'কালো দিন' বলে আক্রমণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবং রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাফ জানিয়ে দেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল সমর্থন না করে কংগ্রেস ও তার শরিক দলগুলি মস্ত ভুল করেছে, মহিলাদের প্রতি পাপ করেছে। তাদের এর ফল ভুগতে হবে। সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিরোধীরা দেশের মহিলাদের হতাশ করেছে। এই বার্তা দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে।' এদিন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুরের এক জনসভাতেও মোদি বলেন, 'নিজেদের মানুষের কাছে নিজের পীড়ার কথা বলতে চাই। ২০২৩-এ আমরা নারীশক্তি বিল পাশ করাই। আমাদের

প্রসঙ্গ মহিলা বিল

মহতি চেষ্টাকে বিরোধীরা বেলাইন করেছে। ডিএমকের মহিলা বিরোধী মুখোশ খুলে গিয়েছে। তামিলনাড়ুকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমাদের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি।'

অপরদিকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্বাচনি জনসভায় বলেন, 'ওদের মুখে গতকাল ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকারের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে।' মমতার তোপ, 'আমি ৪-৫ দিন ধরে বলে আসছিলাম, এটা মহিলা বিল নয়। মহিলা বিলের নামে ৫৪৩টি আসন বাড়িয়ে ৮৫০ আসন করতে চেয়েছিল। দেশটাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল। আমরা কাল বিজেপিকে পরাস্ত করেছি। বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা দিল্লিকে টার্গেট করি।' তামিলনাড়ুর একটি জনসভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'তামিলনাড়ুকে কেউ ছুঁতেও পারবে না। রাজ্যগুলির ওপর আক্রমণ করা হলে ফল ভালো হবে না।'

মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনীর নেতৃত্বে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মহিলা মোর্চা। হাজির ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও। রাহুলের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। এই ঘটনায় বাঁশুরি স্বরাজ এবং রক্ষা খাডসেকে আটক করে দিল্লি পুলিশ।

শাসকের আক্রমণের জবাবে ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠক বসে। সেখানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার পাশাপাশি হাজির ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতারা। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখা হবে, যেখানে ২০২৩-এর মহিলা সংরক্ষণ বিলকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হবে।

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হিরো, দুপুর ১.১৫ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.৩০ মিস কল, রাত ১০.১৫ বলো না তুমি আমার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মস্তান, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.৩০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১১.০০ ভিলেন
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শেষ থেকে শুরু, দুপুর ১২.০০ অভিমান, ২.৩০ মায়ের অধিকার, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ৮.০০ প্রধান, ১১.০০ প্রতিশোধ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উপহার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২৩ টারজান : দ্য ওয়ান্ডার কার, বিকেল ৩.৪৮ গোলমাল-থ্রি, সন্ধে ৬.৫০ ব্রাদার, রাত ১০.১৯ ফরিস্তে
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৫ স্কাই ফোর্স, দুপুর ২.২২ হলিডে, বিকেল ৫.১১ এতরাজ, সন্ধে ৭.৫৮ জয় হো, রাত ১০.২৪ সিং ইজ কিং
জি সিনেমা : দুপুর ২.২৮ সংক্রান্তি কো আনে ওয়ালে হ্যায়, বিকেল ৫.২০ ধমাল, সন্ধে ৭.৫০ দিলওয়ালে, রাত ১০.৫৫ দবং

মহারানি পর্ব

পেপার-এ-ক্রিমি পনির এবং **নারকেল মালাই পনির** রান্না শেখাবেন গীতা দেবনাথ এবং মোনালিসা দে। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

জয় হো সন্ধে ৭.৫৮ **অ্যান্ড পিকচার্স**

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

নিদা খানের খোঁজে পুলিশ

নাসিক, ১৮ এপ্রিল : টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের (টিসিএস) নাসিক ইউনিটে ধর্মান্তরণ ও যৌন হেনস্তার ঘটনায় অভিযুক্ত নিদা খানের খোঁজে শনিবার তল্লাশি আরও জোরদার করেছে পুলিশ। নিদাকে 'পলাতক' হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও তাঁর পরিবারের দাবি, তিনি মুম্বইয়ে আছেন এবং বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। যদিও এখনও তাঁর নাগাল পায়নি পুলিশ। তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, নিদা ও তাঁর আত্মীয়দের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিডার স্বামীকে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। জেরায় নিদার স্বামীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল এক আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছোলে সেখানে দেখা যায় তালা দেওয়া। অন্যদিকে 'পলাতক' তরুণী ইতিমধ্যে আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন গ্রেপ্তারি এড়াতে।

শুক্রবার পর্যন্ত এই ঘটনায় আটজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ে তৈরি মেটা

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ এপ্রিল : থাবা চাটছে প্রযুক্তি দানব মেটা প্ল্যাটফর্মস। কয়েক মাসের মধ্যে দফায় দফায় অন্তত ১৬ হাজার কর্মীকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি তারা সেরে ফেলেছে। প্রথম ধাপে ২০ মে থেকে প্রায় ৮,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে বলে জানিয়েছে মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থা। এই সিদ্ধান্ত মেটার বিশ্বব্যাপী কর্মীবাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশকে প্রভাবিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মেটা জানিয়েছে, মূলত কৃত্রিম মেধা বা এআই প্রযুক্তিতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে এবং খরচ কমাতে এই ঝাড়াইবাছাই প্রক্রিয়া চলবে। এবছর এআই পরিকাঠামো ও গবেষণায় মেটা প্রায় ১৩,৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এর আগে ২০২২-'২৩ সালেও তারা প্রায় ২১,০০০ কর্মী ছাঁটাই করেছিল। বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বে অ্যামাজন ও ব্লকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিও এআই-এর অগ্রগতির দোহাই দিয়ে কর্মী সংখ্যা কমাচ্ছে।

ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব বিদেশমন্ত্রকের
হরমুজে ভারতীয় জাহাজে গুলি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক মহলের আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে পারস্য উপসাগরের পরিস্থিতি আরও জটিল হল। শনিবার কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে যাওয়ার সময় ভারতীয় পতাকাবাহী দুটি বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল ইরানের গানবোট। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মাঝপথেই 'ইউ-টার্ন' নিয়ে ফিরে আসে জাহাজ দুটি। সংঘাতের আবহে ভারতীয় জাহাজে সরাসরি আক্রমণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাউথ ব্লক এদিনই দিল্লিতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতহালিকে তলব করে কড়া বার্তা দিয়েছে।

সূত্রের খবর, ওমানের উত্তর-পূর্বে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের করিডরে এই গুলির ঘটনাটি ঘটে। আক্রান্ত জাহাজ দুটির নাম 'জগ অর্ণব' এবং 'সানমার হেরাল্ড'। এর মধ্যে একটি খুব বড় মাপের তেলের ট্যাংকার, যা ইরাকি তেল নিয়ে ভারতের দিকে আসছিল। ঘটনার পরেই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ সাউথ ব্লকের তরফে ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়। বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় জাহাজে গুলি চালানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বিদেশ সচিব ইরানি দূতকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভারত তার বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাবিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিদেশ সচিব ইরানি দূতকে জানান, ভারত বাণিজ্যিক জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এর আগে ভারতগামী জাহাজগুলির নিরাপদ যাতায়াতে ইরান সহযোগিতা করেছিল। এই গুরুতর গুলি চালানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেছেন যেন তেহরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে ভারতের মনোভাব জানানো হয় এবং অবিলম্বে ভারতগামী জাহাজ চলাচলের পথ সুগম করা হয়।' জবাবে ইরানি রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, তিনি দ্রুত এই বার্তা তেহরানে পৌঁছে দেবেন।

- মার্কিন নৌ-অবরোধের প্রতিবাদে 'হরমুজ প্রণালী' ফের বন্ধের ঘোষণা ইরানের
- রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদল আমেরিকার
- ভারতকে কম দামে রুশ জ্বালানি আমদানির সুযোগ
- শান্তি চুক্তি না হলে বোমাবর্ষণের হুমকি ট্রাম্পের

এদিকে, আমেরিকার নৌ-অবরোধের প্রতিবাদে এদিন সকালেই হরমুজ প্রণালী ফের নিজেদের 'কঠোর নিয়ন্ত্রণে' নেওয়ার কথা ঘোষণা করে ইরানি ফৌজ। রেডিও মারফত বার্তা দিয়ে তারা জানায়, 'আমেরিকা আলোচনার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় হরমুজ প্রণালী সব ধরনের জাহাজের জন্য আবারও বন্ধ ঘোষণা করা হল।' এর ফলে পারস্য উপসাগরে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। দুবাই থেকে আসা ভারতের সানমার হেরাল্ড, দেশ গরিমা, দেশ বৈভব ও দেশ বিভোর নামে চারটি জাহাজ মাঝপথে যাত্রা থামিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, জাহাজগুলি বর্তমানে ইরানের কেশম দ্বীপের কাছে অবস্থান করছে।

মার্কিন প্রশাসন রুশ তেল কেনায় ছাড়ের মেয়াদ ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ালেও ইরানের ওপর অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'হয়তো আমি যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াব না। অবরোধ জারি থাকবে এবং দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হয়তো আবারও বোমা ফেলা শুরু করতে হবে।' পালটা ইরানি স্পিকার মহম্মদ ঘালিবাফ ট্রাম্পকে 'মিথ্যাবাদী' প্রতিপন্ন করেছেন। একদিকে লেবাননের যুদ্ধবিরতি নিয়ে অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে হরমুজে ভারতীয় জাহাজে গুলির ঘটনা, সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাত এখন ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাজা কমল সু কি'র

নেপিদ্য, ১৮ এপ্রিল : মায়ানমারের সামরিক প্রধান ও নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট মিন অং হ্লাইং সেদেশের ৪,৩৩৫ জন বন্দিকে ক্ষমা করার কথা জানিয়েছেন। তাঁর এই নির্দেশের ফলে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট মুক্তি পেলেও, শান্তিতে নোবেলজয়ী নেত্রী আং সান সু কি'র সাজা মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ কমানো হয়েছে। ৮১ বছর বয়সি সু কি বর্তমানে ২৭ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তবে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে তা এখনও রহস্যময়।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমার আওতায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন এবং ১৭৯ জন বিদেশি বন্দিকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিন অং হ্লাইং এই পদক্ষেপকে গণতন্ত্রের পথে ফেরার সংকেত হিসাবে দাবি করলেও রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি সু কি সহ সমস্ত রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে মায়ানমারে প্রায় ৩০ হাজার রাজনৈতিক বন্দি এখনও কারান্তরালে রয়েছেন।

স্নেহের চুম্বন... হজ যাত্রার আগে পরিবারকে বিদায়। শনিবার শ্রীনগরে।

ফের সিইসি অপসারণের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করার পর ফের সিইসি অপসারণ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে বিরোধী শিবিরে। এবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার ভাবনা শুরু করেছে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা।

উল্লেখ্য বিরোধী দলের তরফে অধিবেশন চলাকালীন ১২ মার্চ লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই সিইসি-র অপসারণের নোটিস জমা দিয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিস জমা দেওয়ার পরই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে এই ধাক্কায় পিছিয়ে যেতে রাজি নয় বিরোধী শিবির বরং তারা নতুন করে আবার নোটিস আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টেও নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। নতুন নোটিস আগের নোটিসের থেকে আলাদাভাবে তৈরির ক্ষেত্রে একাধিক বিরোধী দলের সাংসদ একসঙ্গে কাজ করছেন। তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন এর পাশাপাশি কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং ডিএমকের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন এই দলে। ১৯, ২০ এবং ২১ তারিখ এই খসড়া নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের বাকি সাংসদদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, নোটিসটি কোন কক্ষে বা দুই কক্ষেই আনা হবে কি না।

পর্যবেক্ষণ প্রধান বিচারপতির
এআই মানুষের বিকল্প নয়

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিল : যন্ত্র কখনও মানুষের বিকল্প হতে পারে না, পারবেও না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধাও পারবে না আদালতের বিচারপতিদের বিকল্প হয়ে উঠতে। সম্প্রতি কর্ণাটকে আয়োজিত বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে এই বার্তাই দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। বিচার ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও, তিনি স্পষ্ট সতর্কবার্তা দেন, 'প্রযুক্তি বিচারকের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা কখনওই মানুষের মেধা ও বিচারবুদ্ধির বিকল্প হতে পারে না।'

প্রধান বিচারপতি জানান, আইনি গবেষণা, মামলা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা অনেক। এআই শুধুমাত্র অ্যালগরিদম ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। বিচারপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দিকগুলি বোঝার ক্ষমতা এর নেই। তিনি 'এআই হ্যালুসিনেশন' বা ভুল আইনি তথ্য প্রদানের ঝুঁকি সম্পর্কেও বিচারকদের সতর্ক করেন, যা ঠিক বিচারপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাঁর মতে, 'প্রযুক্তিকে বিচারকদের স্বাধীন সত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া চলবে না। বিচার বিভাগীয় কাজে প্রযুক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে বিচক্ষণতার সাথে তা ব্যবহার করা প্রয়োজন।'

ওপারে ভারতীয় ডিজেল

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল : বিশ্বজুড়ে চলমান জ্বালানি অস্থিরতার মাঝে স্বস্তি এল বাংলাদেশে। ভারত-বাংলাদেশ 'মৈত্রী পাইপলাইন'-এর মাধ্যমে ভারত থেকে আরও ৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল বাংলাদেশে পৌঁছেছে। শনিবার বিকেলে এই চালানটি পদ্মা অয়েল পিএলসি-র পার্বতীপুর ডিপোতে এসে পৌঁছায়।

গত ১১ এপ্রিল ৮ হাজার মেট্রিক টন আসার পর এটি চলতি মাসের দ্বিতীয় বড় চালান। এর ফলে এপ্রিল মাসে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়াল ১৩ হাজার মেট্রিক টন। ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি থেকে আসা এই সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন এলাকায় জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি মাসে মোট ২৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও ৭ হাজার টনের একটি চালান আসার কথা। ডিপোতে পর্যাপ্ত ডিজেল মজুত থাকায় বর্তমানে বাজারে কোনও সংকটের আশঙ্কা নেই বলে নিশ্চিত করেছেন কর্তৃপক্ষ।

আধার অ্যাপ নিয়ে স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : ভারতের স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ও নির্মাতা সংস্থাগুলিকে বড় স্বস্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ফোনে আধার অ্যাপ আগাম ভরে রাখার (প্রি-ইনস্টল) বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা থেকে শেষপর্যন্ত পিছু হটেছে। অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো বড় মোবাইল নির্মাতা সংস্থাগুলির তীব্র বিরোধিতার মুখে কেন্দ্রীয় আইটি মন্ত্রক এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ইউআইডিএআই সূত্রে খবর, ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর মন্ত্রক এই প্রস্তাবটি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ডিভাইসের নিরাপত্তা এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ফোনের ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের মতো আধার অ্যাপটিকেও ডিফল্ট অ্যাপ হিসাবে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। গত দু'বছরে কেন্দ্র মোট ছয়বার বিভিন্ন সরকারি অ্যাপ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিয়েছে। শেষমেষ নতিস্বীকার করল সরকার।

গোরু পরিবহণ অপরাধ নয় : এলাহাবাদ হাইকোর্ট

লখনউ, ১৮ এপ্রিল : গোরু-বাছুর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। সম্প্রতি এক মামলায় এ কথা জানিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালতের বক্তব্য, রাজ্যের মধ্যে শুধুমাত্র গোরু বা বাছুর পরিবহণ এমনকি 'উত্তরপ্রদেশ গোহত্যা নিবারণ আইন' অনুযায়ীও অপরাধ নয়। বিচারপতি বিবেক কুমার সিংয়ের একক বেঞ্চ গত ১৫ এপ্রিল এই গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, বাজেয়াপ্ত করা ট্রাকের ভিতরে গোমাংস মেলেনি। তাছাড়া গোরুগুলিকে জবাই করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমন কোনও তথ্যও নথিতে নেই।

২০২৪ সালের মার্চে গোরু পরিবহণের অভিযোগে পুলিশ আবেদনকারীর ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করেছিল। আবেদনকারী দাবি করেন, দীর্ঘ সময় ধরে ট্রাকটি থানার বাইরে পড়ে থাকায় তা নষ্ট হচ্ছিল এবং এর ফলে তাঁর জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনি আপত্তি খারিজ করে আদালত জানায়, সংবিধানের ২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এই মামলা শোনার পূর্ণ এক্তিয়ার রয়েছে। আদালত আরও বলেছে, বাজেয়াপ্ত যানবাহন দীর্ঘকাল পুলিশ হেপাজতে রাখা অর্থহীন কারণ এতে সেটির কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়। এরপর ব্যক্তিগত বন্ড ও জামিনদারের বিনিময়ে ট্রাকটি মালিককে ফেরানোর নির্দেশ দেয় আদালত। তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাকটি বিক্রি বা পরিবর্তন করা যাবে না।

যুদ্ধবিরতির ছয় মাস পরেও মৃত্যুমিছিল

গাজা, ১৮ এপ্রিল : ইজরায়েল-হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ছয় মাস কেটে গেলেও গাজায় নারী ও শিশুদের ওপর যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট, 'দ্য কস্ট অফ দ্য ওয়ার ইন গাজা অন উইমেন অ্যান্ড গার্লস'-এ উঠে এসেছে এক শিউরে ওঠা তথ্য।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত গাজায় ৩৮,০০০-এর বেশি নারী ও শিশুকন্যা নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ২২,০০০-এর বেশি নারী এবং ১৬,০০০টি শিশু। পরিসংখ্যান বলছে, সংঘর্ষ চলাকালীন প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৪৭ জন নারী এবং শিশু প্রাণ হারিয়েছে, যা গাজা-সংঘাতের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

২০২৫-এর অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। চুক্তি পরবর্তী সময়ে সাড়ে সাতশোর বেশি প্যালেস্তিনীয় নিহত হয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা শাখার প্রধান সোফিয়া

গাজায় নারী-শিশু নিধন

কলটর্প জানান, গত ছয় মাসে ৭৩০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২,০০০ জন আহত হয়েছেন। তথ্যের অভাবে এই তালিকায় কতজন নারী ও শিশু আছে তা জানা না গেলেও, তারা যে বড় লক্ষ্যবস্তু তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

মৃত্যুর পাশাপাশি প্রায় ১১,০০০ নারী ও শিশু স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্বের শিকার হয়েছে। বর্তমানে গাজার প্রায় ১০ লক্ষ নারী-শিশু গৃহহীন। খাবারের অভাব এবং পরিকাঠামো ধ্বংস হওয়ায় প্রায় ৭৯,০০০ নারী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রাষ্ট্রসংঘ অবিলম্বে এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করে গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের কাছে জোরালো আবেদন জানিয়েছে। কলটর্পের কথায়, 'আন্তর্জাতিক আইন ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরাই যাঁরা এই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও নীরব দর্শক হয়ে রয়েছেন।'

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ

গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ফাটল মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী দধিরাম রায় (উপরে)। জনসংযোগে তৃণমূল প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারী।

ভোট বাজি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জের রাজনৈতিক আকাশে ওঁরা একসময়ের ধ্রুবতারা। একজন পথপ্রদর্শক, অন্যজন তাঁর ছায়া। রাজনীতির অলিগলি থেকে লড়াইয়ের ময়দান, ফরওয়ার্ড ব্লকের লাল পতাকার নীচে পরেশচন্দ্র অধিকারী আর দধিরাম রায়ের অটুট বন্ধন ছিল মানুষের মুখে মুখে। ঠিক যেন গুরু-শিষ্য। সময়ের চাকা ঘুরেছে। সেই গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্কে আজ ফাটলটা স্পষ্ট। পরিস্থিতি এমন, কার্যত মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। ছাব্বিশের ভোটের ময়দানে ফের মুখোমুখি তাঁরা। একসময়ের গুরুর কাছে তাই ভোটপ্রার্থনাও করতে যাননি পদ্ম প্রার্থী। দুজনের সম্পর্কের এই ‘পতন’ নিয়ে এখনও চর্চা মেখলিগঞ্জের রাজনৈতিক মহলে।

বামদুর্গ হিসেবে পরিচিত মেখলিগঞ্জে পরেশ তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক। ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দধিরাম রায় তখন সবে ছাত্র রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকেরই ছাত্র সংগঠন ছাত্র ব্লকের মাধ্যমে রাজনীতিতে আসেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলে ধীরে ধীরে পরেশের সান্নিধ্যে আসেন। হয়ে ওঠেন বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। সিংহভাগ কর্মসূচিতে দুজনকে দেখা যেত একসঙ্গে। সেই থেকেই মেখলিগঞ্জের রাজনৈতিক মহলে তাঁরা গুরু-শিষ্য হিসেবে পরিচিতি পান। সেই বন্ধনেই ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের মধ্যেও মেখলিগঞ্জে বামদুর্গ অটুট রেখেছিলেন তাঁরা। নদীর স্রোত যেমন গতিপথ বদলায়, এই গুরু-শিষ্যের রাজনৈতিক ভাগ্যও বদলায়। কিছু বছর পরই হয় ছন্দপতন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে ২০১৬ সালে প্রথমবার গুরু-শিষ্য একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেবার পরেশ ফরওয়ার্ড ব্লক ও দধিরাম বিজেপি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করায় ধীরে ধীরে ফাটল ধরে সম্পর্কে।

সম্পর্কে ফাটল ধরায় গুরুর কাছে ভোটপ্রার্থনাও করতে যাননি দধিরাম। তাই আজকের লড়াইটা বেশ তীব্র। গুরুর গায়ে আজ দুর্নীতির কলঙ্ক। সেই সুযোগেই শিষ্য দধিরাম তাঁর দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন ‘চোর’ অপবাদের তীক্ষ্ণ বাণ। যে শিষ্য গুরুর দিকনির্দেশে চলতেন, তাঁকেই আজ বিঁধছেন বাণে। দধিরাম সরাসরি বলছেন, ‘চোরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কত শতাংশ জেতার সম্ভাবনা থাকে, তা মেখলিগঞ্জ বিধানসভার মানুষ স্থির করবেন।’ অন্যদিকে, গুরু পরেশের কণ্ঠেও সেই পুরোনো স্নেহের সুর নেই। তিনি এখন শিষ্যের দলেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া দেখছেন। গুরু পরেশ নিজের জয় নিয়ে একশো শতাংশ আশাবাদী। বলছেন, ‘ওঁর দল গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার। এর প্রভাব নির্বাচনে পড়বে।’

প্রার্থীদের অজানা জগৎ

রাজনীতির গণ্ডির বাইরে ভালোলাগার ঠিকানা

প্রার্থীর অন্দরমহল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভোটের ময়দানে প্রত্যেকের পরিচয়, তাঁরা প্রার্থী এবং লড়াই করছেন বিধানসভায় পা রাখার জন্য। কিন্তু রাজনীতির বাইরেও, নিজেকে ভালো রাখতে তাঁদের রয়েছে অন্য ভালোবাসা। কেউ কীর্তনের আসর মাতিয়ে তোলেন খোল বাজিয়ে, কেউ আবার ফুটবল খেলা দেখলে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে মাঠে নেমে পড়েন, একজন তো দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি মাউথ অর্গানে সুর তোলেন। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রে ডান-বাম, সব প্রার্থীরই রয়েছে রাজনৈতিক গণ্ডির বাইরে নিজের ভালো লাগা এবং ভালো রাখার একটা আলাদা জগৎ। যা অনেকেই কৌশলে কাজে লাগাচ্ছেন ভোটের প্রচারে।

মনের আনন্দে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছেন জলপাইগুড়ির সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন।

ভোটের ময়দানের মতো খেলার ময়দানেও সাবলীল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস।

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের মেধাবী ছাত্র কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ্ত মহন্তের পরিচয় রয়েছে ভালো ক্রিকেটার হিসেবে। স্কুল এবং জেলা স্তরে খেলার পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় সেখানেও ক্রিকেট খেলে সুনাম অর্জন করেছেন সুদীপ্ত। খেলার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ‘ক্রিকেট ব্লু’ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি পেশায় হলদিবাড়ি হাইস্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হলেও ক্রিকেট খেলার নেশা কাটাতে পারেননি। ফলে আজও স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে তাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাট হাতে মাঠে দেখতে পাওয়া যায়। প্রচারে বেরিয়ে দিনকয়েক আগে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পিলখানা কলোনির মাঠে তাঁকে এলাকার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। শুধু ক্রিকেট খেলা নয়, ছোটবেলা থেকে ভালো ছবি আঁকেন সুদীপ্ত। প্রচারে বেরিয়ে শহরের হরিজনবস্তি এলাকায় শিশুদের আঁকার ক্লাসে তাঁকে ছবি আঁকতে দেখা গিয়েছে। সুদীপ্ত বলেন, ‘ক্রিকেট আমি স্কুল জীবন থেকে খেলে আসছি। আজও সময় পেলে ছাত্রদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে ক্রিকেট খেলে থাকি। তবে গান লেখা এবং গান গাওয়াটাও আমার ভালো লাগার জায়গায় রয়েছে।’

৫৬ বছরে পা দিয়েও ফুটবলের নেশা ছাড়তে পারেননি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। জেলা বা রাজ্য স্তরে সেভাবে ফুটবল খেলার সুযোগ না পেলেও স্কুল জীবন থেকেই পাড়া ফুটবলে ভালো প্লেয়ার হিসেবে কৃষ্ণর সুনাম রয়েছে। আজও বিভিন্ন এক দিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে কৃষ্ণ নিজে টিম তৈরি করে মাঠে নামেন। ফুটবল নিয়ে প্রশ্ন করতেই কৃষ্ণ বলেন, ‘এখন ভালো খেলতে পারি কি না, জানি না। তবে খেলার নেশাটা রয়ে গিয়েছি। যে কারণে কোনও টুর্নামেন্ট হচ্ছে শুনলে একটা টিম তৈরি করে মাঠে নেমে পড়ি।’ ফুটবল খেলার পাশাপাশি ছোট থেকেই কীর্তনের আসরে নিয়মিত খোল বাজিয়ে আসছেন কৃষ্ণ। খোল বাজানোর প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও, শুনে শুনে বিভিন্ন তাল রপ্ত করেছেন তিনি। আজও কখনও কীর্তনের আসরে খোল বাজানোর সুযোগ হলে, হাতছাড়া করেন না কৃষ্ণ।

স্কুল জীবনে নিয়মিত বাস্কেট বল খেলতেন সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। একসময় জেলা বাস্কেট বল দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন এবং কর্মব্যস্ততায় এখন আর সেভাবে কোর্টে নামা হয় না। তাই মন ভালো রাখতে এখন তাঁর সঙ্গী মাউথ অর্গান। সময় পেলেই মুখে ধরেন সুরের যন্ত্রটি। হাসি খেলে তাঁর মুখে। দেবরাজ বলছেন, ‘এক সময় বাস্কেটবল খেলা, গান গাওয়া, গিটার বাজানো, সবই করেছি। কিন্তু এখন আর খেলার সময় পাই না। যে কারণে মন ভালো রাখতে এখন মাঝেমধ্যে মাউথ অর্গান বাজাই।’

কেউ চকোলেট কেউ পান্তাভাতে তুষ্ট

প্রার্থীর রোজনামচা

সকাল থেকে রাত তাঁরা ছুটছেন
মানুষের দুয়ারে। প্রায় এক মাস পৌঁছে
যাচ্ছেন মানুষের কাছে। তার মাঝেই
লক্ষ্য রাখছেন ডায়েটেও।

রণবীর দেব অধিকারী

রায়গঞ্জ, ১৮ এপ্রিল : চৈত্র পেরিয়ে দুয়ারে এখন রুদ্র বৈশাখ। প্রকৃতির প্রখর তাপের সঙ্গে চারিদিকে ভোটের উত্তাপ। এই আবহেই প্রচণ্ড রোদ, কপালে ঘাম, আর হাতে মাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন ভোটপ্রার্থীরা। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, তারই মধ্যে ছুটে চলা গ্রাম থেকে শহর, মহল্লা থেকে মিছিল। আর এই দৌড়ঝাঁপ সামলাতে এখন তাঁদের ভরসা কড়া ডায়েট চার্ট। নানা রং, নানা পরিধান, এমনকি নানা প্রতীকের প্রার্থী হলেও ফিটনেস রক্ষার ক্ষেত্রে কমবেশি সকলেই নজর দিচ্ছেন ডায়েটে।

ফি-বারের মতো এবারের ভোটেও নেতা ও প্রার্থীদের কাছে ‘খাবার’ যেন হয়ে উঠেছে অন্যতম প্রধান ইস্যু। তবে তা রাজনৈতিক নয়, পুরোপুরি পেটের। প্রার্থীদের প্লেটে জায়গা করে নিয়েছে স্যালাড, ফল আর ডাবের জল। অনেকেই আবার সকালটা শুরু করছেন ওটস আর সেদ্ধ ডিম দিয়ে। কারণ, পেট শান্তি তো সব শান্তি।

ইটাহার কেন্দ্রের বাম প্রার্থী উৎপল দাস মজা করে বলছিলেন, ‘আগে ভাবতাম ভোট মানে শুধু ভোটার সামলানো, এখন বুঝছি শরীরও সামলাতে হয়!’ তাঁর দাবি, দুপুরের তীব্র গরমে ভারী খাবার খেলেই নাকি প্রচারের মাঝখানে ‘ব্রেক’ নিতে হচ্ছে। তাই এখন ভরসা হালকা খাবার।

ভোটযুদ্ধের ময়দানে জোড়াফুলের প্রার্থী মোশারফ হুসেন আবার ‘চকোলেট ক্রিম সোলজার’। জর্জ বার্নার্ড শ-এর ‘আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান’ নাটকের প্রধান চরিত্র পেশায় সৈনিক ক্যাপ্টেন ব্লান্টশলি যুদ্ধক্ষেত্রে বুলেটের বদলে পকেটে রাখতেন চকোলেট। গল্পের নায়িকা তাই তাঁকে ভালোবেসে ডাকতেন, ‘চকোলেট ক্রিম সোলজার’ নামে। এদিকে বাংলার নবান্ন দখলের যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো শব্দবাণ ও ভাষণের গোলাবারুদ মজুত রাখার পাশাপাশি ‘সেল্ফ ডিফেন্সের’ জন্য জোড়াফুলের সৈনিক মোশারফ পকেটে রাখছেন ডার্ক চকোলেট। তিনি অবশ্য সারাবছরই সঙ্গে সবসময় চকোলেট রাখেন। পথেঘাটে খিদে পেলে সেটাই খান। বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল কর্মী হাসতে হাসতে বললেন, ‘চকোলেট খান বলেই তো আমাদের দাদার ব্যবহার এত মিষ্টি।’ তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফের কথায়, ‘চকোলেট শুধু খিদে মেটায় তা নয়, এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। হার্ট ও ত্বকের সুরক্ষা দেয়। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়, মেজাজ ভালো রাখে। তাই খাই।’ তবে প্রচারে বের হওয়ার আগে রোজ গিন্নির হাতে তৈরি রুটি-সবজি বা মিক্সড ভেজ খিচুড়ি খেয়ে হালকা থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খিচুড়ি তো গুরুপাক। এই গরমে পেট গোলমাল করছে না? মেদহীন মোশারফের উত্তর, ‘সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ঝড়ের গতিতে প্রচার চালাতে গিয়ে যা পরিশ্রম হচ্ছে তাতে হজমশক্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।’ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী অমল আচার্য আবার ফিটনেস রক্ষার প্রশ্নে পুরোনোপন্থী। গ্রামীণ খাদ্যাভ্যাসে আস্থা রেখে অমলের পছন্দ পান্তাভাত আর কাঁচা পেঁয়াজ। তিনি মনে করেন, এই গরমে শরীর ও পেট ঠান্ডা রাখতে পান্তাভাতের জুড়ি মেলা ভার। শুধু তা-ই নয়, ভরপুর এনার্জি সাপ্লাই করে মগজাস্ত্রকে সচলও রাখে পান্তা।

প্রচারের মাঝে দুপুরের খাওয়া কালিয়াগঞ্জে বিজেপির প্রার্থী উৎপল ব্রহ্মচারীর।

কাজের মাঝে পেটপুজো কৃষ্ণ কল্যাণীর।

রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী মূলত নিরামিষাশী। লাঞ্চ সারছেন নিরামিষ আহার দিয়েই। তবে প্রচার চলাকালীন খিদে মিটিয়ে ক্লান্তি দূর করতে সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে রাখছেন বিভিন্ন ফল, ড্রাই ফ্রুটস ও ফ্রুট জুস। আর ডিহাইড্রেশন রুখতে ঘনঘন জলপান। বর্ষীয়ান কংগ্রেস প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত আবার ফিটনেস নিয়ে তেমন চিন্তিত নন। খাবার নিয়েও তাঁর তেমন শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই। আমিষ-নিরামিষ যেদিন যা হয়, তা-ই খান। তবে খাসির মাংস দেখলে আর সামলাতে পারেন না।

কালিয়াগঞ্জে বিজেপির প্রার্থী উৎপল ব্রহ্মচারী সকালে ফলাহারী। আর প্রচারে বের হওয়ার আগে ডাল-ভাত-সবজি খেয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। পরে কোনও কার্যকর্তার বাড়িতেও কখনও দ্বিতীয় রাউন্ড ডাল-ভাত-সবজি পেটে পুরতে হচ্ছে। তেষ্টা মেটাতে মাঝেমধ্যেই গলা ভেজাচ্ছেন ডাবের জলে।

জল, ফল আর হালকা খাবারই এখন প্রার্থীদের সেরা বন্ধু। কে কত ভোট পাবেন, তার পাশাপাশি কে কতটা ফিট, কার কতটা এনার্জি— তা নিয়েও চলছে নীরব প্রতিযোগিতা। কারণ, শেষপর্যন্ত ভোটের লড়াইটা শুধু মনের নয়, শরীরেরও।

মিলারের প্রায়শ্চিত্তে জয়ে ফিরল দিল্লি

হারা ম্যাচেও রেকর্ড আরসিবি-র

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৭৫/৮
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৭৯/৪
(১৯.৫ ওভারে)

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিল : গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য ২ বলে ২ রান লাগত দিল্লি ক্যাপিটালসের। কিন্তু প্রসিধ কৃষ্ণার পঞ্চম বলে ডেভিড মিলার সিঙ্গল নিতে গিয়ে কুলদীপ যাদবকে ফিরিয়ে দেন। শেষ বলে প্রসিধের স্লোয়ার বাউন্সারে ঠকে যান মিলার। ১ রানে সেদিন হেরে গিয়েছিল দিল্লি।

শনিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে জয়ের জন্য ২ বলে ১ রানের সমীকরণ মেলাতে হত মিলারকে। এদিন আর তিনি ভুল করেননি। গুজরাট ম্যাচের প্রায়শ্চিত্ত করে পঞ্চম বলে চার মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দিল্লিকে ৬ উইকেটে জয় এনে দিলেন প্রোটিয়া তারকা। হারলেও আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে একটি মাঠে ১০০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল আরসিবি।

এদিন সবুজ জার্সিতে মাঠে নেমেছিল বেঙ্গালুরু। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো করেছিলেন বিরাট কোহলি (১৯) ও ফিল সল্ট (৩৮ বলে ৬৩)। ৫ ওভারে ৫২ রান তুলে তাঁরা দলের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেন। কিন্তু ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে বিরাটকে তুলে নিয়ে ওপেনিং জুটি ভাঙেন লুঙ্গি এনগিডি (৩৯/২)। আইপিএলে দুপুরের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করা দল গতি মন্থরতায় ভোগে। এদিন আরসিবি-র সঙ্গেও সেটাই হল। সল্ট একটা দিক ধরে রাখার চেষ্টা করলেও মাঝের ওভারে অক্ষর প্যাটেল (১৮/২), কুলদীপ যাদবের (৩২/২) স্পিনের সামনে ঠিকঠাক ব্যাটে-বলে হল না দেবদত্ত পাডিক্কাল (১৮), টিম ডেভিড (২৬), রোমারিও শেফার্ডদের (১)। স্পিনারদের 'যম' রজত পাতিদারকে ফিরিয়ে দেন মুকেশ কুমার (৩২/১)। আরসিবি আটকে যায় ১৭৫/৮ স্কোরে।

দিল্লি রানতাড়ায় নামার পর বল হাতে অবশ্য কামাল করলেন ভুবনেশ্বর কুমার (২৬/৩)। ২-০-৯-৩-এর প্রথম স্পেলে তিনি দিল্লির ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারকে ছেঁটে ফেলেন। সেই সময় ভুবির চার ওভার আরসিবি অধিনায়ক রজত কেন শেষ করালেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। ১৮/৩ হয়ে যাওয়ার পর ট্রিস্টান স্টাবসকে (৪৭ বলে অপরাজিত ৬০) নিয়ে ৬৯ রানের জুটিতে দিল্লিকে টানেন লোকেশ রাহুল (৩৪ বলে ৫৭)। গত বছর চিন্নাস্বামীতে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে রাহুলের সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। এদিনও দিল্লির ভক্তরা তাঁর থেকে ম্যাচ জেতানো ইনিংসের আশায় ছিল। নিজের দ্বিতীয় ওভারে লোকেশকে ফিরিয়ে দিল্লির চাপ বাড়িয়ে দেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৪/১)। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যান দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর (২৬)।

শেষ চার ওভারে দিল্লির লাগত ২৪ বলে ৪১ রান। এখান থেকে ম্যাচ শেষ ওভারে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব স্টাবসের। শেষ ওভারে জোড়া ছক্কা ও চারে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন মিলার (১০ বলে অপরাজিত ২২)। দিল্লি ১৯.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৯ রান তুলে নেয়।

জয়ের পর মিলার বলেছেন, 'আগেরদিন পারিনি। আজ লাইন ক্রস করতে পেরে ভালো লাগছে। মানসিকভাবে ম্যাচে থাকতে চেয়েছিলাম। জানতাম শেষ ওভারে ১-২টা ছয় মারতে পারলে কাজ হয়ে যাবে।'

হারের হতাশা নিয়ে রজতের বক্তব্য, 'আমরা ভালো শুরুর পরও ১৫-২০ রান কম করেছি। যা পার্থক্য গড়ে দিল। লম্বা টুর্নামেন্ট। আশা করি, ভুল শুধরে ফিরতে পারব।'

দুই ম্যাচ পর দিল্লি ক্যাপিটালসকে জয়ের সরণিতে ফেরালেন ডেভিড মিলার। অপরাজিত ৬০ রান করে তাঁর সঙ্গে ফিরছেন ট্রিস্টান স্টাবস। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

১৫ বলে অর্ধশতরানের পর চেনা সেলিব্রেশন অভিষেক শর্মার।

চেন্নাই এক্সপ্রেসে রাশ অভিষেকদের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৯৪/৯
চেন্নাই সুপার কিংস-১৮৪/৮

হায়দরাবাদ, ১৮ এপ্রিল : টি২০ বিশ্বকাপে অফস্পিনাররা তাঁকে 'খাদ্য' বানিয়ে ফেলেছিলেন। অভিষেক শর্মার অফস্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্বলতা কাজে লাগাতে শনিবার ম্যাথু শর্টকে দিয়ে চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় বোলিং ওপেন করিয়েছিলেন। ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া অভিষেক এদিন 'অফস্পিনার দোষ' কাটালেন। অফস্পিনার শর্টের ১০ বলে খেলে নিলেন ৩৩ রান। যার মধ্যে পঞ্চম ওভারে চারের হ্যাটট্রিক ও জোড়া ছয়ে এল ২৪। ১৫ বলে পঞ্চাশে পৌঁছে আইপিএলে নিজের দ্রুততম অর্ধশতরানও করলেন অভিষেক (২২ বলে ৫৯)। তাঁর ঝোড়ো শুরুর পরও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১৯৪/৯ স্কোরে থামে।

শর্টের হাতে বল দেখে প্রথম ওভারে শান্তই ছিলেন অভিষেক। দ্বিতীয় ওভারে মুকেশ চৌধুরীকে ছয় মেরে হাত গরম করেন তিনি। শর্টের দ্বিতীয় ওভারেও অভিষেকের ব্যাট থেকে একটি ছক্কা এসেছিল। 'রুদ্রাভিষেক'-কে দেখা গেল শর্টের তৃতীয় ওভারে। যেখানে শেষ ৫ বলে অভিষেক ২৪ রান নেন। এরপর আর শর্টকে বোলিং দেওয়ার সাহস পাননি রুতু। মুকেশ (২১/২) অভিষেক-ট্রাভিস হেডের (২৩) ৭৫ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙার পরের বলেই ঈশান কিষানকে (০) পেয়ে যান। সানরাইজার্সের মিডল অর্ডারে 'অমাবস্যা' এনে দেন অংশুল কম্বোজ (২২/৩) ও জেমি ওভার্টন (৩৭/৩)। একমাত্র ব্যতিক্রম ফর্মে থাকা হেনরিচ ক্লাসেন (৩৯ বলে ৫৯)।

মহেন্দ্র সিং ধোনির হায়দরাবাদ যাত্রায় আশা তৈরি হয়েছিল এদিন তাঁর খেলা নিয়ে। যদিও তা হয়নি। হয়নি জয়ের হ্যাটট্রিক করাও। একটা সময় ১১২/৩ স্কোরে চেন্নাই সেই সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু শিবম দুবে (২১), শর্টদের (৩৪) ভুল শট নির্বাচনে ইনিংসের মাঝপথ থেকেই তাদের সমস্যা বাড়তে থাকে। সঙ্গে এশান মালিঙ্গা (২৯/৩) ও নীতীশ কুমার রেড্ডি (৩১/২) পিচের চরিত্র বুঝে বল করায় সানরাইজার্স টানা দ্বিতীয় জয় পেয়ে যায়। শেষ ওভারে ১৮ রান দরকার পরিস্থিতিতে স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাননি হায়দরাবাদের আগের ম্যাচের নায়ক প্রফুল হিঙ্গেও। হতাশ করেননি সাকিব হুসেইনও (৩২/১)। যার জন্যই চেন্নাই আটকে যায় ১৮৪/৮ স্কোরে।

নর্থইস্ট বিপজ্জনক, মনে করছে বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : এখনও পর্যন্ত দুইটি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলে কোনও জয় নেই। যা চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে শেষদিকে ব্যথা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের।

সম্ভবত সেই কারণেই আগেভাগেই 'চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় এবার সহজ নয়', গোছের গান গেয়ে রাখছেন সের্জিও লোবেরা। যাতে চ্যাম্পিয়ন না হলে তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে না হয়। রবিবার ফের একটা অ্যাওয়ে ম্যাচ মোহনবাগানের। গুয়াহাটিতে গিয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচও যে খুব সহজ হবে না বেশ বুঝতে পারছেন লোবেরা। আর এর জন্য প্রতিপক্ষ নয়, তাঁকে ভাবাচ্ছে তাঁর দলেরই পারফরমেন্স। আগের ম্যাচে ঘরের মাঠেই প্রায় হারতে হারতে শেষদিকে পরিবর্ত সাহাল আব্দুল সামাদ ও জেসন কামিন্সের একক কৃতিত্বে জয়। নাহলে ১২ এপ্রিলই শেষ হয়ে যায় মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়। তাই এই চাপকেই অনুপ্রেরণা বলছেন লোবেরা, 'চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় এবার খুব কঠিন। তবে আমাদের কাছে এই চাপটাই প্রেরণা। হাতে পাঁচটা ম্যাচ আছে। আমরা মোটামুটি ভালো জায়গায় আছি। এবার ট্রফির জন্য শেষ ল্যাপটা দৌড়োতে হবে। আশা করছি নর্থইস্ট ম্যাচে ভালো ফল করতে পারব।' তাদের স্বস্তি দিয়েছে শনিবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ০-২ গোলে শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি এফসি-র হেরে যাওয়া।

মরশুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপ পেলেও আইএসএলে খুবই হতশ্রী অবস্থা জন আব্রাহামের দলের। ৮ ম্যাচে মাত্র সাত পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে। আলাদিন আজারেই কারণ নেই যে ওরা কম বিপজ্জনক। হালকাভাবে নিলেই বিপদ। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খেলে এবং ট্রানজিশনে ভালো, আমরা বল হারালেই ওরা খেলার দখল নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' নর্থইস্টের জিতিন এমএস এই ম্যাচে খেলছেন না চোটের জন্য।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পরই লোবেরা স্বীকার করেন যে তাঁর

> **নর্থইস্টের খেলার ফল দেখে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে ওরা কম বিপজ্জনক। হালকাভাবে নিলেই বিপদ। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খেলে এবং ট্রানজিশনে ভালো, আমরা বল হারালেই ওরা খেলার দখল নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।**
>
> -সের্জিও লোবেরা

লোবেরার ভাবনায় শুরুতে সাহাল

গুয়াহাটির পথে মোহনবাগানের টম অ্যালড্রেড ও জেসন কামিন্স।

আইএসএলে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গুয়াহাটি
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

ও মহম্মদ আলি বেমাম্মেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় আইএসএল শুরু হওয়া নিয়ে টালবাহানার জন্য। আর তাতেই যেন দলটার ছন্নছাড়া অবস্থা। তাই হুয়ান পেদ্রো বেনালি যতই বলুন না কেন, 'মোহনবাগান খুবই ভালো দল কিন্তু খেলাটা তো এগারোর সঙ্গে এগারোর হবে। তাই আমরা ভয় পাচ্ছি না,' খাতায়-কলমে তাঁর দল পিছিয়েই থাকছে। তবে ওই পচা শামুকেও পা কাটার ভয় থেকেই হয়তো লোবেরা আবার বলে গেলেন, 'নর্থইস্টের খেলার ফল দেখে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে ওরা কম বিপজ্জনক। হালকাভাবে নিলেই বিপদ। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খেলে এবং ট্রানজিশনে ভালো, আমরা বল হারালেই ওরা খেলার দখল নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' নর্থইস্টের জিতিন এমএস এই ম্যাচে খেলছেন না চোটের জন্য।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পরই লোবেরা স্বীকার করেন যে তাঁর দলের খেলায় প্রচুর উন্নতি দরকার। বিশেষ করে মাঝমাঠে আপুইয়ার না থাকা যথেষ্ট ভোগাচ্ছে দলকে। নর্থইস্টের বিপক্ষেও নেই দলের মিডফিল্ড জেনারেল। ডিফেন্সে নেই আলবার্তো রডরিগেজও। দুইজনেই এখন কলকাতায় রিহ্যাবে। ফলে ডিফেন্স নিয়েও চাপ থাকছে মোহনবাগানের। টম অ্যালড্রেডের সঙ্গে মেহতাব সিংকে দিয়েই ডিফেন্স সাজানো হবে এই ম্যাচে। মাঝমাঠে আদৌ বদল হবে কি না তা হয়তো শেষমুহূর্তে লোবেরা ঠিক করবেন। তবে আগের ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর সাহালকে নিয়ে তিনি ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, এটা পরিষ্কার। দীপক টাংরির খেলার ধাঁচ লোবেরার ফুটবল দর্শনের সঙ্গে মেলে না। তবু ডিফেন্সকে নিরাপত্তা দিতে হলে টাংরিকে খেলাতেও পারেন। যাই হোক না কেন, অনেকটাই দুর্বল নর্থইস্টকে এই ম্যাচে শুধু হারানোই নয়, চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য গোলপার্থক্য বাড়ানোও লক্ষ্য থাকবে মোহনবাগানের।

জয়ী পুরনিগমের অ্যাকাডেমি, বিবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে শনিবার পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে বাপি স্মৃতি ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পুরনিগমের স্বরাজ রায় ও নিলয় সূত্রধর গোল করে। বাপির গোলটি বিরাজ বণিকের। ম্যাচের সেরা পুরনিগমের শুভম রায়।

ম্যাচের সেরা শুভম রায় (উপরে) ও রোহিত সরকার।

অন্য ম্যাচে বিবাদী ফুটবল কোচিং ক্যাম্প টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচে ১-১ ছিল। বিবাদীর গোবিন্দ বর্মন ও উইনার্সের রাজ বর্মন গোল করে। ম্যাচের সেরা বিবাদীর রোহিত সরকার।

ব্রোঞ্জ শ্রেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : দেরাদুনে আয়োজিত জুনিয়ার ও ইয়ুথ ন্যাশনাল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। কলকাতার অভিষা কর্মকারকে নিয়ে শ্রেয়া সেমিফাইনালে ২-৩ গেমে হেরে যায় মহারাষ্ট্রের নাইশা রেওয়াসকার ও দিব্যা ভৌমিকের বিরুদ্ধে।

পাঞ্জাবের শক্তি সাজঘরের সমীকরণ

নিউ চণ্ডীগড়, ১৮ এপ্রিল : এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত একমাত্র অপরাজেয় দল পাঞ্জাব কিংস।

গতবার তীরে এসে তরী ডুবেছিল। ফাইনালে সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আরও সতর্ক পাঞ্জাব। রবিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আরও একবার সেই একই বার্তা শোনা গেল অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের মুখে। বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট, এই মরশুমেই ট্রফি জিততে চাই। ধাপে ধাপে এগোচ্ছি আমরা। প্রতিটা ম্যাচকে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছি।'

পয়েন্ট টেবিলে পাঞ্জাব শীর্ষে। তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে লখনউ। এই পরিস্থিতিতে গতবারের আইপিএল রানার্সদের বড় শক্তি তাদের সাজঘরের সমীকরণ। অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, 'এই মুহূর্তে দলের পরিবেশ খুবই ইতিবাচক। সাজঘরে আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি নেই। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেকের পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। চাপ না নিয়ে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার চেষ্টা করছি আমরা।' লক্ষ্য চ্যাম্পিয়নশিপ হলেও এখনই তা নিয়ে ভাবতে নারাজ পাঞ্জাব অধিনায়ক। শ্রেয়সের কথায়, 'অনেকটা পথ বাকি, তাই আমরা খুব বেশি এগিয়ে ভাবছি না। যদি আমরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি এবং একই মানসিকতা ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ট্রফি জেতার ভালো সুযোগ থাকবে।'

পাঞ্জাবকে একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রেয়স। এবারের আইপিএলে তাঁর ব্যাট থেকে এখনও ২০৩ রান এসেছে। সেই শ্রেয়স এখন সমর্থকদের ভালোবাসার 'সরপঞ্চ'। পাঞ্জাবে আঞ্চলিক প্রধানদের বলা হয় সরপঞ্চ। কাজেই বিষয়টা উপভোগই করেন শ্রেয়স। তিনি বলেছেন, 'শুরুতে আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি অর্থটা। বেশ অবাক হয়েছিলাম। পরে আমি দলের কয়েকজন সতীর্থকে জিজ্ঞেস করি এই ব্যাপারে। তারাই আমাকে বুঝিয়েছে 'সরপঞ্চ' শব্দের অর্থ নেতা, একটা পরিবার, একটা দল বা একটা এলাকার প্রধান ব্যক্তি। তারপর থেকেই আমি এই পরিচয়টা উপভোগ করছি।'

আজ ফিরছেন পন্থ

উলটোদিকে পাঞ্জাব ম্যাচের আগে লখনউ শিবিরে স্বস্তির নাম ঋষভ পন্থ। চোটের ভ্রূকুটি কাটিয়ে এই ম্যাচেই মাঠে ফিরছেন তিনি। যদিও তাঁর ফর্ম চিন্তায় রাখবে লখনউকে।

প্র্যাকটিসে নামার আগে যুযবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে আড্ডায় ঋষভ পন্থ।

গোকুলামকে পাঁচ গোল ডায়মন্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচেও জয়ের ধারা বজায় রাখল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার ঘরের মাঠে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা।

১৭ মিনিটে আমিনৌ বাউবার গোলে অবশ্য পিছিয়ে পড়েছিল ডায়মন্ড। ৩১ মিনিটে জবি জাস্টিনের ক্রস থেকে হেডে গোল করে সমতা ফেরান লুকা মাজসেন। তবে গোলটি করার সময় প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে মাথায় চোট পান তিনি। সেই নিয়েই খেলে যান লুকা।

৫০ ও ৫৩ মিনিটে ডায়মন্ডের হয়ে জোড়া গোল হুগো দিয়াজের। ৫৭ মিনিটে গোকুলাম কেরালার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন রাহুল রাজু। এরপর ডায়মন্ডের হয়ে বাকি দুইটি গোল করেন জবি ও রামধিনতারা। ৯ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে থেকে প্রথম রাউন্ড শেষ করেছে ডায়মন্ড হারবার।

ইস্টবেঙ্গলকে শোকজ, অস্বস্তি বাড়ল অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে নিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের।

নিয়ম মেনে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের পর মিগুয়েলের লাল কার্ড প্রত্যাহারের জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন যে নাকচ হয়ে যাবে তা একরকম নিশ্চিত ছিলই। হলও তাই। একইসঙ্গে বেঙ্গালুরু ম্যাচে লাল কার্ড দেখার পর মিগুয়েল যে আচরণ করেছিলেন তাতে তাঁর শাস্তির মেয়াদ বাড়বে বলেও আশঙ্কা করা হয়েছিল। সেই আশঙ্কাও সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে।

শনিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে চিঠি দিয়ে জানানো হল, শাস্তিস্বরূপ তিন ম্যাচ নির্বাসন মিগুয়েলের প্রাপ্য। 'কেন নির্বাসিত করা হবে না?' সেটাই জানতে চাওয়া হয়েছে মিগুয়েল ও ইস্টবেঙ্গলের কাছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নের জবাব দিতে বলা হয়েছে। উত্তরে সন্তুষ্ট হলে শাস্তি যেমন কমতে পারে তেমন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে আর্থিক জরিমানার মুখেও পড়তে হচ্ছে। পরিস্থিতি যা তাতে শাস্তি কমার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে ওডিশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে মিগুয়েলকে পাবেন না অস্কার ব্রুজোঁ।

এমনিতেই আইএসএলে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। এখন লাল-হলুদের কাছে প্রতিটা ম্যাচই 'মাস্ট উইন'। এই পরিস্থিতিতে মিগুয়েলের অনুপস্থিতি ব্রুজোঁর অস্বস্তি আরও বাড়াবে। এমনিতেই মহম্মদ বসিম রশিদের চোট যথেষ্ট চিন্তায় রেখেছে স্প্যানিশ কোচকে। চোটের জন্য মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছে নাওরেম মহেশ সিংয়ের। আনোয়ার আলিকেও পুরো সময় খেলাতে পারছেন না অস্কার। এবার মিগুয়েলকে না পেলে তাঁর বিকল্পও খুঁজতে হবে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সূর্যকান্ত (বাঁয়ে) ও প্রিয়াংশু যাদব। শনিবার।

৪ উইকেট শ্রেয়াংশ, কুশবন্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : সিএবি-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ৯ দলীয় আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে শনিবার জার্মেলস অ্যাকাডেমি ৫৪ রানে ডন বসকো স্কুলকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে জার্মেলস ২৪.৪ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা সূর্যকান্ত ৫৪ রান করে। শ্রেয়াংশ আগরওয়াল ৩০ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে মহম্মদ আমিরও (২৬/৩)। জবাবে ডন বসকো ২১.২ ওভারে ১১২ রানে সব উইকেট হারায়। সংকেত আগরওয়াল ৩২ ও দেবাংশ আগরওয়াল ১৭ রান করে। কুশবন্ত পাল ২৫ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে শশাঙ্ক দে-ও (১৫/২)।

অন্য ম্যাচে ডিএভি স্কুল ৫ উইকেটে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে দিব্য জ্যোতি ২৪.৫ ওভারে ১২৭ রানে সব উইকেট হারায়। বেদান্ত গোয়েল ১৯ ও অশ্বীন কুমার ভগৎ ১৮ রান করে। শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায় ৩০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ডিএভি ২৪.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। দীপককুমার সিং ৩১ ও ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু যাদব ২৫ পানে অপরাজিত থাকে। মোহিত আগরওয়াল ২৩ ও রিয়াংশ আগরওয়াল ২৭ রানে নেয় ২ উইকেট। রবিবার খেলবে মোদি পাবলিক স্কুল-বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ ও শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল-দিব্য জ্যোতি।

জিতে শুরু এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : সিএবি-র অজয় ঘোষ ট্রফি ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। শনিবার কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে গ্রুপ লিগের ম্যাচে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে। প্রথমে বর্ধমান ৪১ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৮ রান করে। স্বদেশ রায় ১৭ ও শুভম মুন্ডা ৪৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এনবিইউ ৩৯.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অর্ক দাস ১০৭ রান করেন। মেরেছেন ১২টি বাউন্ডারি। ভাস্কর রায় ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। রবিবার এনবিইউ খেলবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে।

শতরান করে ম্যাচের সেরা অর্ক দাস।

বিসিসিআইয়ের লেভেল টু কোর্সে আক্রাম, মণিশংকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বিসিসিআইয়ের লেভেল টু কোচিং কোর্সের যোগ্যতা অর্জন করলেন মহম্মদ আক্রাম রাজা ও মণিশংকর ভাট। জানুয়ারি মাসে তাঁরা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে গিয়েছিলেন তিনদিনের লেভেল ওয়ান কোচেস কোর্সের জন্য। যার রেজাল্ট বেরিয়েছে দুইদিন আগে। খড়িবাড়ির মণিশংকর ও শিলিগুড়ির ফকিরটোলার আক্রাম জানিয়েছেন, লেভেল ওয়ানে তাঁরা ৭০ শতাংশের ওপর নম্বর পাওয়ায় বিসিসিআইয়ের পরবর্তী পর্যায়ের কোচিং কোর্সের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন। এমন একটি সুযোগ পাওয়ার জন্য তাঁরা দুইজনেই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার প্রতি। বলেছেন, 'মনোজদা ক্রিকেট সচিব থাকার সময় আমাদের নাম সিএবি-তে লেভেল ০ কোর্সের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ডাক আসে লেভেল ওয়ানে। এবার সুযোগ পেয়েছি আরও উন্নতি করার।' মণিশংকর বলেছেন, 'লেভেল ওয়ান কোর্সের শিক্ষা আমাকে গ্রাসরুট লেভেল কোচিংয়ে সাহায্য করবে।' অন্যদিকে আক্রাম আশায়, সিএবি থেকে কোচিং করানোর ডাক এবার থেকে তিনি পাবেন। অন্য কোনও রাজ্য দলও তাঁকে প্রশিক্ষণের জন্য ডাকতে পারে বলে মনে করছেন।

মহম্মদ আক্রাম রাজা (বাঁয়ে) ও মণিশংকর ভাট।

সূর্যবংশীর ব্যাটে কালবৈশাখীর অপেক্ষা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : মঞ্চ বদলালেও ছবিটা যদিও বদলায়নি।

ষষ্ঠ ম্যাচে পঞ্চম হারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। প্লে-অফের রাস্তা ক্রমশ জটিল। রবিবার এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে ফের মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ। চোখ সেই অধরা প্রথম জয়ে। প্রতিপক্ষ টগবগিয়ে ছুটতে থাকা রাজস্থান রয়্যালস।

৫ ম্যাচে ৪ জয়ে গোলাপি ব্রিগেড প্রথম তিনে জায়গা করে নিয়েছে। প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করে নিতে চোখ নাইট-বধে। হারতে হারতে বিধ্বস্ত নাইটদের বিরুদ্ধে জোড়া পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ টিম রাজস্থান, হেড কোচ কুমার সাঙ্গাকারা। সবকিছু ছাপিয়ে 'যশস্বী-ভব!' যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশীর ওপেনিং জুটি।

জসপ্রীত বুমরাহ, জোশ হ্যাজেলউডদের হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছেন পনেরোর খুদে! আগামীকাল কী নাইট বোলারদের পালা? বৈভবের যে 'খুনে' ব্যাটিংকে থামানো বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ কেকেআর বোলারদের। দুপুরের ম্যাচ। তার মধ্যে অস্বস্তির গরম। কিন্তু বৈভব ম্যানিয়ায় গা ভেজাতে অস্বস্তিতে তুরি মেড়ে উৎসাহের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। শনিবার বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে ঢোকার মুখে মাঝদুপুরেও 'বৈভব বৈভব' আওয়াজে তারই ট্রেলার।

বেরোনোর সময়ও একই হাল। আগামীকাল বৈভব ফ্যাক্টর কাজ করলে গ্যালারির যুদ্ধে ঘরের মাঠে 'নিজভূমে পরবাসী' হওয়ার আশঙ্কা নাইটদের জন্য। এদিন প্র্যাকটিসে ঝড়ের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন বছর পনেরোর তরুণ তুর্কি। প্রথমে ফিল্ডিং কোচের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুক্ষণ দৌড়। তারপর সোজা নেটে। 'হেডস্যর' সাঙ্গাকারার কড়া নজরে আগাগোড়া বিগহিটের ফুলঝুরি। আর ঠিক এটাই চাইছে দলও।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্থান রয়্যালস কোচ সাঙ্গাকারা জানিয়েও দিলেন, বৈভবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। শূন্য করুক বা সেঞ্চুরি, নিজের সহজাত ব্যাটিং চালিয়ে যাক। সপ্তম প্রচেষ্টায় আগামীকাল ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে বৈভব-ঝড় শুরুতে থামাতে হবে, বলে দেওয়ার দরকার নেই অভিষেক নায়ার-আজিঙ্কা রাহানেদের। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে শর্টবলের ফাঁদে ফেলে বৈভবকে আউট করেছিলেন প্রফুল হিঙ্গে। দাবি করেন, শরীর লক্ষ্য করে শর্টবলের পরিকল্পনাতেই বাজিমাত। রবিবাসরীয় দ্বৈরথে একই অস্ত্রে কি কামাল দেখাতে পারবেন নাইটদের বৈভব- বৈভব অরোরা। কিংবা অনভিজ্ঞতা ঝেড়ে সুযোগের সদব্যবহার করা কার্তিক ত্যাগী? হারা ম্যাচে বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণ জুটিকে আবারও পুরোনো মেজাজে পাওয়াও ভরসা দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন আগামীকাল অস্ত্রগুলি ঠিকঠাক কাজ করবে কিনা।

গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে আবার ক্র্যাম্পের জন্য বোলিং করেননি ক্যামেরন গ্রিন। মাথিশা পাথিরানাকে নিয়ে টানাপোড়েন জারি। আগামীকাল অবশ্য খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। সীমিত রসদ নিয়ে বৈভব, দুরন্ত ছন্দে থাকা যশস্বীদের থামানো। প্রায় প্রতি ম্যাচে রানের মধ্যে ধ্রুব জুরেল। হায়দরাবাদ ম্যাচে ৯ রানে ৫ উইকেট খোয়ানোর পর ডোনোভান ফেরেইরা, রবীন্দ্র জাদেজার মরিয়া লড়াই সাঙ্গাকারাকে স্বস্তি দিচ্ছে। আগামীকাল যা নাইটদের অস্বস্তি আরও বাড়াবে, বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে রাহানেদের মাথাব্যথা নিজেদের নিয়েই। গুজরাট ম্যাচে গ্রিনের 'ওয়ানম্যান শো' স্বস্তি দিলেও তা যথেষ্ট নয়।

পরিষ্কার করে বললে, অস্বস্তির পাল্লা অনেক ভারী। তালিকায় শীর্ষে স্বয়ং অধিনায়ক রাহানে। প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরিটুকু সরিয়ে রাখলে গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। প্রশ্ন উঠছে স্ট্রাইক রেট নিয়েও। গুজরাট ম্যাচে আবার 'গোল্ডেন ডাকে' আইপিএলের সর্বাধিক ১১ শূন্যের লজ্জার নজির। অধিনায়ক হিসেবেও ডাহাফেল। ন্যূনতম ২৫টির বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার নিরিখে আইপিএলে রাহানের জয়ের হার সবচেয়ে কম- ৩১.৮ শতাংশ।

টপ অর্ডারে হাল ফেরাতে ফিন অ্যালেনের বদলে টিম সেইফার্টকে এনে গত ম্যাচে খুব বেশি লাভ হয়নি। তবে আরও কয়েকটা সুযোগ প্রাপ্য সেইফার্টের। নারায়ণের লোয়ার অর্ডারে খেলানো কতটা যুক্তিযুক্ত, প্রশ্ন উঠছে। তবে অঙ্কৃশ রঘুবংশী, রামনদীপ সিং, রিঙ্কু সিংদের ভরসায় হাল ফেরানো! সমস্যা গভীরে। আগামীকাল আবার হালকা সবুজ আভার পিচে জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্জারের এক্সপ্রেস গতি সামলানো। থাকছে পোড়খাওয়া সন্দীপ শর্মার সুইং, রবি বিশ্নোইয়ের স্পিন চ্যালেঞ্জও। তার ওপর শুক্রবার রাতের ম্যাচ খেলেই রবিবার দুপুরে নামার ধকল। যেখানে পাঁচদিনের বিশ্রামে তরতাজা রাজস্থান।

সবমিলিয়ে কঠিন পরীক্ষার সামনে নাইটরা। ফের ব্যর্থ মানে আরও অন্ধকারে। অতীত থেকে অবশ্য রসদ খুঁজতেই পারে নাইট শিবির। ২০১৪ সালে টানা সাত ম্যাচ জিতে প্লে-অফে পা রেখেছিল দল। শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়নও হয়। এবার তেমনই অবিশ্বাস্য কিছুর প্রার্থনা। আপাতত চোখ রবি-দ্বৈরথে। অন্ধকার কেটে সূর্যোদয় নাকি, সূর্যবংশীর তেজে পুড়ে খাক হওয়া, নাইটদের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস

সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

পাঞ্জাব কিংস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নিউ চণ্ডীগড়

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

একের পর এক বল ইডেনের গ্যালারিতে পাঠালেন বৈভব সূর্যবংশী। -ডি মণ্ডল

মুখোমুখি

ম্যাচ	৩২
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৬
রাজস্থান রয়্যালস	১৪
নো রেজাল্ট	২
ইডেন গার্ডেন্সে	
ম্যাচ	১১
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৭
রাজস্থান রয়্যালস	৪

বিদায়ঘণ্টা বাজছে অধিনায়ক রাহানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : একটা ভুল! ধারাবাহিকভাবে সেই ভুলের খেসারত দিয়ে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

২০২৪ সালে শেষবার আইপিএল খেতাব জিতেছিল কেকেআর। সেই দলের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। আর অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার।

পরের মরশুমের জন্য কাউকেই পায়নি নাইটরা। গম্ভীর ২০২৪ সালে খেতাব জয়ের পরই টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়েছিলেন। এখনও তিনি সেই দায়িত্বেই রয়েছেন। অপরজন, শ্রেয়স এখন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক। কেকেআর তাঁকে রিটেইন করেনি। এই ভুল এখন নাইট সংসারে অভিশাপ হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু কেন কেকেআর রিটেইন করেনি শ্রেয়সকে? তথ্যটা সবারই জানা। অধিনায়ক হিসেবে দলকে ট্রফি দিয়ে ম্যানেজমেন্টের কাছে বেশি অর্থ দাবি করেছিলেন শ্রেয়স। নাইট সিইও ভেঙ্কি মাইসোর তখন পালটা জানিয়েছিলেন, বাড়তি অর্থ দিয়ে শ্রেয়সকে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। দলের সিইও-র এমন মন্তব্য নিয়ে আজও হা-হুতাশ রয়েছে নাইট শিবিরে। থাকবেও।

'রান টু রুট' প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে গাছ লাগালেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম মালকিন জুহি চাওলা। শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

শ্রেয়সের নেতৃত্বে শেষ মরশুমে খেতাব জিততে না পারলেও আইপিএল ফাইনাল খেলেছিল পাঞ্জাব। এবারও অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো এগিয়ে চলেছে শ্রেয়সের দল। আর শেষ মরশুমের মতোই ক্রমাগত ব্যর্থতার সাগরে তলিয়ে যাওয়ার পথে নাইটরা। ২০২৫ সালের আইপিএলে আট নম্বরে শেষ করেছিল কেকেআর। এবার আজিঙ্কা রাহানেরা কত নম্বরে শেষ করবেন, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠে গিয়েছে। আপাতত রাহানে-রিঙ্কু সিংরা লিগ টেবিলের লাস্ট বয়। ৬ ম্যাচে পয়েন্ট মাত্র এক। এখনও জয় অধরা নাইটদের। গতকাল রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ফের ম্যাচ হারের পর দলের অধিনায়ক রাহানে ও কোচ অভিষেক নায়ারের কুড়ির ক্রিকেটের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেকেআরের অন্দরের খবর, বিদায়ঘণ্টা বাজছে অধিনায়ক ও কোচ, দুইজনেরই। তার মধ্যেই বাজতে শুরু করেছে। বিকেলের দিকে কেকেআরের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'বড় কিছু একটা রদবদল না করলেই নয়। দেখা যাক কী হয়।'

প্রশ্ন হল, রাহানেকে নেতৃত্ব থেকে সরালে বিকল্প কে? দলের ঘোষিত সহ অধিনায়ক রিঙ্কু রীতিমতো অনভিজ্ঞ। ২৫.২০ কোটির ক্যামেরন গ্রিনকে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়ার কথা হয়েছে কেকেআরের অন্দরে। কিন্তু গ্রিন কি দায়িত্ব সামলাতে পারবেন? গতকাল তিনি রান করলেও বল করেননি। অধিনায়ক রাহানে ম্যাচ হারের পর বলেছিলেন, 'গ্রিনের ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। তাই বল করানো হয়নি।' এমন আধা ফিট ক্রিকেটারকে বয়ে বেড়ানোও কঠিন। অভিষেককে কোচের দায়িত্ব থেকে সরালে তাঁর যোগ্য বিকল্প রয়েছে। দলের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন সবদিক থেকেই কেকেআরের দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য। মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোকে দায়িত্বে আনা যেতে পারে। প্রশ্ন হল, দিশাহীন কেকেআর এমন কঠিন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটবে কি?

২০১৪ সালের আইপিএলে টানা শেষ সাত ম্যাচ জিতে প্লে-অফে গিয়ে খেতাবও জিতেছিল কেকেআর। ২০২১ সালেও টানা চারটি ম্যাচ জিতে প্লে-অফে যান নাইটরা। ফাইনালেও পৌঁছে গিয়েছিলেন সেবার। যদিও খেতাব আসেনি। চলতি মরশুমে কি হবে? রাহানেদের প্রত্যাবর্তন? নাকি কোচ-অধিনায়ক পরিবর্তন?

রাতেই কলকাতায় পাথিরানা

শনিবার বিকেলের দিকে নাইট সংসারে এসেছে সুখবর। বড় অঘটন না হলে আজ রাতেই কলম্বো থেকে কলকাতায় হাজির হয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ১৮ কোটির জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা। যদিও পাথিরানা আগামীকাল খেলবেন কি না, স্পষ্ট নয় এখনও।

আহমেদাবাদ থেকে আজ বিকেল পাঁচটার সময় কলকাতায় ফিরেছে কেকেআর। রবিবার দুপুরে ইডেন গার্ডেন্সে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে। বৈভব সূর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল, জোফ্রা আর্চারদের বিরুদ্ধে আগামীকালও রাহানেরা হতাশ করবেন, ধরেই নিয়েছে ক্রিকেটমহল। এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতার আবহে কোচ অভিষেক ও অধিনায়ক রাহানের হয়তো আগামীকালই শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। কেকেআরের অন্দরমহল থেকেও কোচ ও অধিনায়ক বদলের বাজনা

নেতৃত্ব যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও মুখে হাসি বজায় রয়েছে আজিঙ্কা রাহানের।

ছেলে আজলান খানের জন্মের খবর দিয়ে এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলেন রশিদ খান। শনিবার।

বৈভবকে ক্রিকেট উপভোগ করার বার্তা সাঙ্গাকারার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : দুর্দান্ত শুরু। তারপরই আচমকা ধাক্কা।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম বলেই আউট বৈভব সূর্যবংশী। শুধু আউট হওয়াই নয়, শর্ট বলের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্বলতাও সামনে এসে গিয়েছে।

গত দুইদিনের মতো শনিবার দুপুরেও ইডেন গার্ডেন্সের নেটে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যাটিং করেছেন বৈভব। ভারতীয় ক্রিকেটের 'বিস্ময় বালক' বৈভব চেষ্টা করছেন তাঁর দুর্বলতা ঢেকে নতুন শুরুর। সেই লক্ষ্যে রবিবার দুপুরের ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন তিনি। তার আগে আজ দুপুরে রাজস্থান রয়্যালস দলের অনুশীলন শুরুর আগে প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট তথা হেড কোচ কুমার সাঙ্গাকারা। বৈভব নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়াকে আশ্বস্ত করে সাঙ্গা জানিয়েছেন, তিনি বিস্ময় বালককে পরামর্শ দিয়েছেন ক্রিকেট উপভোগ করার। সাঙ্গার কথায়, 'ব্যর্থতা শব্দটা অনেক বড়। শতরান করার মতো ক্রিকেটে প্রথম বলে আউট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন নয়। তাই বৈভবকে আমি বলেছি, মাঠে যা ঘটার ঘটবে। ও যেন ক্রিকেটটা সবসময় উপভোগ করে। বৈভব প্রতিভাবান। খুব পরিশ্রমও করে। তাই ওকে বলেছি, ক্রিকেট খেলার আনন্দ যেন হারিয়ে না ফেলে ও।'

রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ দেখছেন কুমার সাঙ্গাকারা। -ডি মণ্ডল

পাঁচ ম্যাচে আট পয়েন্ট রাজস্থানের। শেষ ম্যাচের হারের প্রভাবে এক ধাক্কায় লিগ টেবিলের মগডাল থেকে তিন নম্বরে নেমে এসেছেন রিয়ান পরাগরা। আগামীকাল কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচ রাজস্থানের জন্য ফের নতুনভাবে জয়ের সরণিতে ফেরার। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে আগামীকাল রাজস্থান খেলতে চলেছে, যারা 'জয়' শব্দটাই ভুলতে চলেছে। রাজস্থানের হেডস্যর সাঙ্গা অবশ্য ভুলে ভরা কেকেআর-কে সমীহ করছেন। সাঙ্গার কথায়, 'রেকর্ড বা পরিসংখ্যান দেখে কোনও দলকে বিচার করা উচিত নয়। যথেষ্ট শক্তিশালী দল কেকেআর। আমাদেরও সতর্ক থাকতে হবে।' শেষ ম্যাচে হারের পর রাজস্থানের সমস্যা ধরে ফেলেছেন সাঙ্গাকারা। তাঁর মনে হচ্ছে, দল হিসেবে তাঁদের আরও সতর্ক থেকে ধৈর্য দেখিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে হবে। অধিনায়ক রিয়ান রানে নেই। তাঁর সমালোচনা চলছে। দলের অধিনায়কের হয়ে আজ ব্যাট ধরেছেন কোচ সাঙ্গা। বলেছেন, 'রিয়ান অনুশীলনে ভালো করছে। আমার মনে হয় না ওকে নিয়ে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে। একজন ক্রিকেটার হিসেবে ভালোই জানি, ক্রিকেটারের কেরিয়ারে এমন সময় আসে। দ্রুত রানে ফিরবে ও।'

রাজস্থান দলের অন্যতম তারকা ধ্রুব জুরেলকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সাঙ্গাকারা। ক্রিকেটার হিসেবে জুরেলের সবসময় শিখতে চাওয়ার মানসিকতা, পজিটিভ ভাবনার প্রশংসা শোনা গিয়েছে। রাজস্থানের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জুরেলের স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বরাবরই সচেতন ও। এমন ক্রিকেটার সব দলেরই সম্পদ।'

নেভালের বিরুদ্ধে সুমিত, পাশে নীরজ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কোচ নেভাল সিংয়ের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন এবং গালিগালাজের গুরুতর অভিযোগ আনলেন প্যারালিম্পিকে জোড়া সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার সুমিত আন্টিল। তাঁর এই অভিযোগে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া এবং প্যারা অ্যাথলিট নবদীপ সিংরা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে লিখিত অভিযোগে সুমিত জানিয়েছেন, ২০১৮-'১৯ সালে নেভালের অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাঁকে ছাড়লেও, এখনও মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে এবং নীরজদের পরিবার তুলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন ওই কোচ। সুমিতের কথায়, 'জল মাথার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার পরেই আমি অভিযোগ জানিয়েছি।' সাই এই অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও জানিয়েছে, নেভাল তাঁদের কর্মী নন, অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের অধীনে তিনি প্রশিক্ষণ দেন। তবে সুমিতের যুক্তি, সাইয়ের চত্বরে থাকা অ্যাথলিটদের সঙ্গে এই আচরণ হলে সাইকেই পদক্ষেপ করতে হবে। সুমিতের পাশে দাঁড়িয়ে নীরজ সাইকে কড়া চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, কোচের এই ধরনের আপত্তিকর আচরণ অত্যন্ত লজ্জাজনক। সুমিত হতাশার সুরে বলেছেন, 'নীরজ ভাই বা প্যারালিম্পিক পদকজয়ীদের সঙ্গেই যদি এমন ব্যবহার করা হয়, তাহলে জুনিয়ারদের কী অবস্থা হবে?'

হায়দরাবাদে এলেন কোয়েৎজে

হায়দরাবাদ, ১৮ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে চোট পাওয়া ডেভিড পেনের জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকার পেস বোলিং অলরাউন্ডার জেরাল্ড কোয়েৎজেকে দলে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২ কোটি টাকায় তাঁকে নেওয়া হয়েছে। এর আগে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। ব্রাইডন কার্স চোট পাওয়ায় তাঁর বদলে হায়দরাবাদ আগেই দিলশান মদুশঙ্কাকে এনেছে। এদিকে, চোট সারিয়ে ২৫ এপ্রিল মাঠে ফেরার সবুজ সংকেত পেয়েছেন প্যাট কামিন্স।

ক্লাব-জিনিয়াস বৈঠক বৃহস্পতিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : আগামী বৃহস্পতিবার ক্লাবগুলির সঙ্গে বসতে চলেছে ২০০০ কোটি টাকার উপরে দরপত্র দেওয়া জিনিয়াস স্পোর্টস। খুব সম্ভবত সেখানে তাদের তরফে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে। এই কোম্পানিকে নিয়ে খুশি নয় ক্লাবগুলির একটি অংশ। তাদের বক্তব্য, জিনিয়াসের দরপত্রে ক্লাব কী পাবে যা কোথাও লেখা নেই। এখন দেখার ২৩ এপ্রিল এই বিষয়ে ক্লাবগুলিকে কোনও সুখবর তারা শোনাতে পারে কিনা।

কোচের মতে আরও ভয়ংকর হবেন বৈশালী

নিকোসিয়া, ১৮ এপ্রিল : ক্যান্ডিডেটস জিতে মহিলাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন করা রমেশবাবু বৈশালী এখনও তাঁর আসল দক্ষতার পুরোটা দেখাননি। সাইপ্রাস থেকে এমনই দাবি করলেন তাঁর দীর্ঘদিনের দাবা গুরু আরবি রমেশ। তাঁর মতে, বৈশালী এবং রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ দুইজনেই নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনায় এখনও পৌঁছাননি। এবারের ক্যান্ডিডেটসে সর্বনিম্ন র‍্যাংকিং নিয়ে শুরু করে, প্রথম ছয় রাউন্ডে পিছিয়ে থেকেও যেভাবে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বৈশালী চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তা অভাবনীয়। রমেশ বলেছেন, 'ফর্ম খারাপ থাকলে ফিরে আসা কঠিন, কিন্তু বৈশালীর এই শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে সে নিজের নেতিবাচক দিকগুলি জয় করতে পারে।'

> **বৈশালী এবং রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ দুইজনেই নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনায় এখনও পৌঁছাননি। এবারের ক্যান্ডিডেটসে সর্বনিম্ন র‍্যাংকিং নিয়ে শুরু করে, প্রথম ছয় রাউন্ডে পিছিয়ে থেকেও যেভাবে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বৈশালী চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তা অভাবনীয়।**
>
> **-আরবি রমেশ,** বৈশালীর কোচ

রমেশের মতে, দাবায় বৈশালীর মতো এতটা পরিশ্রমী এবং একাগ্র মহিলা খেলোয়াড় অত্যন্ত বিরল। গত ১৮-১৯ বছর ধরে তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে আসছেন তিনি। অনেক খেলোয়াড় বড় টুর্নামেন্ট জয়ের পর বিরতি নিতে পছন্দ করলেও, বৈশালী বা প্রজ্ঞা দেশে ফিরেই পরের দিন অনুশীলনে নেমে পড়েন। এই অদম্য জেদ আর অধ্যবসায়ই তাঁদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। রমেশ আরও জানান যে, বিশ্বমঞ্চে এত বড় সাফল্যের পরও বৈশালী বা প্রজ্ঞার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। এত সাধারণ ও মাটির কাছাকাছি থেকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়াই তাঁদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে।

কোচের সঙ্গে রমেশবাবু বৈশালী।

পাকিস্তানের কোচ সরফরাজ

লাহোর, ১৮ এপ্রিল : মে মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য সরফরাজ আহমেদকে প্রধান কোচ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। শান মাসুদের নেতৃত্বাধীন ১৬ জনের দলে আব্দুল্লাহ ফজল, আমাদ বাট, আজান আওয়াইস এবং গাজি ঘোরির মতো চারজন নতুন ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। বোলিং ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন উমর গুল এবং আসাদ শফিক। ঢাকা ও সিলেটে এই টেস্ট ম্যাচ দুইটি হবে।

প্রিমিয়ার লিগে কভেন্ট্রি সিটি

লন্ডন, ১৮ এপ্রিল : দীর্ঘ ২৫ বছরের অপেক্ষার অবসান। ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে আগামী মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের কভেন্ট্রি সিটি। এই সাফল্যের ফলে ক্লাবটি সম্প্রচার স্বত্ব থেকে বিপুল অর্থ পাবে। একসময় আর্থিক দুর্দশায় চতুর্থ ডিভিশন পর্যন্ত নেমে যাওয়া এবং নিজেদের মাঠ হারানো এই ক্লাবের প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন এক রূপকথার মতো।

অতিরিক্ত বাউন্সই বাড়তি সুবিধা দিয়েছিল : রাবাদা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : টানা তিন ম্যাচে জয়। আইপিএলে শুরুটা ভালো না হলেও এই মুহূর্তে দারুণ ছন্দে গুজরাট টাইটান্স।

শুক্রবার রান তাড়া করতে নেমে কলকাতার বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে। শুভমান গিলদের ব্যাটিং নিয়ে প্রশংসা হচ্ছে ক্রিকেট মহলে। কিন্তু শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিংয়েও ছাপ ফেলেছে গুজরাট। কাগিসো রাবাদা-মহম্মদ সিরাজ যুগলবন্দিতে পাওয়ার প্লে-তেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটিং লাইনআপ মুখ থুবড়ে পড়ে। মাত্র ৩৭ রানেই ৩ উইকেট হারায় তারা। এই ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি গুজরাটের বড় প্রাপ্তি প্রোটিয়া পেসার রাবাদার ফর্মে ফেরা।

আইপিএলের শুরু থেকেই এলোমেলো দেখাচ্ছিল রাবাদাকে। ছন্দে ফিরতে কেকেআর ম্যাচ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। দিনের শেষে ২৯ রানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। তবে প্রোটিয়া তারকা মনে করেন, পিচে অতিরিক্ত বাউন্স থাকায় তাঁর সুবিধা হয়েছে। ম্যাচের পর রাবাদা বলেছেন, 'পিচে অতিরিক্ত বাউন্স থাকাটা আমাকে সবসময়ই বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। এদিনের উইকেট তেমনই ছিল। ফলে ব্যাটাররা স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারছিল না। তারই ফায়দা তুলেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনা ছিল দ্রুত উইকেট তুলতে হবে। সেই জন্য পুরো পাওয়ার প্লে জুড়ে আমি ও সিরাজ বল করেছি। অন্য যে কোনও দিন হলে ৫ উইকেট পড়তে পারত। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে ৩ উইকেট পাওয়াটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর অরেঞ্জ ক্যাপ পেয়ে গিয়েছিলেন শুভমান গিল। এদিন তা চলে যায় হেনরিচ ক্লাসেনের কাছে।

পরপর ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলে চার নম্বরে উঠে এসেছে গুজরাট। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ছন্দে ফিরে আসার জন্য গুজরাট কোচ আশিস নেহেরাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা হরভজন সিং। প্রাক্তন সতীর্থকে ফুটবল কোচের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভাজ্জি। তাঁর কথায়, 'নেহেরা এমন একজন মানুষ যে সব পরিস্থিতিতে দলের পরিবেশকে ইতিবাচক রাখতে পারে। ওর সবচেয়ে বড় অবদান হল, গোটা দলের সবাইকে একসঙ্গে রাখা। নেহেরার কোচিং স্টাইল ফুটবল কোচের মতো। সবসময়ই ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে।' জয়ের আবহে আরও একটি সুখবর এসেছে গুজরাট শিবিরে। পুত্রসন্তানের পিতা হয়েছেন আফগান তারকা রশিদ খান। সমাজমাধ্যমে নিজে সেই সংবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, চোটের কারণে আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের টম ব্যান্টন। তাঁর পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটার কোনর এস্টারহুইজেনকে দলে নিয়েছে গুজরাট।

হাফটাইমে গাইবে কোল্ডপ্লে

নিউ ইয়র্ক, ১৮ এপ্রিল : চলতি বছরের ১৯ জুলাই মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছে সুপার বোলের ছোঁয়া। প্রথাগত ১৫ মিনিটের বদলে এবার হাফটাইমে ২৫ মিনিটের শো হবে। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো জানিয়েছেন, ক্রিস মার্টিনের বিখ্যাত ব্যান্ড 'কোল্ডপ্লে' এই শো মাতাবে। এছাড়া প্রত্যেক অর্ধে ৩ মিনিটের জলপানের বিরতিও থাকবে। তবে বারবার এই বিরতির সিদ্ধান্তে খেলার ছন্দপতন হতে পারে ভেবে ক্ষুব্ধ অনেক ফুটবলপ্রেমী।

বিরতির ভাবনায় সলমন

লাহোর, ১৮ এপ্রিল : ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নজর দিতে টি২০ থেকে সাময়িক বিরতির কথা ভাবছেন পাকিস্তানের টি২০ অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার পর প্রবল সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি। শুধু পিএসএল খেলে তরুণদের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ারও ঘোর বিরোধী এই পাক অধিনায়ক।

জিএসএলে মার্কিন দল

গায়ানা, ১৮ এপ্রিল : গ্লোবাল সুপার লিগের (জিএসএল) তৃতীয় মরশুমের পঞ্চম ও চূড়ান্ত দল হিসেবে যোগ দিল মেজর লিগ ক্রিকেটের সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নস। এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও দল এই টুর্নামেন্টে খেলবে। ২৩ জুলাই থেকে ১ আগস্ট গায়ানায় অনুষ্ঠিত হবে এই লিগ। ইউনিকর্নস ছাড়াও এখানে খেলবে লাহোর কালান্দার্স, গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, ডেজার্ট ভাইপার্স এবং পার্থ স্কর্চার্স।

KHOSLA ELECTRONICS
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে
শুভ উদ্বোধন
টবিন রোড
বি.টি রোড, টবিন রোড ক্রসিং
91477 46794
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
BUY AC & GET EXTRA
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY at KHOSLA 6 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
40% DISCOUNT 50% at KHOSLA DISCOUNT ON AC
EXCHANGE OFFER ₹5,000 KHOSLA EXCHANGE OFFER ₹10,000 ON OLD AC*
EXTRA on Bajaj EMI Card 1 EMI OFF
CASHBACK ₹5,000 KHOSLA CASHBACK OFFER ₹10,000 ON AC*
PAY 1 0 DOWN PAYMENT at KHOSLA
KHOSLA CASHBACK OFFER ₹30,000* IDFC FIRST Bank
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
UPTO 50% DISCOUNT AIR CONDITIONER
DAIKIN Highest Energy Efficiency
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,818*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,213*
1.8 Ton 3* Inv. EMI ₹2,556*
LG AI + DUAL INVERTER
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,758*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,875*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 1,999*
HITACHI ICE CLEAN Frost Wash Tecnology
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,559*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 2,999*
1.8 Ton 3*. EMI ₹ 3,304*
BLUE STAR 80 YEARS OF TRUST
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,400*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,400*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 3,455*
Panasonic Convertible 7 with additional AI mode
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,638*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,722*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,555*
Carrier Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,273*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,998*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,998*
SAMSUNG Wind Free Cooling with 23000 microholes
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,374*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,990*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 1,990*
VOLTAS Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,888*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,888*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,888*
LLOYD 5 in 1 expandable with AQ tech
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,177*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,584*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 2,793*
Godrej Tri Filtration System
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,143*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,042*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,525*
Haier 10sec. Supersonic Cooling
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,292*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,500*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,994*
GENERAL THE EXTREME MACHINE
1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,182*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 2,613*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹ 3,680*
Tower Fan ₹2,799
36 Ltr. EMI ₹ 713
50 Ltr. EMI ₹ 948
UPTO 50% DISCOUNT COOLER
LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD BOSCH SIEMENS IFB Hisense KGA BAJAJ USHA HAVELLS Symphony ZIVROO
FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525
FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹4,999
237 Ltr. BMR EMI ₹ 1,999
231 Ltr. DD EMI ₹ 1,791
192 Ltr. SD EMI ₹ 1,249
UPTO 41% DISCOUNT REFRIGERATOR
UPTO 58% DISCOUNT LED TV
100 QLED EMI ₹ 4,545
75 QLED EMI ₹ 4,545
65 QLED EMI ₹ 3,112
55 4K UHD EMI ₹ 3,388
43 SMART LED EMI ₹ 1,633
32 LED EMI ₹ 750
UPTO 50% DISCOUNT WASHING MACHINE
8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416
7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
FREE 1000 Watt Iron Worth ₹1,200
UPTO 40% DISCOUNT DEEP FREEZER
145 Ltr. EMI ₹ 1,416
207 Ltr. EMI ₹ 1,791
Panasonic
JAPAN'S NO.1 CONSUMER APPLIANCES BRAND*
INDIA KA CaptAIn Cool
TRUSTED AC FOR SMART INDIA
SPECIAL OFFERS
10% CASHBACK UP TO ₹4,000*
6 YEARS* COMPREHENSIVE WARRANTY* @ ₹499+GST
ZERO DOWN PAYMENT
NO COST EMI UP TO 12 MONTHS*
FIXED EMI RETURNS
SPECIAL LONG TENURE EMI*
MirAIe Connected Living
INDIA'S 1ST matter ENABLED RAC*
AI
nanoe
converti8™
ODU AUTO CLEAN DUSTBUSTER™ COOLING | EFFICIENCY | RELIABILITY
Panasonic ECOTOUGH COOLS EVEN AT 55°C
UP TO ₹10,000 INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹10,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Apr - 24 May 2026. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank
Easy Finance by
HDB FINANCIAL SERVICES
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financier. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.
Locate your nearest Khosla store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132